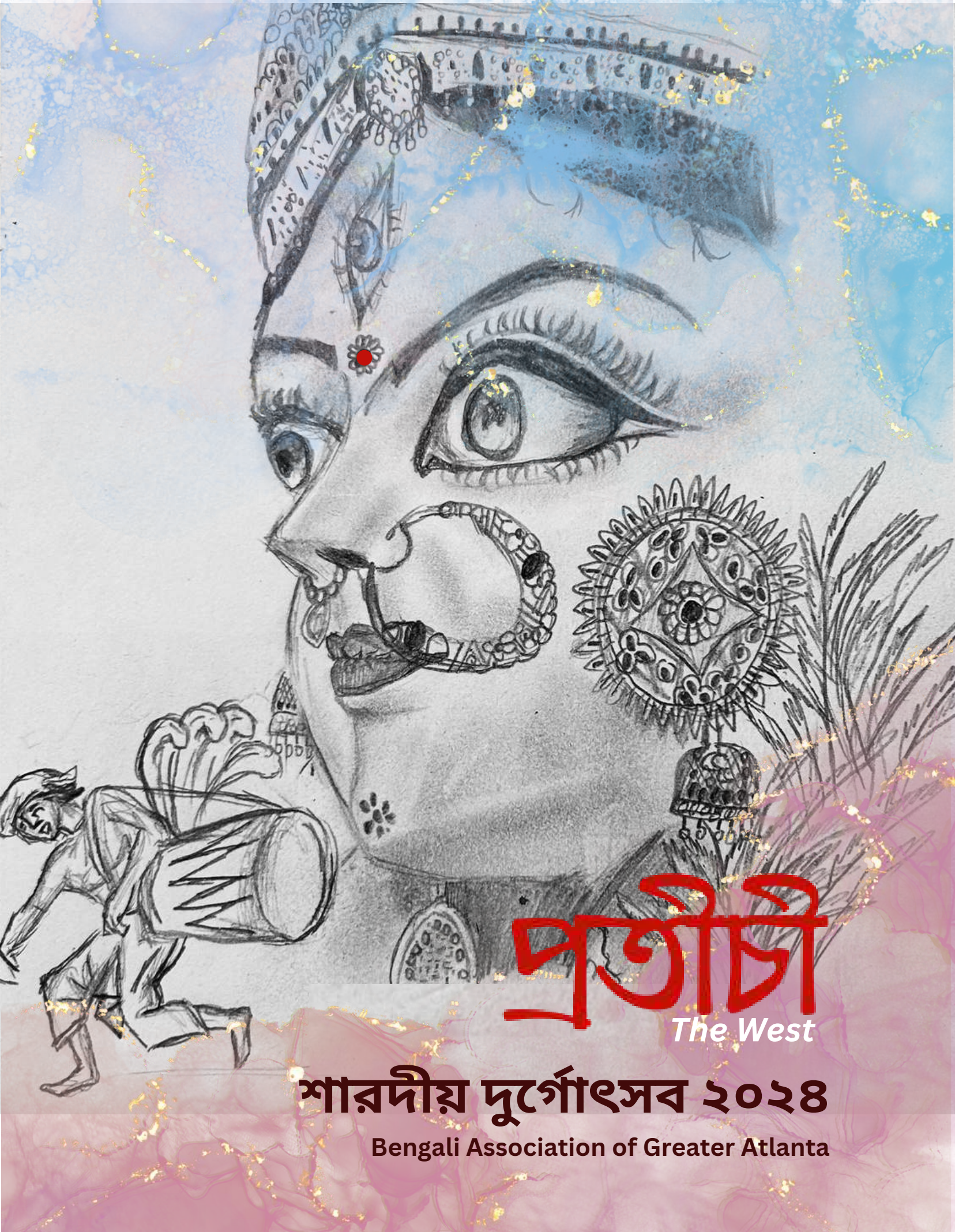




প্রতীচী

The West

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৪

Bengali Association of Greater Atlanta



Suvidha Wishes you a Happy Happy Diwali & Dhanteras

DO CHECK OUT
OUR EXCLUSIVE
**FESTIVE
SPECIALS**

Wishing you the divine blessings of Durga Puja, the joy and prosperity of Diwali, and the wealth and good health of Dhanteras!

SUVIDHA INTERNATIONAL MARKET

International Groceries | Garden Fresh Vegetables |
Pooja Samagri | Frozen Foods from All Leading Brands |
Unmatched Selection & Service

SUWANEE | MARIETTA | ALPHARETTA





HondaCarland

Carland

SERVICE CENTER

Shop The New 2024 Honda Prologue!

Set your sights on the future because the new 2024 Honda Prologue has arrived at Honda Carland. This glorious all-electric SUV delivers the performance, style, comfort, and innovation that helps set our Honda models apart from the crowd. There is always something to love when you climb behind the wheel of this shining example of perfected automotive ingenuity. We can't wait to see you take a ride inside the latest new Honda.



Good news, the Honda Prologue is eligible for the **\$7,500 EV TAX CREDIT!**



Stop In And Visit Two Of Our Sales Specialists:

Noorain Dobani
Ndobani@hondacarland.com

Zahid Khan
Zkhan@hondacarland.com



FULL SYNTHETIC OIL CHANGE



\$20 OFF

Up to 5qts of oil. Honda Vehicles Only. Must present coupon at time of write-up. We reserve the right to confirm coupon and price. Plus tax and shop fees. Cannot combine offers. This offer cannot be used on a service or repair that is already discounted.

LABOR DISCOUNT



20% OFF
ON VEHICLES
UNDER 100K MILES

30% OFF
ON VEHICLES
OVER 100K MILES

Plus tax and any applicable fees. Up to maximum \$75 total discount. Must present coupon at time of write-up. Not applicable for accessory labor. Cannot be used on maintenance items, tire labor, and alignments. All of which are already discounted. Speak with an advisor for details.

Visit Honda Carland and Carland Service Center to schedule service and additional savings!



Honda Carland

11085 Alpharetta Highway, Roswell, GA 30076

Sales Hours: M-Sat 9a-8p • Sun 12p-6p

Service & Parts Hours: M-Fri 7a-7p • Sat 7a-5p • Sun Closed

Sales: 470-235-2084 Service: 770-998-2327 Parts: 770-641-8807

www.HondaCarland.com

Carland Service Center

11300 State Bridge Road, Alpharetta, GA 30022

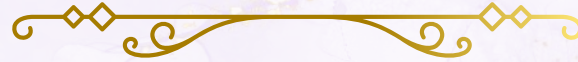
(678) 624-0050

Store Hours: M-Fri 7a-7p • Sat 7a-5p • Sun Closed

www.CarlandService.com



Disclaimer



The statements and opinions contained in the advertisements and writings are solely those of the advertisers/authors and do not necessarily reflect those of the editors or the publisher. Images and art used in this magazine have been either legally generated using AI or limited to sourcing public-domain, royalty-free materials from the Internet. BAGA assumes no legal responsibility for copyright infringement around republishing, reprinting, or resale of any originals published in Pratichi; such protective actions remain the sole discretion and responsibility of the participating authors or artists. The appearance of advertisements in this publication is not a warranty, endorsement or approval of the products or services advertised or of their safety. The editors and the publisher disclaim responsibility for any injury to persons or property resulting from any ideas or productions referred to in the articles or advertisements. Moreover, BAGA reserves the discretion and right to accept, or reject any creation submitted with or without cause. BAGA assumes implicit permission for publishing any photograph of the participant or contributor including digital media, unless a written objection is made by the participant or his/her guardians before the publication. BAGA desires to distribute a copy of printed Pratichi to all contributors but can't guarantee that all contributors will receive a copy.



Contents

Editorial, 1

President's Message, 2

Executive Committee 2024, 3

Board of Directors, 4

Sports Committee, 6

Youth Committee, 8

Puja Committee, 10

Past Executive Committee, 10

Message from Consul General, 11

নিমন্ত্রিত লেখক ও লেখিকা

এবার আমি দখল নেব - অমর মিত্র, 16
ডাকাতে কালী: কিছু গল্প কথা - রূপা মজুমদার, 25
সময়ের আগে - অভীক সরকার, 33
মারণ বিনিময় - জয়ন্ত দে, 43
রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন - তসলিমা নাসরিন, 40

স্থানীয় লেখক ও লেখিকা

আমেরিকায় মাস দুয়েক - সুজিত কুমার গাঙ্গুলী, 48
রাধার অষ্ট সখীর এক সখী রানী রাসমনি - ইন্দ্রিরা ভাওয়াল, 52
তুষারে দুরন্ত খেলা - রিমি পতি, 55
মন্ডল সেলুন - মানস দে, 62
উতল হাওয়া - ড.দেবানী লাহা (মল্লিক), 70
ট্রাভেলগ - সংযুক্তা রায়, 75
বাংলার মুখ - রবীন্দ্র চক্রবর্তী, 15
অনলাইনে আছি - অনুপকুমার আচার্য, 51
মাঠ - সন্দীপ সাহা, 59
বন্ধন - রবীন্দ্র চক্রবর্তী, 59
গতকাল যে বন্ধু ছিল, কেমন আছো, মারুফা - রুদ্রশংকর, 69
বুদ্ধিজীবী - সজল চট্টোপাধ্যায়, 69
চক্র - পঙ্কজ কুমার, 74
একটি বৃষ্টির কবিতা - অক্ষন বসু, 74

Local Authors

India Mourns a Legend - Prosanto Hazra, 14
Yes, There Are or Were or Will Be Human-Like Aliens - Asit N. Sengupta, 80
Creating a Social Legacy - Jay Misra, 84
She came, we saw, she conquered - Prosanto Hazra, 88
The Miracles of a Rainy Day - Alipi Das, 91
From Table Mountain to Kruger Park: My Unforgettable South African Tale - Kiriti Gupta, 94
The Lovely Days of my Childhood at Kolkata - Aaleyah Mallik, 98
The wisdom of Chanakya - Anil Chakrabarti, 100
Juthika Roy, An Embodiment of Meera - Girish Modi, 102
Face of Bengal - Rabindra Chakraborty, 15
Mistakes - Aritri Das, 87
A Sleep without Dreams - Anon Achoros, 97
Liberation Overdue - Niranjan Talukder, 106

Art

Sunandita Saha, 110
Elina Guha, 111
Sourabhi Saha, 112
Nishant Das, 113
Rayansh Das, 113
Araina Rahut, 114
Tuhina Chatterjee, 114
Aaleyah Mallik, 115
Tanisha Podder, 116

সম্পাদক মন্ডলী | Editors



সজল চট্টোপাধ্যায়
Sajal Chattotpadhyay



মালবিকা বোস (নীতা)
Malabika Bose (Nita)



সংযুক্তা রায়
Sanjukta Roy



রবীন্দ্র চক্রবর্তী
Rabindra Chakrabarty



প্রশান্ত হাজরা
Prosanto Hazra



মৌমি পঁজা
Moumi Panja

প্রকল্প সহায়ক | Project Support



অর্পিতা আউডি
Arpita Auddy



রাজীব আউডি
Rajib Auddy



দীপঙ্কর চ্যাটার্জী
Dipankar Chatterjee



মৌমিতা দত্ত
Moumita Dutta

অক্ষর বিন্যাস ও অলংকরণ | Page Layout and Illustration



মৌমি পঁজা
Moumi Panja

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, চিত্র ও রূপায়ণ | Cover planning, painting and design



রূপসা চট্টোপাধ্যায়
Roopsha Chattopadhyay



মৌমি পঁজা
Moumi Panja



মালবিকা বোস (নীতা)
Malabika Bose (Nita)

সম্পাদকীয়



বছর ঘুরে বাঙালীর দুর্গাপূজা আবার উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু "শারদীয়া দুর্গোৎসব" বলতে একটু দ্বিধা এখন সকলেরই কারণ উৎসবের আবহাওয়ায় এবার এক বিষাদজনক মানসিকতা। দেশে মায়ের আবাহনের আগেই মেয়ের বিসর্জন হয়ে গেলো। এদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনা বাধায় বন্দুকের ব্যবহারে প্রাণ হারাচ্ছে বহু ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকেরা। উৎসব শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম যে সংস্কৃত ভাষায় এর মানে দুঃখ কষ্টের উৎখাত। অথচ ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে শব্দটি এখন ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয়ে গেছে কারণ উৎসবের "সব" এখন "শব" হয়ে আমাদের প্রাণমন বিদীর্ণ করছে। মানুষের দুষ্কর্ম কমবেশি সবসময়েই বজায় থাকে। কিন্তু হাসপাতালে ডাক্তার, বিদ্যালয়ে ছাত্র আর শিক্ষক, মন্দিরে পুরোহিত—এদের বেনজির হত্যাকাণ্ড ঘটলে আমাদের নতুন করে ভাবতে হয় সমাজের কেন এতো অবক্ষয়! কেন আজ শরতের দুর্বাঘাসে, শিউলি ফুলে, কাশগুচ্ছে, এতো হিংস্র স্বাপদের আনাগোনা? এটা কি মূলত যারা আজ "ধনং দেহি, যশো দেহি" বলে তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে, তারা কোনপথে ধন বা যশ আসছে তার কোন তোয়াক্কা করে না বলে? আমাদের বিবেক, মনুষ্যত্ব কি এতটাই বিকিয়ে গেল? পাপের নেশায় যখন শিরদাঁড়া সংকুচিত, তখন পুষ্পাঞ্জলির ফুল দেবীর পায়ের বদলে অসুরের পায়ের পড়ছে এতে বিস্মিত হবার কারণ আছে কি! একমাত্র আশ্বাসের কথা আর জি করের ঘটনা আমাদের ভয়ানক ভাবে নাড়া দিয়েছে। একটা মৃত্যু আমাদের সবার ঘুম ভাঙিয়েছে। এখন লোকের মুখে মুখে রবি ঠাকুরের রক্তকরবীর সংলাপ—রাজা যখন বলেন, "আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।" তাতে নন্দিনীর উত্তর: "তারপর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।" কল্লোলিনী তিলোত্তমা আজ মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যাত্রা করেছে। শহরে শহরে আজ যখন রাতের রাজপথ দখলের অভিযান চলছে, তখন সবার মতো আমরাও প্রার্থনা করি "মা দুর্গা, আমাদের দুর্গতি নাশ করো। আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিগন্তে ফেরাও।"

এবারের প্রতীচীর সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করি প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার জন্য বাগা'র সদস্যদের কাছে চিত্রশিল্প পাঠানোর আবেদন জানানো হয়েছিল। আমরা দুটো ছবি পেয়েছিলাম এবং দুটিই এবারের প্রতীচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দুই শিল্পীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাছাড়া প্রতিবারের মতো এবারও আমরা সাধ্যমতো নানা উপাচারে শারদীয়া প্রতীচীকে সাজাবার চেষ্টা করেছি। এতে আছে অনেক উপাদেয় রম্যরচনা, কিন্তু দেশের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীকে মনে রেখে আমরা কিছু নির্দিষ্ট কবিতা যোগ করেছি। আমাদের একমাত্র আশা এই পরিবেদন ও প্রতিবাদের ভাষা আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসুক। জানিনা কলকাতায় পূজা এবার কেমন ভাবে অতিবাহিত হবে? মনে হয় প্যান্ডেল থেকে প্যান্ডেলে সেজেগুজে বেড়ানো, মাইকে পূজোর গানের সম্প্রচারণ, মন্ত্রী নেতার ভাষণ—এ সবকিছুতে এবার চরম নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এবারে যে এক বাবা আর মা তাদের প্রিয় সন্তানকে চিরতরে হারিয়েছেন-- হারিয়েছেন মানুষকে মানুষের কাছে! আমরা "দেবী প্রচন্ডদোর্দন্ড-দৈত্য দর্পনিসুদিনী"কে ডাকছি সুবিচারের আশায়। "রক্তবীজ-বধে দেবী চণ্ডমুণ্ড বিনাশীনি" এবার আবির্ভূত হও। তোমার কাছে আমাদের এখন একটাই আর্জি: "যাহারা তোমাকে দূষিত করেছে, নিভিয়েছে তব আলো, তাদের কখনো ক্ষমা করো নাকো—লেলিহান শিখা ঢালো। জ্বলে পুড়ে তারা থাক হয়ে যাক, কড়ু ফেরে নাকো আর—নির্মল হোক ধরণী তোমার, কাটুক অন্ধকার।"

ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়

President's Message



Dear BAGA Members,

“Shubho Sharodiya” (Festive Greetings)! On the grand occasion of Durga Puja, I extend heartfelt regards and best wishes to all of you on behalf of the Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA).

There's a saying that when three Bengalis meet abroad, they organize a Durga Puja, and when four meet, they organize two Pujas. However, despite such humorous anecdotes, I must say with the love and support of nearly 250 families, we have established ourselves as the oldest and largest Bengali community in Georgia. This year, our organization proudly steps into its 45th year. To strengthen the bond of our unity, every year we come together to celebrate various festivals and events such as Saraswati Puja, Bengali New Year, our annual picnic, Mahalaya, Durga Puja, Lakshmi Puja, and Kali Puja. Needless to say, the crown jewel of all these festivities is the Durga Puja or Durga Utsav.

Durga Puja is not just a religious event; it is a symbol of our unity, culture, and the tradition that has been passed down through generations. It symbolizes the triumph of Maa Durga over evil, embodying hope and resilience. Amidst recent incidents like the school shooting in our neighboring Winder, heinous crime in RG Kar hospital in Kolkata and unrest in Bangladesh, its celebration fosters unity and collective strength. The festival serves as a reminder of the enduring fight against oppression, inspiring communities to rise against adversity and promote peace.

As always, I firmly believe that the presence and participation of all BAGA family members and guests in the daily puja, cultural programs, and delicious community meals will make this celebration unique once again.

In conclusion, I hope this year's Puja brings happiness, peace, and prosperity to all our lives. With the blessings of Maa Durga, may we all become stronger and more united.

Shubho Durga Puja 2024!

Sincerely,

Dipankar Chatterjee (DC)

President - BAGA Cultural Club Executive Committee

Executive Committee



Dibakar Chandra is an Atlanta resident since 2000. He loves to travel. Dibakar lives in Cumming GA, with his beloved wife Susmita Purkait (Moonmoon), son Ankit (Tuktuk) and Daughter Adrija.



Dipankar Chatterjee (DC) moved to Atlanta in 2010. He lives in Suwanee with his wife Neha, daughter Diva, Olaf (their dog) and Elsa (their cat). They enjoy being involved in various activities in BAGA, which keeps them close to our culture despite being far away from India.



Debarati Deb was born and raised in Assam and has been a BAGA member since 2018. Growing up, Debarati was trained in Manipuri dance, Rabindra Nritya and recitation. She enjoys travelling and cooking. She lives with her husband Sudip in Cumming.



Sangita Nandi has been a resident of Atlanta since 2017. She takes keen interest in pursuing various art forms - painting, literature, music and drama. Travel and gardening are two other pastimes that she enjoys greatly. Sangita lives in Cumming, GA with her husband, Swarup, and son, Sagnik.



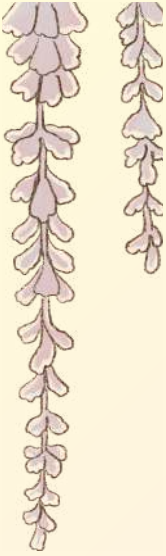
Rajib Auddy and his family moved to Atlanta in 2020. He and his son Tojo, love to play soccer and they truly love BAGA's passion for sports. His wife Arpita is a musician, as well as an actor in 'Bangla Natok'.



Somenath Dey is a dedicated member of the BAGA community since 2016. He lives in the Suwanee with his wife and daughter. He enjoys travelling, reading and participating in sporting events.



Anirban Ghatak and his wife, Oyindrila, have called Atlanta home since 2018, and have been with BAGA actively since 2021. He is a travel enthusiast and enjoys outdoor activities including hiking, kayaking, rustic camping and snorkeling with his better half. He connects uniquely with others through his knowledge and passion for food.



Board of Directors

Dear BAGA Members and Families,

As we celebrate our 45th Durga Puja, we are filled with immense joy and anticipation. We warmly welcome you and your families to join us in this cherished festival, confident that you will delight in the festive atmosphere and the unique essence that defines BAGA Durga Puja.

BAGA has become a vibrant hub for Bengalis in Atlanta, where our rich culture and traditions are celebrated and preserved. We extend our deep gratitude to all BAGA members, donors, sponsors, and volunteers. Your support and commitment have been the cornerstone of our success. Our heartfelt thanks go to the founders of BAGA and to all the individuals who have positively shaped our organization. Your contributions have been invaluable and have laid a strong foundation for our future.

We are one BAGA, a unity that no one can take away. Together, we have built a community that is resilient, inclusive, and full of life. We seek the blessings of Maa Durga, praying that she showers us all with abundant joy, tranquility, and prosperity.

We also take this moment to condemn the incident at RGKar Medical College in Kolkata and seek justice for Avaya/Tilottoma and others affected. Additionally, we strongly condemn the atrocities on minority Hindus in Bangladesh. Our thoughts and prayers are with all those who are suffering.

We wish you all a blessed Durga Puja and Subho Bijoya. May Maa Durga's blessings be with you and your loved ones.

**With heartfelt gratitude,
BAGA Board of Directors**



Mr. Raja Gautam Kar (Chairperson)



Mr. Arup Dhar (Secretary, Chair Pro Tem, Election Officer)



Mrs. Sarbani Samadder (Treasurer, Election Officer)



Mrs. Debasree Roy (Director, Election Officer)



Mr. Shantanu Paul (Director)



Mr. Rajib Nandi (Director)



Mrs. Shanta Gupta (Director)

Sports Committee



About BAGA Sports Committee (BSC)

The BAGA Sports Committee (BSC) has always been committed to promoting sports throughout the year, providing a fun forum for sports lovers to socialize and compete. The 2024 sports events highlighted BSC's ethos of inclusivity, enthusiasm, and joy, bringing together players of all ages and creating memorable moments on the field.

2024 BAGA Badminton and TT Tournaments

The 2024 sports season kicked off with Badminton and Table Tennis (TT), organized across multiple days. This scheduling allowed participants to focus entirely on one sport at a time. The TT tournament was held in a professional TT facility, creating an intense and competitive atmosphere. Both badminton and table tennis attracted a wide array of participants, and the spread-out events offered more time for players to shine in their respective fields.

2024 BAGA Cricket Tournament – A Competitive Battle on Two Pitches

The Cricket Tournament featured thrilling competition across two types of pitches over two days. Day one was played on a traditional grassy pitch, while day two introduced synthetic turf, challenging the players to adapt their strategies. With each match closely contested, the tournament was a testament to cricket's dynamic nature and the adaptability of the players. Fans cheered enthusiastically, making the event even more exciting.

2024 BAGA Soccer Tournament – A Grand Finale Under Lights

The BAGA Soccer Tournament was the crown jewel of 2024, concluding in a grand finale played under the lights at Cauley Creek Park. Four franchise teams competed over multiple days, leading to an electrifying final that ended with a tiebreaker, raising the tournament's stakes and excitement. The innovative team selection through auction added further excitement, engaging both players and spectators in an unforgettable event.

Youth Participation – The Heart of 2024

One of the most significant successes of 2024 was the increased youth participation in the tournaments. Dedicated matches were organized for children in soccer and cricket, and their passion and energy were contagious. The kids' soccer tournament ended with an equally dramatic grand finale, showcasing the future stars of BAGA sports.

BSC's focus on nurturing young talent was a major success and highlighted the importance of youth in community sports.

Looking Ahead

With 2024 setting a high standard, BSC remains committed to expanding sports participation and ensuring that BAGA continues to foster an inclusive, enthusiastic sports environment. Whether rain or shine, BAGA's sporting spirit will continue to thrive, creating more unforgettable memories in the years to come.

Avijit Saha

Vice President - BAGA Sports Club Committee
Bengali Association of Greater Atlanta





Youth Committee

Anushka Chowdhury, President: It has been an honor to serve the community as a BYC President this year. I have been involved in BAGA since I was in preschool, and this organization has shaped me to be who I am today.

Divija Nath, President: My favorite event that BYC has done was the blood drive donation with Red Cross. Guiding people through sign ups, reassuring them exactly what the process was, it was all in all a successful event. We are a rapidly expanding team and we cannot wait to watch BYC grow into something even bigger and better.

Susmita Dhar, Vice President: My family and I have been a part of BAGA for over 14 years, making this organization an important part of my life. One of my favorite BYC memories this year was volunteering to clean the Chattahoochee River. I am excited to see what else BYC has in store for the rest of the year.

Ahana Singh, Vice President: I have been a part of BAGA for the majority of my life. I spent most of my time performing on stage during Durga Puja or representing BAGA at IACA and a variety of other events.

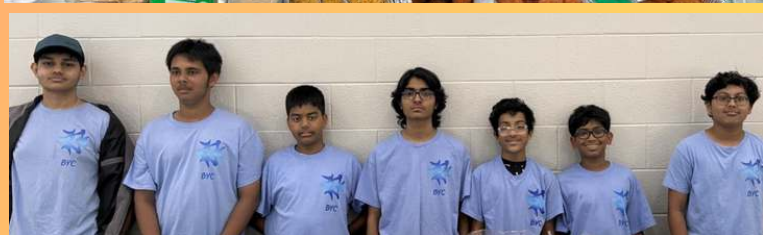
Deetya Roy, Treasurer: My favorite BYC event so far this year was the April Mela. BYC ran a stall which sold a huge variety of items - everything from chips and drinks to plants and face painting! I look forward to watch BYC continue to grow!

Saptanshu Maji, Treasurer: I am proud to highlight the BYC's contributions this year, including volunteering at Meals by Grace, where our team packed essential living necessities such as detergent, canned food, and bread to support those in need. These initiatives not only helped raise funds for our causes but also strengthened our community's commitment to service and cultural enrichment.

Priyankana Das, Treasurer: I have been in BAGA for many years, but this is my first year in BYC. Participating in BYC has granted me an opportunity to be more active in my community as well as keeping me close to my culture.

Arjun Chakraborty, Secretary - Sports: I have been part of BYC for about a year now. I played in the BAGA Cricket tournament in 2024 and this has taught me what it is like to be part of a team and the importance of working together to reach a common goal.

Projusha Banerjee, Secretary - Media: I have greatly enjoyed contributing to BAGA through volunteering in food stalls, face painting, and various fundraising activities. These events provided me with the opportunity to build strong bonds with friends and the community.





Pooja Committe 2024

It has been a great privilege of members of Puja Committee to continue the traditions and rituals of Puja ceremonies of Bengali Association of Greater Atlanta. In addition, a number of individuals actively support and extend helping hands during the puja ceremonies.

Pooja Committee:

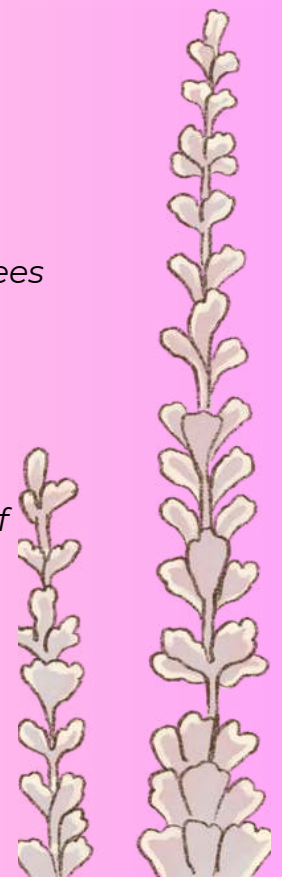
- Amrita Kumar
- Anubha Goswami
- Ayan Banerjee
- Barnali Nandy
- Chandra Roy
- Debjani Purkayastha
- Devi Banerjee
- Dibyendu De
- Mala Basu
- Neha Chatterjee
- Shanta Gupta
- Sharon Roy
- Shoma De
- Somdatta Mondal
- Sutapa Maji
- Suvarthi Bhol

Past Executive Committes

Information about committees can be found on: <https://baga.net/committees>

Donor List 2024

BAGA Donors 2024 List: https://baga.net/assets/pdf/BAGA_Donors_2024.pdf



रमेश बाबू लक्ष्मणन
Ramesh Babu Lakshmanan



भारत का प्रधान कौंसुल, अटलांटा
Consul General of India, Atlanta
5549 Glenridge Drive NE
Sandy Springs, Georgia-30342



On the auspicious occasion of Durga Puja, I extend my warmest greetings to the Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA) and its entire team for the outstanding work in preserving and promoting our rich Bengali culture and traditions. This vibrant festival, which celebrates the triumph of good over evil, brings together families and communities in joyous celebration. BAGA's commitment to ensuring that the essence of Durga Puja is experienced with the same warmth and devotion as in India is truly admirable.

May the divine energy of Goddess Durga bless you all with prosperity, peace, and happiness. As you gather to honor this cherished tradition, I hope the festivities strengthen the bonds of unity and cultural heritage within our community.

Wishing you a joyous and blessed Durga Puja.

(Ramesh Babu Lakshmanan)
Consul General

A2Z Fresh Meats HALAL



Discover our selection of premium halal meats and seafood. From tender baby goat and succulent chicken to a variety of seafood including rohu, shol, hilsha, long baim, katla, koral, bombay duck, rohu egg, hilsha egg and dry fish- we have it all. Custom cuts available upon request in-store. Enhance your culinary creations with our wide range of freshly made marinades and radhuni spices. Bengali sweets are now available for purchase. Visit us today!

10% OFF

All Fish with this coupon

*Coupon valid for one-time use
only during October 2024.

3230 Caliber St #D107, Suwanee, GA 30024

Located in Patel Brothers Complex
(678) 456-8212

Monday to Sunday 10 AM to 8:30PM



Phone: 770-998-1464

Fax: 770-998-1473

Email: glen@glenmonroe.com

Web: www.glenmonroe.com

STATE FARM® AGENT

Monroe Insurance Agency Inc.

Glen Monroe



Products Offered

Auto Insurance
Home and Property Insurance
Life Insurance
Health Insurance
Banking Products
Annuities

1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261

Office Hours: 8:30 to 5:00 M-F
After hours & Saturdays by
Appointment

Durga Puja Greetings From



Services:

Termites, Pest Control, Mosquito Control, Termite Control, Termite, Pre-Treatments, WIIR Letters, Wildlife Control, Gutter Protection, Blowback Insulation, Vent Install, Vapor Barrier, Wood Insulation, Custom Hole Repair, And Many More....

256 Castleberry Industrial Drive
Cumming, GA 30040
PH: 770-887-2571
www.allexterminatingga.com

For All Your Exterminating & Wildlife Needs
Serving North Atlanta since 1989



ATLANTA COMMUNITIES

SUKANTO TALUKDAR
REALTOR®

470.504.3303
STATLRealtor@gmail.com
SukantoTalukdar.AtlCommunities.com

*Licensed Real Estate Agent: Buying, Selling, Listing, Renting
*Licensed Mortgage LO: Residential Loan Origination

বাড়ি ও তহবিল
সিদ্ধান্ত
লোন

Conventional Loans
Fixed-Rate Mortgages
Adjustable-Rate Mortgages (ARM)
FHA Loans
Jumbo Loans
Interest-Only Loans



*Your Local
Mortgage
Professional*

SUKANTO TALUKDAR
NMLS ID # 2620539
(470) 504-3303
www.MortgagePlusLLC.com
2095 Buford Hwy SE # - Decatur, GA 30030

MORTGAGE PLUS LLC
CORPORATE MORTGAGE LENDER
MORTGAGE PLUS LLC
CORPORATE MORTGAGE LENDER



**PRINT
SIGNS**

**MAKE YOUR
BRAND
MORE
VISIBLE**



- VINYL BANNERS
- FEATHER BANNERS
- MURALS & INTERIOR SIGNS
- CHANNEL LETTERS
- WINDOW GRAPHICS
- CATALOGS & BOOKLETS
- TABLE THROWS
- POSTERS
- INVOICES
- A-FRAME
- LETTERHEADS
- AND MORE

**Looking
For Creative**

SOLUTION?

404-296-9141

2968 NORTH DECATUR ROAD, SUITE A, DECATUR, GA 30033



WWW.MYPRINTNSIGNS.COM



**Many Changes Coming Our way and
we are ready to help!**

**We even changed our Brand from
InsuranceWala to Medrates to better
define how we can help you!**

At Medrates, our focus will be on helping you find affordable
health insurance including:

- Obamacare Plans
- Catastrophic Health Plans
- Medicare Plans
- Long Term Care Solutions
- Life Insurance Retirement Plans

Visit our new website at www.Medrates.net for
educational videos and quotes.



Rajesh Jyotishi
(770) 884-8175
RJ@ShalinFinancial.com

Pari Jyotishi
(678) 335-1143
Pari@ShalinFinancial.com

MedRates
Affordable Healthcare Solutions

Securities offered through Dempsey Land Smith, LLC Member FINRA/SIPC
Advisory services offered through Dempsey Land Smith, LLC





India Mourns a Legend

Wednesday, Oct 9, 2024, was a deeply dark day - marking the end of a legendary and epic era in the story of modern India! Very sadly, Mr. Ratan Tata passed away at Bombay's Breach Candy Hospital. Not only is India greatly impoverished by his passing, having lost a crown jewel, but the world too, is poorer now.

Indeed, this is an irreparable loss for we are now without one of our most inspiring, exemplary and unforgettable leaders. India, in particular, has lost a true son it was so very proud to have - a genuine "Ratna" - a rare diamond - the likes of whom we'll be lucky to see again.

Mr. Tata leaves a void which can perhaps never be filled. Not only was he head and shoulders above the rest as a visionary in business, but he set the gold standard in human conduct, consistently demonstrating a great mind and vastness of heart.

I heard from my niece in Kolkata that even ordinary folks are mourning him with the lament "...Humlog heera khoye hain...."! "...Amra heerey harieychi...."

Yes, indisputably we have lost an invaluable gem among men. He and his legacy will remain unforgettable. If only more people could be like him the world would be a better place. Surely he has made Heaven richer with his presence. May he Rest In Eternal Peace.

Prosanto Hazra

বাংলার মুখ
রবীন্দ্র চক্রবর্তী

Face of Bengal Rabindra Chakraborty

আমিও দেখেছি বাংলার মুখ -
রূপসী, তাপসী, নির্মল।
তবে কেন হয়, আজ যন্ত্রণায়
মার চোখে জল।
কি এক অসুখ
জর্জরিত করেছে তাঁর বুক -
প্রাণ-শক্তি দিয়েছে কমিয়ে;
শ্বাস কষ্ট তাঁর।
ভীত চিৎকার
বেরোয় না মুখ দিয়ে।
আত্মা ফাটা আওয়াজ
তাও রুদ্ধ আজ!

একদিন ছিল বিদেশী শাসক
শুষ্কেছিল রক্ত জননীর -
কিন্তু সেদিন
বেজেছিল বীণ
দীপক রাগিনীতে;
কই ভেজে নিতো চোখ?
লক্ষ লক্ষ ছেলে
করেছিল ডিড় -
গিয়েছিল জেলে
হয়েছিল ভারত স্বাধীন!

কিন্তু আজ নিজের সন্তান
হানে অস্ত্র,
টানে বস্ত্র
করে অপমান!
কোথা শ্বাস; কোথায় আশ্বাস?
হায় শিক্ষা; হায় মোর গর্ব ইতিহাস!

Bengal, I too have seen your face
Radiant with beauty and grace -
Overflowing with motherly kindness,
Yet never have I seen you so grim,
With tears brimming in your eyes!

I sense a silent sadness without a sigh
As if you can't breathe
As if you try, but no words can you say -
As if an unknown disease
Is eating your soul away!

When foreigners ruled in the past
When they robbed or defamed you
Bengal, you didn't cry
Your music blasted into flames!
Thousands of your sons marched, were jailed
But they never failed -
You were wounded yet your smile was nice
Your pride was written in your children's sacrifice!

But today your own son is stripping your daughter
Molesting her, killing her -
Is this where education reaches us?
Is this what our past glory teaches us?
It's none but us to Blame!
What a shame! What a shame!!



এবার আমি দখল নেব

অমর মিত্র

বাংলা ভাষার এক মান্য লেখক। তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন ২০০৬ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কার ২০০১ সালে। ছোট গল্পের জন্য সর্ব ভারতীয় কথা পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৯৮ সালে। এ ব্যতীত বিদ্যাসাগর ও শরত পুরস্কার পেয়েছেন। প্রথম এশীয় লেখক যিনি ছোট গল্পের জন্য ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক ও' হেনরি প্রাইজ পেয়েছেন। তাঁর বই ইংরেজি ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। Penguin Random House তাঁর ধনপতির চর উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ ভিন্টেজ সিরিজে প্রকাশ করেছে ২০১৯ সালে কাজাখস্তানে এশীয় লেখক সম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি। প্রধান উপন্যাস ধ্রুবপুত্র, অশ্বচরিত, ধনপতির চর, মোমেনশাহী উপাখ্যান, কুমারী মেঘের দেশ চাই ইত্যাদি।

স্ট্রেইট আইল্যান্ড থেকে লোকটা একটি পানসি করে আর কয়েকজন গ্রেট আন্দামানি কিংবা জারোয়া উপজাতির সঙ্গে কি এই লঞ্চ এসে উঠেছিল? লঞ্চ উপজাতিদের সেই দ্বীপে নোঙর করেনি। অনেক দূরে সমুদ্রের ভিতরে দাঁড়িয়েছিল। বিলুপ্তপ্রায় ওই জনজাতির কাছে প্রশাসন আমাদের নিয়ে যেতে চায় না। স্ট্রেইট আইল্যান্ড থেকে মানুষ তুলে এবং ওখানে মানুষ পাঠিয়ে দিয়ে যাত্রা করতেই সমুদ্রের চেহারা বদলে যেতে লাগল। আমিও দেখতে পেলাম লোকটাকে। উপজাতিদের লঞ্চের মাথায় রাখে স্টিমার কর্তৃপক্ষ, যাতে আমরা না দেখতে পাই। এই মানুষটি তা নয় হয়তো। কিন্তু কীভাবে অবাক চোখে সমুদ্রে চোখ মেলে আছে। ওই চেয়ে থাকা কত দূর অতীতের যেন।

এতক্ষণ সমুদ্র ছিল নিরীহ দুর্বল প্রকৃতির, ওই দরজার ধারে বসে থাকা ঘোর কালো ছোটখাটো মানুষটার মতো, হয়ে উঠল জোয়ান মরদ। কী তার তেজ আর ফাঁসানি। সমুদ্রে এমন হয়। আবহাওয়া ক্ষণে ক্ষণে বদল হয়। কদিন সমুদ্র আর দ্বীপে ঘোরা আমাদের চিনিয়েছে সব। সকালের সেই ধারাল রোদ আচমকা সে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হ্যাঁ তাই, ওই দূর-বহুদূরে সমুদ্রের কালো জলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আরো দূরে চলে যাচ্ছে রোদ। যেন ফিরছে তার ফেলে আসা সময়ের দিকে। আমরা এখন পড়ে গেছি ওপেন সি-তে। মুক্ত সমুদ্র। দিগ-দিগন্তহীন তেপান্তর যেমন হয়। কিন্তু এ তো শুধুই শূন্য। আকাশ আর জল। এত সময় এই যাত্রাপথে দ্বীপ ছিল হয় পূবে, না হয় পশ্চিমে। লঞ্চ থেকে তটরেখা দেখতে দেখতে এসেছি। এখন আর দিক নেই। এই ভরা গাঙের কূল নেই। কখন আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে, তা খেয়াল করিনি। আমি তাকিয়ে ছিলাম সেই নিকষ কালো লোকটির দিকে। লঞ্চের খালাসি একবার তার কাছে গেল, কী বলল, চলে গেল। মনে হচ্ছিল তার কাছে যাই। নিরীহ মুখ, অতি খর্বকায়, সাড়ে চার থেকে পৌনে পাঁচ ফুট হবে, গায়ে একটা লাল জামা, কোমরে লুঙ্গির মতো কিছু। একেবারে আলাদা কেউ যেন। আচমকা আমার মনে হলো, সুনীলের খোঁজ সে

রাখতে পারে। রঙ্গতের যাত্রী তো। আর আমি সব সময় ভয়ে আছি, কী জানি কী হয়, ধরা না পড়ে যাই। স্ট্রেইট আইল্যান্ড থেকেই তো এলো মনে হয়। কত বয়স হবে? বছর চল্লিশ। বয়স চল্লিশ হতে পারে, ষাট হতে পারে। আবার তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হতে পারে। কিছু মানুষ এমনি হয়। জন্ম থেকে আধবুড়ো। সে বসে ছিল লঞ্চের দোরগোড়ায়। আমাকে কেন জানি না ডাকল হাতছানি দিয়ে, পরিষ্কার বাংলায়, ইদিকে আস, আয় ইদিকে।

কথা কী বলল সে? নাকি ডাকল হাতছানিতেই শুধু। বসলাম মাটিতে মানে লঞ্চের কাঠের মেঝেতে। সমুদ্র তো মনোটোনা। বৈচিত্র্য কই? শুধু বসে থাকা না-হয় ডেকে দাঁড়িয়ে একই দৃশ্য দেখে যাওয়া। ওয়াটার ওয়াটার ওয়াটার, না আমাদের মতো অতিসাধারণ মানুষের ভিতর কবি কোলরিজের সেই প্রাচীন নাবিকের দুঃখ নেই। আমরা কেউ ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সির সেই বুড়ো মৎস্যজীবীও নই। আমরা তিতাসে ভাসা সুবল কিশোর তিলকচাঁদ নই, তিতাস থেকে কূলহীন সেই বিপুলা মেঘনার ভিতর গিয়ে পড়িনি। সমুদ্রে আমার মন নেই, সুনীল বিশ্বাসের কাছে পৌঁছতে পারলে হয়; কিন্তু সমুদ্র আমাকে তার দিকে ফেরাল। এই লোকটা কি দরজায় আলাদা হয়ে বসে গোটা সমুদ্রকে ডাকল এত সময় ধরে। সে পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমি তো আমি, আমার নাম গাঙে দিয়েছি বাবু।

আমি তার পাশে বসলাম। তার পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল কি কুমিল্লা? কুমিল্লা মানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া? নাকি কুমিল্লা শহর? হ্যাঁ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাম কি তার শোনা? তার বাবার হাত ধরে ঠাকুন্দা গিয়েছিলেন কি ত্রিপুরা? ত্রিপুরা থেকে বহু ঘাটের জল খেয়ে এখানে? গতকাল হ্যাডলক আইল্যান্ডে তাই বলেছে একজন। অনেকটা এমনি ছিল সে। তার জন্ম এখানে। সে কখনো পশ্চিমবঙ্গে যায়নি। কলকাতা দ্যাখেনি। মেইন ল্যান্ডে তার আকর্ষণ কম। তুমি তিতাস নদীর কথা জানো? মালোর ছেলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাম শুনেছ? না, সে শোনেনি। তারা ছিল চাষা। চাষবাসে কাটত জীবন।

মালো - মৎস্যজীবী নয়। তিতাস, ভৈরব আর মেঘনার জলে জলে ঘুরেছে অদ্বৈতর উপন্যাসের সুবল, কিশোর আর তিলক। তাহলে এই লোকটা কি ফরিদপুরের? সাতক্ষীরের? নাকি এই দ্বীপপুঞ্জের কোনো একটিতে সাতপুরুষের বাস।

এ কিছুই জানে না। যেমন কাল রাতে হ্যাভলকে আলাপ হওয়া সেই লোকটাও জানত না। তার বাপ-ঠাকুন্দের গাঁয়ের কথাও না। সে জানে শুধু ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর কুমিল্লার নাম। সে অবশ্য এই সমুদ্রকে জানে। জানে সমুদ্রের নানা খেয়ালের কথা। এক সময় বোট কাজও করেছে, না পোষানোয় ছেড়ে দিয়েছে। ওই দেখুন বৃষ্টি আসছে। ওই যে সবকিছু ঝাপসা করে ছুটে আসছে সহস্রদল। এর নাম ওপেন সি। এখানে হাওয়া খুব। ঢেউ খুব। জল আর জল। উত্তাল এই ঢেউয়ের নাম হালফা। হ্যাঁ, দূর থেকে ভয়ংকর এক নৈঃশব্দ্যে ছুটে আসছে বৃষ্টি। বন থেকে পাহাড় থেকে শনশন ছুটে আসছে তীর। সমুদ্রে ঢেউ তুলেছে সে এত সময় ধরে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে এত বড় লঞ্চ দুলছে। সমুদ্র ফোঁস করছে কালো আকাশের দিকে। খোলা সমুদ্র আমাদের চোখের সামনে। জলের ঝাপটা এসে ভিজিয়ে দিলো আমাদের। সমুদ্র যেন উঠে আসবে লঞ্চের ভিতর। আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি। সে সমুদ্রের দিকে হাতছানি দিচ্ছিল, আয় আয়। আমার ভয় করছে। এলাম কেন এখানে? ও আমায় ডাকল কেন? আমার নানাবিধ ভয় আছে। তার সঙ্গে এখন মিলেছে সমুদ্র। সমুদ্র যেন পাগল হয়ে উঠেছে। সে সমুদ্র থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল, বলল, সুনামির পর থেকে সমুদ্র বেখেয়ালি হয়ে গেছে। আগে একে আঁচ করা যেত। এখন আর ধরাই যায় না কখন কী হবে। তবে সে চেষ্টা করছে বুঝে নিতে। আর ধরতে পারছে, কিসে কী হচ্ছে। তবে বেখেয়ালিকে খেয়ালে বাঁধা খুব সহজ নয়। গাঙে ঘুরতে হবে অনেক।

গাঙে গাঙে ঘুরলে গাঙ চেনা যায় মনে হয়। আমি বলেছিলাম হ্যাভলকের সমুদ্রতীরে বসে গত সন্ধ্যায় তাকে। সেই একজনকে। যার কাছে সুনীল

বিশ্বাসের খোঁজ নিয়েছিলাম। সে হ্যাভলক থেকে রঙ্গতে গেছে সে-খবরই তো গিয়েছিল। তাই রঙ্গত যাত্রা আমার।

সে বলেছিল, গাঙে ঘুরলেই কি হয় বাবু, এ-গাঙ কত বড়! এখানে এক তো ওখানে আরেক, খুব সহজ না বোঝা। বলে থেমেছিল সে। তারপর বলেছিল, আমরা কতটা আর দেখি বলুন, আর পাখিরা কতটা দ্যাখে।

আমি ঘাড় কাত করেছিলাম, সত্যি।

তবে পাখিরাও বেশিদূর যায় না, বসবে কোথায়, শুধু নোনা পানি, হাঁসপাখিদের একজাত সমুদ্র পার হয়ে যায়, তারা কিছুটা জানতে পারে, আর জানে... সে থেমে গিয়েছিল অন্ধকারে। তখন আধখাওয়া চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে তার সর্বনাশী রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আমাদের দেখছিল উপর থেকে। সেই চোখ এই দিবসে আঁধারকরা সমুদ্র থেকে আমাকে দেখছে যেন। এই লোকটা।

আমি আধময়লা চামড়ার মানুষ, হাইট পাঁচ ফুট চার, মাথার চুল আচমকা পেকে গেছে মসলন্দপুরের ঝামেলায়, ভয়ে, উদ্বেগে। চোখে চশমা আছে। এটি খুব দামি ফ্রেম, বিদেশি। তখন কাঁচা টাকা আসছে, আমার যা কিছু সব বিদেশি। এই জিন্স, শার্ট, শ্যু, সব। তখন তো ৫৫৫ ছাড়া কোনো সিগারেট মুখে রুচত না। মদেও তাই। আর ছিল কত মেয়েমানুষ। ভার্জিন চাই ভার্জিন। এক ঝটকায় সব গেছে। টাইফুন কিংবা সুনামি একে বলে। তাতে এরকম হয়। ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় শুনেছিলাম।

এই বড় গাঙ, সাগরের কথা জানে আদিবাসী জারোয়ারা। সে আমাকে দেখতে দেখতে বলেছিল, তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, একা একা ঘুরতে এয়েছ বাবু, বউ-ছেলেমেয়েরা কই?

আমার কেউ নেই। ধীরে ধীরে বলেছিলাম।

ও। লোকটি কেমন অদ্ভুত চোখে দেখেছিল আমাকে। বিশ্বাস করেছিল বলে মনে হয় না। আমার ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখছিল লোকটা। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, ঝাড়া হাত-পা?

বলতে পারো। আমি অস্ফুট জবাব দিয়েছিলাম।

আগে এয়েচ আন্দামান?

না।

ও। ওই কথাও যেন বিশ্বাস করেছিল বলে মনে হয় না। চুপ করে ছিল। তারপর বলেছিল, তোমাকে আমি যেন দেখেছি বাবু, চেনা মনে হচ্ছে।

আমার ভিতরটা গুরুগুরু করে উঠেছিল। লোকটা কি সম্প্রতি গিয়েছিল মেইন ল্যান্ড, পশ্চিমবঙ্গে? মসলন্দপুর, হাবড়া, বনগাঁ, গাইঘাটা, বাগদা, শিমুলে, ট্যাংরা কলোনি। গিয়ে শুনে এসেছে সব? এজেন্ট পালিয়েছে লাখ লাখ টাকা তুলে। বেশি সুদের লোভ দেখিয়ে চাষাভুষো, সবজিওয়ালা, মাছওয়ালা, ইস্কুল মাস্টার, কেরানি, ছুটকো কারবারি সবার কাছ থেকে টাকা তুলে পালিয়েছে। তার বউ কোথায় আছে সে জানে না। পুরনো ফোনের সিম বদলে ফেলেছে। ধরেই নিয়েছে ওই পর্ব শেষ। এই বউ ছিল ভাগিয়ে আনা। আগের বউকে ত্যাগ করেছিল কবে। সে থাকে রানাঘাট। এই বউ অস্বীকার করেছে বিয়ের কথা। এই অবধি জানি আমি। আর আগের বউ তো কথাই বলেনি, আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই হলো আমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু হ্যাডলকে মেঘ চুইয়ে আসা ফিকে আলোয় আমার মুখ দেখতে দেখতে বলেছিল, আমায় দেখেছে কোথাও।

দম বন্ধ করে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি তো মেইন ল্যান্ডে যাওনি, কী করে দেখবে?

হু। অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিয়েছিল সে। সমুদ্র আছড়ে পড়ল লঞ্চের গায়ে। লঞ্চ টাল খেয়ে সোজা হলো আবার। দেখছিলাম ভিতরে

কেউ-কেউ চোখ বুজে ফেলেছে। এই লোকটা না সেই লোকটা গত রাতের অন্ধকার থেকে বলল, এই ঢেউ কিছু না, এ তো কাতিক মাসের সাগর, চৈত, বোশেখে একেকদিন যা হয় বাবু, আমি জানি কী হয়।

কী হয়?

সে আর শুনতে হবে না, তোমাকে আমি দেখিছি কোথায় বাবু, কতবার এয়েচ ইদিকে?

এই প্রথম। আমি বলেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল লোকটি একটি খোঁচড় হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ খবর পাঠিয়েছে এইদিকে। আমাকে পুলিশ ধরবে রঙ্গতে পা দিলেই। তার ইঙ্গিত বুঝি পেয়ে গেছি। পুলিশ ছবি পাঠিয়েছে নাকি, ছবি দেখেছে লোকটা? তা হতে পারে। এদিকের কাগজ তো দেখা হয় না। তবে টেলিভিশনও দেখাতে পারে। ভয় করল। আমি মাথা নামালাম। এই লোকটাও যেন মনে করতে চাইছে কোথায় দেখেছে আমাকে। কোথায় হতে পারে। আচমকা যদি মনে পড়ে যায়, আমি আমার মুখ লুকোতে চাইছি। এখন আর উপায় নেই। কিন্তু যদি আমাকে ধরতে চায়, আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।

সুনামির খবর তারা আগে জেনে গিয়েছিল। কেন জানো বাবু?

কারা জেনে গিয়েছিল?

লোকটা বলেছিল, তারা।

তারা কারা?

জারোয়ারা, জারোয়া দেখেছ?

আমি মাথা নেড়েছিলাম, বলেছিলাম, দেখা তো বারণ।

হু। লোকটা তাকিয়ে ছিল অন্ধকার সমুদ্রে। বৃষ্টি হয়ে

যাচ্ছে। আমি তাকাতে পারলাম না। চোখ তুলে
লোকটাকে দেখলাম। পাঁচ ফুটেরও বেশ কম।
ঘোর কালো। মুখখানি থ্যাভড়া। ভাঙাচোরা শরীর।
সে তার মাথা দোলাচ্ছে নিজ মনে।

কেন? আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

বাবু, ওরা হলো পাখির জাত।

পাখির জাত! সমুদ্র যেন আছড়ে পড়ল আমার
ওপর।

হ্যাঁ বাবু, ওদের সঙ্গে ভগবানের যোগাযোগ আছে,
সে জন্য ওদের কারোর কিছু হয় নাই, আগে জেনে
গিয়েছিল সব।

তুমি বলছ!

হ্যাঁ বাবু, ওরা পারে না, এমন কোনো কাজ নেই।

কী পারে ওরা?

পাখি হয়ে আকাশে উড়তে পারে, মাছ হয়ে
সমুদ্রেরে ঘুরতে পারে, আর বনের কী না জানে।

এই কথা কে বলেছে তাকে? কেউ বলেনি, তার
মনে হয় এই রকম। সে এই সমুদ্রেই জন্মেছে যেন।
সমুদ্রজলেই ভেসেছিল জ্ঞান হয়ে। জলে আর স্থলে
জন্ম থেকেই ঘুরছে। লঞ্চের ড্রাইভার ছিল বেশ
কিছুদিন। সারেং ছিল। সে সমুদ্র ভালো চেনে।
অন্ধকারেও সে ঠিকপথে লঞ্চ নিয়ে যেতে পারে।
দিক ভুল হবে না। কম্পাস লাগে না। আকাশ চেনে
যে ভালো করে। ভোর পুয়াতি তারা, সন্ধ্যাতারা
চেনে। একই তারা সারারাত ধরে পশ্চিম থেকে
পূবে যায়। সমুদ্রের এদিক থেকে ওদিকে। জল
থেকে উঠে জলেই ডুবে যায়।

তুমি জানো, সেই সুনীল বিশ্বাস রঙ্গতে থাকে?

হ্যাঁ, রঙ্গতে তারে দেখেছি।

রঙ্গতে তোমার ঘর?

আঁজ্ঞে ভ্যানে নেবুতলা থেকে এক ঘণ্টা পশ্চিমে,
গাবতলা।

সুনীল বিশ্বাসকে ভালো করে চেন?

পাঁচটা সুনীল বিশ্বাসকে চিনি বাবু, লঞ্চ আছে এক
খালাসি, সেও সুনীল, তবে মন্ডল।

সেই লোকটি একটু বেশি কথা বলে। কিন্তু সে-ই
আমাকে সাতক্ষীরের সুধীর বিশ্বাসের ছেলে
সুনীলের খবর দিলো তো। সুনীল থাকত হ্যাভলকে।
আমার কাছে ঠিকানা ছিল। ফোন নম্বর ছিল। আমি
এসে শুনি সে আর থাকে না ওখানে। রঙ্গত চলে
এসেছে। আমি তার খোঁজে সেই দ্বীপে চলেছি। তার
কাছে নিজেকে লুকোবো। বছরখানেক কি তার
বেশিও আত্মগোপন করে থাকতে হবে হয়তো।
মসলন্দপুর ফিরলে পিটুনি খেয়ে মরব। সাধের
দালান ভেঙেছে পাবলিক। বুড়ো মা-বাপ ছিল তাই,
একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়নি। পিছনের বাগানের
সাতটা আমগাছ কেটে নিয়েছে, একটা মেহগনি
চারি উৎপাটিত করেছে। মত্ত হাতির মতো পাবলিক
রাগ মিটিয়েছে। তাদের গেছে অনেক। কত টাকা যে
বেশি সুদের লোভ দেখিয়ে তুলেছিলাম লোকের
কাছ থেকে। কোম্পানি উঠে গেছে। মালিক
পালিয়েছে বাংলাদেশে। আমি এজেন্ট ওদিকে না
যেতে পেরে এইদিকে। আমি এককালে তিতাস
পড়েছি, কারো তা বিশ্বাস হবে না। আমি ওল্ড ম্যান
অ্যান্ড দি সি পড়েছি, কারো মনে হবে না যে, আমি
সত্যি বলছি। আমি কোম্পানির হয়ে টাকা তুলতাম
আর কমিশন পেতাম। সব টাকা জমাও দিতাম না।
নিজের ঘরে রাখতাম। নিজের অ্যাকাউন্টেও
ফেলতাম। কিন্তু টাকা ফেরত দিতে গিয়ে ধরা
পড়তে লাগলাম। শেষমেশ পালিয়ে আসতে হলো।
হাজার টাকার ক'বাডিল এনেছিও। লোকের টাকা,
আমার নয়, কিন্তু আমার হয়ে গেছে। সুনীল বিশ্বাস
আমার পিসির ছেলে। অনেকদিন আগে যখন আমি
কিছুই করতে পারছিলাম না, সে একবার
মসলন্দপুর গিয়েছিল ঠাকুরনগরে মতুয়ার মেলা

উপলক্ষে এসে। বলেছিল, আন্দামান আয়, বেঁচে যাবি। সে পাঁচ বছর আগের কথা। তারপর তো রেনেসাঁর সব হল্যাম। রেনেসাঁ ইনভেস্টমেন্ট টাকা তুলতে লাগল। রাতারাতি আমি অবস্থা বদলে ফেললাম। সুনীল বিশ্বাসই এখন ভরসা। তার হাতে টাকা দিয়ে বলব, রাখ, আমায় একটা কিছু করে দে, নতুন করে বাঁচি, আমি আর ফিরব না।

লোকটা আমাকে বলেছিল, তাহলে হয়তো দেখিনি, এক একজনকে দেখে মনে হয় না এমন, যেন কতবার দেখেছি, কতদিনের চেনা।

হ্যাঁ। আমি মৃদু গলায় বললাম।

সে বলেছিল, গলার স্বরটাও চেনা।

তাই! আমি চাপা গলায় বলেছিলাম। তখন অন্ধকারে শনশনে বৃষ্টি নেমেছিল আবার। রাধানগর বিচের ধারে চালাঘরে অন্ধকারে বসেছিলাম আমরা। চাদিক নিঃবুম তখন।

তুমি যখন ওখানে বসে ছিলে একা, তখন থেকে দেখছি বাবু, হাতছানি দিতেই তুমি নিজে আমার কাছে এসে বসলে, মনে হচ্ছে, চেনাটা ভুল না।

আমি বলেছিলাম, আমি কিন্তু আজই দেখলাম তোমাকে।

হুঁ, ওই দেখুন, ওই দূরে...! এই লোকটি হাত লম্বা করে সমুদ্রের দিকে বাড়িয়ে দিল। আমাকে দূর সমুদ্রে ছায়া-ছায়া একটি দ্বীপের আভাস দেখাল, বলল, কছুয়া টিকরি। কচ্ছপরা ডিম পাড়ে ওখানে। ওখানে গিয়ে কচ্ছপ ধরত দ্বীপের মানুষ। এখন সরকার নিষেধ করে দিয়েছে। কচ্ছপ ধরলে পুলিশ ধরবে। বেশ করেছে সরকার।

কছুয়া টিকরির কথা গত রাত্রিতে সে বলেছিল। অন্ধকার সমুদ্রে বসে সমুদ্রকে চিনিয়েছিল সমস্ত রাত যেন। সমস্ত রাত সমুদ্র সাক্ষী করে আমরা কথা বলেছিলাম।

কছুয়া - কচ্ছপ - কাছিম মানুষের কত উপকার করে কে জানে? সমুদ্রে যদি নৌকো-বোটডুবি হয়, তবে কচ্ছপ মানুষকে তার পিঠে বসিয়ে নিয়ে কোনো না কোনো দ্বীপে পৌঁছে দেয়। এমন কত হয়েছে। কচ্ছপ আর ডলফিন উদ্ধার করেছে ভেসে যাওয়া মানুষকে। সে বলেছিল, ডলফিন ঠিক থাকবে সঙ্গে। ওরা বোটের সঙ্গে চলে জলে জলে। জলে মানুষ তো অসহায়। মানুষের যতো কেন্দানি ল্যান্ডে। আকাশে পাখি আর জলে কচ্ছপ আর ডলফিন হলো ভগবান। কী করে উদ্ধার করে শুনবে তুমি বাবু? আমি অবাক হয়ে অন্ধকারে মিশে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়েছিলাম। আছিও। সমুদ্রে খুব বৃষ্টি নেমেছে। ঢেউ আছড়ে পড়ছে লঞ্চের গায়ে। একটু ভয়-ভয় করছে বটে, কিন্তু সে যেন টের পেয়ে বলল, এ আর কী বাবু, কিছুই না, চৈত-বোশেখে যা হয়। এখন তো কান্তিক মাস। এখন সমুদ্রের হীনবল। তখন এমন হয় এই পথে যে, লোকে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। বমি করতে করতে শেষে রক্তবমি করে দেয়। ভগবান ছাড়া তখন কে বাঁচায়? আর ভগবানের শক্তি এসে যায় সারেং ড্রাইভারের ভিতর।

হুঁ, কী বলছিলে তুমি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথায় ঢুকছে না। লোকটা আমাকে চেনে, এইটা আমার কাছে সমস্যা। এখন যদি ঝড়-জলে এই লঞ্চ ডুবেও যায়, আমার মন সেদিকে যাবে না। আমি যে কেন তার হাতছানিতে তার কাছে এসে বসলাম। কেন তা ধরতে পারছি না। পাঁচ ফুটের কম লোকটাকে খুবই নিরীহ প্রকৃতির মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন যে অন্যরকম মনে হচ্ছে। তেজ ফুটে বেরুচ্ছে যেন।

ডলফিনের কথা বলছিলাম বাবু, সমুদ্রে যদি বোট বা নৌকোডুবি হয়, তখন কছুয়া আর ওই ডলফিন বাঁচায়। ডলফিন ডুব দিয়ে গিয়ে ভেসে-যাওয়া মানুষের দুপায়ের ফাঁকে গিয়ে মানুষটাকে পিঠে তুলে নেয়। তারপর তাকে পৌঁছে দেয় কোনো না কোনো দ্বীপে।

এমন হয়েছে?

কত হয়েছে বাবু, আমাদের নীল আইল্যান্ডে চারটে বুড়ো আছে, তারা সাক্ষী দেবে, আর এই আমি সাক্ষী দিচ্ছি।

তুমি সাক্ষী দিচ্ছ মানে?

মানে তুমি বুঝে নাও বাবু।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। আমি কী বুঝব? সে ডুবে যাচ্ছিল, তাকে কচ্ছপ বা ডলফিন উদ্ধার করে দ্বীপে পৌঁছে দিয়েছিল! তাকে জিজ্ঞেস করতে সে জবাব দেয়নি। মৃদু হেসেছিল। হালফা-ওঠা সমুদ্রে তাকিয়ে থাকল, তারপর আবার বলল, জারোয়ারা সব মানুষকে চেনে।

কী করে চেনে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বলেছিলাম না, ওরা পাখির জাত, উড়তে পারে ভগবানের সিংহাসন অবধি।

ওদের ভগবানের নাম কী? আমি জিজ্ঞেস করি।

ভগবানের কি নাম হয়? ভগবান ভগবানই।

তারপর?

সে বলেছিল, ভগবানের চর ওরা, খবর নিয়ে যায়।

কী খবর?

অনাচার-অবিচার, জগতে খবরের অভাব!

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী করে জানলে?

জানি। সে অন্ধকার সমুদ্র থেকে চোখ সরাসরি না।

তুমি সেই কছুয়াটিকরি গিয়েছ?

হ্যাঁ।

তুমি বনের ভিতর গিয়েছ?

হ্যাঁ। বলে সে আমার দিকে সরাসরি ফেরে, বলে এই সমুদ্র, দ্বীপ, জঙ্গল, পাহাড় - কোনো কিছুই বাদ নেই আমার, সব জায়গায় যেতে পারি, গিয়েচিও, কিন্তু আমার কথা ঠিক, আমি ভুল বলচিনে।

কী ভুলের কথা বলছ?

তোমাকে দেকেচি বাবু, কোনো ভুল নেই। এই লোকটি এই যেন প্রথম কথাটি বলল, দেকেচি বলেই তো দেকেচি।

আমি বললাম, মোটেই দ্যাখো নি, কী করে দেখবে?

জারোয়ারা যেভাবে দ্যাখে, সুনামিতে বেঁচে গেল, আগে দেখে ফেলে। বিড়বিড় করল সে। আমি দেকেচি, কিন্তু বলতে পারচিনে কোথায়, জারোয়া হলে পেরে যেত। তারা উড়ে উড়ে দেখে আসে রাতের অন্ধকারে, ভগবানকে সব বলে এসে নিজেদের শোনায়।

কথা বলতে বলতে দেখি বৃষ্টি কমে আসতে আসতে একেবারে কমে এলো। সমুদ্র শান্ত হয়ে আসতে লাগল। তাতে আমার ভয় কমতে লাগল। রঙ্গতে বাড়ি আর দোকান করেছে সুনীল, ঠিক পেয়ে যাব। লঞ্চ ভাঁ দিতে লাগল। লোকটি বলল, লং আইল্যান্ড এলো। এখানে তেল নামবে শুনেছি, তেল নামা মানে ঘণ্টাখানেক, অন্ধকার হয়ে যাবে পৌঁছতে, এখনই কত ময়লা হয়ে গেছে সব।

এখন বেলা চারটে। পাঁচটার আগে ছাড়বে না লঞ্চ, তখন অন্ধকার। কিছু মানুষ এই লং আইল্যান্ডে নেমে গেল। এখানে নেমে ভ্যান রিকশা আর কীসব করে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। রঙ্গত নেমে গেলে সুবিধে হতো সত্যি, কিন্তু এখানে এক ঘণ্টা বসে থেকে রঙ্গতে যখন পৌঁছবে তারা এই জলখানে, তার আগেই এই পথে তারা পৌঁছে যাবে নিজ নিজ গাঁয়ে। খাওয়া নেই, স্নান নেই, সমুদ্রের উত্তেজনা অন্তর্হিত, আবার আলো ফুটেছে, কিন্তু তা

বড় মলিন, বেলা যে পড়ে এলো। পৃথিবীটা বড়
দুঃখী মুখ নিয়ে চেয়ে আছে সবদিকে।

আমি আর লোকটা সেখানেই বসে আছি। সে
হলো সমুদ্রচরা মানুষ। দ্বীপচরা মানুষ, মানুষচরা
মানুষ। আমি আকাশের দিকে তাকালাম।
অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমশ।

তেল নেমে গেল। আবার ভাঁ বাজল। আমাদের
জলযান ছাড়ল। তারপরও আরো একঘণ্টা গেলে
আমরা পৌঁছলাম লেবুতলা ঘাটে, তখন অন্ধকার।
রঙ্গত দ্বীপে প্রবেশের দুয়ার এইটা। সে আচমকা
অন্ধকারে আমার হাত ধরল, বলল, আমাদের
গাবতলাতেও এক সুনীল বিশ্বাস আছে, চলো
বাবু।

না।

না কেন, হ্যাঁ করো, এই অন্ধকারে যাবে কোথায়,
চারদিক সমুদ্রে ঘেরা, উপায় নেই তোমার,
জারোয়ারা উড়তে বেরিয়েচে, খুঁজে পাবে
তোমারে।

তুমি কে?

আজ্ঞে স্যার বিশ্বেস, সন অফ বিশ্বেস, কুমিল্লা
থেকে আন্দামান।

আমায় দেখলে কোথায়?

আকাশ থেকে।

তুমি দেখেছ?

না জারোয়া বুড়ো, হাজার হাজার বছর পেছন
থেকে।

তাহলে তুমি জানলে কী করে?

জানতে পারি। সে অস্ফুট গলায় বলল।

আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম,
হাজার বছর পেছন থেকে তারা সামনে
তাকিয়েছিল, তা হতে পারে?

হয়, ভগবান অমনি করেছে, পারা যায়।

তুমি পারলে কী করে?

ওদের বংশ তো স্যার।

কাদের বংশ?

চলো চলো, সুনীল বিশ্বেস আমার বাবাও বটে, গাঙে
ভেসে থাকত, এখন ঘরে বসে থাকে, কী খাটনিই না
খাটত, পাথুরে জমি ভেঙে ভেঙে নরম করেছিল।

সে নয়, অন্য সুনীল। আমি বললাম।

আর একজনও আছে তুমার বইসি হবে,
সুপুরিবাগান তার দশ বিঘে, সাতক্ষীরের লোক ছিল
তারা, তাদের একজন সুনামিতে ভেসে গিয়ে কছুয়া
দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল।

আমি অন্ধকারে তাকিয়ে আছি লোকটার দিকে।
মাথার উপরের আকাশ আবার ঢেকে গেছে মেঘে।
যে-তারারা মুখ দেখিয়েছিল এতটুকু সময়, সব
ঢেকে গেল। বৃষ্টি নামল বলে। অন্ধকারে সে
আমাকে হাতছানি দেয়, এসো।

না।

আসতি তুমারে হবেই, এসো।

না।

আমি তুমারে চিনি, এসো। হাতছানি দেয় সে, গরগর
গলায় বলে, আমি জানি তুমি যাবাই যাবা, দেখছি
লঞ্চে ওঠার পর থেকে। বলে লোকটা লেংচে লেংচে
হেঁটে একটু এগিয়ে গিয়ে সেই প্রাচীন, হাজার

বছরের প্রাচীন অন্ধকার থেকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আকাশের তারার মতো তার দুচোখ দপদপ করতে লাগল। জারোয়া বুড়ো! অনাদি-অনন্তকাল ধরে বেঁচে আছে জারোয়া বুড়ো! অন্ধকারে এই ভূ-মন্ডলে আর কেউ কোথাও নেই। সে তাকিয়ে আছে দশ হাজার বছর দূর অতীত থেকে। সে আর আমি। বললাম, আমি সুনীরের খোঁজ চাই, থাকতে এসেছি।

সে চাপা গলায় বলল, জানি তো, পালিয়ে থাকতেই তো আসে, হয় খুন করে, না-হয় চুরি করে এখানে এসে মুখ লুকোয়, আয়, আয় বলছি।

আমি ব্যাগ থেকে সামান্য কিছু নোট বের করে উচ্ছিষ্টের মতো ছুড়ে দিলাম, নে নে দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে জাদু হয়ে গেল। সেই প্রাচীন পুরুষ, আমার পিতামহ, প্রপিতামহ, প্র-প্রপিতামহ... তার অনন্ত অতীত ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল অন্ধকারে, কোথায়, কোথায় দিলি রে?

আমার কাজ মিটেছে। আমি চললাম। চললাম। জারোয়ার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধ পাখি আকাশে উড়ুক, বনে ঘুরুক, জলে ভাসুক, আমাকে সে আর দেখতে পাবে না। এবার আমি বন আর সমুদ্রের দখল নেব। (২০১৩)





Sign up for our newsletter at www.gokarelaw.com

Gokare Law Firm (GLF) is a premier metro-Atlanta based Law Firm that has been providing its clients with outstanding legal solutions since 1999 primarily in the areas of Business Immigration Law and Wills/Trusts and Estate Planning.

Committed to client satisfactionSM

GLF has an excellent reputation within the US. We are an active member of AILA (American Immigration Lawyers Association) – the Premier Bar Association of Immigration Attorneys in US) and we have served in leadership roles at AILA for a decade. GLF has a reputation for quality and as a Firm that is cost conscious with a “can-do” attitude.

11545 Park Woods Circle, Suite D
Alpharetta, GA 30005
Telephone: 678-867-9390
Email: Info@gokarelaw.com
www.gokarelaw.com



ডাকাতে কালী - কিছু গল্প কথা

রূপা মজুমদার

প্রকাশক শিক্ষাবিদ এবং প্রাবন্ধিক। রৌনক পাবলিকেশনের ফাউন্ডার ডিরেক্টর, দেব সাহিত্য কুটিরের কর্ণধার, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এডভাইজার, হইচই এর কনসালটেন্ট। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ ও ভ্রমণ লেখেন। রূপা মজুমদার রোটোরিয়ান, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি র সদস্য। পশ্চিম বঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ফর্মার সদস্য।

প্রাচীন কাল থেকেই অবিভক্ত বাংলাদেশে ডাকাতির সঙ্গে কালীপূজা ও তন্ত্রসাধনার এক সুনিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। সেই আদিকাল থেকেই ডাকাতদল ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে কালীপূজা করতেন। তাঁদের পূজোর ধরণ ছিল যেমন আলাদা, তেমনই রীতিনীতি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। যা আজও কিছুটা ইতিহাসের পাতায় এবং অধিকাংশই জনশ্রুতিতে রয়ে গিয়েছে। এমনকি বাংলার বুকে বহু পীঠস্থান নির্মানের নেপথ্যেও রয়েছেন এককালের দুর্ধর্ষ কোনও ডাকাত। ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যায় এককালে বাংলার কালীপূজোর সূচনাও ঘটেছিল এই ডাকাতদের হাত ধরে। ব্যতিক্রম নয় আজকের কলকাতা শহর। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার নানা স্থানে আজও জড়িয়ে ডাকাতকালীর মাহাত্ম্য। সেরকমই কয়েকটি জনপ্রিয় ডাকাত কালীর কথা তুলে ধরলাম।

চিতে ডাকাতের চিত্তেশ্বরী, চিৎপুর, কলকাতা

প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে যেমন মা কালীর উপাসনা জড়িয়ে, তেমনই প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে ডাকাতদের কথা। কমবেশি আমরা সকলেই জানি যে, ডাকাতদের অন্যতম আরাধ্য দেবী ছিলেন মা কালী। আর সারা বাংলা জুড়েই এমন অজস্র ডাকাত কালী রয়েছে। তেমনই এক দুর্ধর্ষ ডাকাত হল চিতে ডাকাত। সেসময়কার মানুষের ভ্রাস ছিল এই চিতে ডাকাত। শোনা যায়, সে নাকি আগেভাগে চিঠি পাঠিয়ে গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতিতে যেত। আর এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ চিতে ডাকাতের উপাস্য ছিল দেবী চিত্তেশ্বরী বা চিত্রেশ্বরী। তৎকালীন সময়ে জায়গাটির নাম ছিল চিত্রপুর, বর্তমানের চিৎপুর, যেই স্থানটি এখন কাশীপুর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। চিৎপুর রোডের বিস্তার ছিল অনেকটা দূর পর্যন্ত। একদিকে বেকিঙ্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী রোড, রসা রোড ও অপরদিকে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। এই চিৎপুর রোডই ছিল কলকাতা থেকে কালীঘাট যাবার প্রধান পথ। তাই হলওয়েল সাহেব এই পথটির একাংশকে a road leading to Collegot বলে উল্লেখ করেছিলেন। যদিও

সেই পথ এখন লুপ্ত। চিত্তেশ্বরী মন্দিরের সামনে দিয়ে সোজা যে রাস্তাটি ছিল কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি হওয়ায় সে রাস্তা বন্ধ। এই মন্দির সম্পর্কে লোকনাথ ঘোষ লিখেছেন, The temple of chitresvari is known among Europeans as the temple of kali at chitpur.' ইউরোপীয়ানরা যাকে চিৎপুরের 'কালী' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে যদিও বিগ্রহটি আসলে দেবী দুর্গার। দেবীর চালচিত্রটি অপূর্ব, আর দেবীমূর্তি প্রস্তুত হয়েছে গঙ্গায় ভেসে আসা নিমকাঠ দিয়ে। কথিত, স্বপ্নাদেশ পেয়ে চিতে ডাকাত নিজে এই মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। অসুর নিধনকারী দেবী সিংহবাহিনী। যদিও দেবী এখানে একাই, সঙ্গে নেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। সাদা রঙের সিংহটির মুখ ঘোড়ার মতো। অসুরের সামনে রয়েছে গায়ে ডোরাকাটা দাগ বিশিষ্ট মাটির বাঘ-মূর্তি, কারণ চিতে ডাকাতের আমলে ঘন জঙ্গল বিশিষ্ট এই অঞ্চলে ছিল বাঘের উপদ্রব। তাই ব্যাঘ্রদেবতাকে সম্ভুষ্ট করার জন্যই বাঘের পূজা করত চিতে ডাকাত। সেসময় দেবী দর্শনের জন্য আসতেন বহু লোকজন, কিন্তু আসতেন সদলবলে এবং দিনের আলোয়। কারণ বন্য জন্তুদের পাশাপাশি ছিল ডাকাতের ভয়। শোনা যায়, একবার চিতে ডাকাত মায়ের পূজোয় বসেছিল, একবার বসলে পূজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর ওঠার উপায় নেই। এমন সময়ে মন্দিরে প্রবেশ ঘটল সেনাপতি চক্রপাণি দত্তের। আসলে, তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছিলেন দেবীর পূজো দিতে, এসে দেখেন চিতে ডাকাত দেবী পূজোয় মগ্ন। ফলে যা হওয়ার তাই হল। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর নবাবের সৈন্যদের হাতে চিতে ডাকাত পরাজিত হয়ে নিঁখোজ হয়ে গেল। তারপর চিতে ডাকাত কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তারপর শুরু হল মা চিত্তেশ্বরীর অবহেলা, ঘন জঙ্গলে দেবী একাই পড়ে থাকেন, পূজো পান না নিয়মিত। এভাবে বেশ কিছুকাল চলতে থাকার পর ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে এক তান্ত্রিক সাধু নৃসিংহ ব্রহ্মচারী ঘুরতে ঘুরতে ঐ জঙ্গলে এসে উপস্থিত হন। তারপর তিনি মা চিত্তেশ্বরীকে পুনরুদ্ধার করেন, কুঁড়েঘর স্থাপন করে মায়ের পূজো পুনরায় শুরু করেন। এরপর নৃসিংহ ব্রহ্মচারী

দেখলেন দেবীর বুকের কাছে আটটি চরণে দুটি শ্লোক লেখা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই মন্ত্র তিনি লিখে নিলেন এবং ঐ গুপ্ত মন্ত্রেই দেবীর পূজায় রত হলেন। এমনকি বর্তমান সেবাইতরাও সেই অজানা গুপ্তশ্লোক উচ্চারণে দেবীর পূজা করেন। আদি চিত্তেশ্বরী মন্দির, চিত্রপুর স্থাপিত ইংরাজি ১৬১০ সাল। মন্দিরে প্রবেশের সময় পাথরের ফললে এই তথ্য উল্লেখ করা আছে। চিতে ডাকাত যখন দেবীর পূজা করতেন তখন এই অঞ্চল ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঘন জঙ্গলে ঘেরা। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি যে, দেবী মূর্তিটি কালী নাকি দুর্গা। আর যেহেতু ডাকাতরা কালীপূজাই করত, তাই চারদিকে ছড়িয়ে যায় মূর্তিটি দেবী কালীর। নৃসিংহ ব্রহ্মচারী অবহেলায় পড়ে থাকা দেবীকে পুনরায় প্রতিষ্ঠার পর জানা গেল এটি দুর্গাপ্রতিমা। জনসমক্ষে ধীরে ধীরে প্রচার পেতে শুরু করল দুর্গামূর্তি দেবী চিত্তেশ্বরীর কথা। স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত নিমকাঠ থেকে দুর্গামূর্তি বানিয়েছিল চিতে ডাকাত, সেই মূর্তি পুনরুদ্ধার করেন নৃসিংহ ব্রহ্মচারী। আর ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন মনোহর ঘোষ। তিনি ছিলেন বর্ধমানের কুলাই গ্রামের জমিদার। মনোহর ঘোষ বাদশাহ আকবরের রাজপুত বাহিনীর অধিপতি টোডরমলের গোমস্তা ছিলেন, পরে রাজার মুহুরি হয়েছিলেন। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে ছিল মনোহরের আবাস। সেসময়ে মানসিংহের সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের ফলে মনোহরের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং সে কলকাতার উত্তরে চিত্রপুরে, যা আজকের চিৎপুর এসে বাস করতে শুরু করেন। তারপর ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মনোহর ঘোষ দেবীকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে, নৃসিংহ ব্রহ্মচারী কে সেবাইত হিসেবে নিযুক্ত করেন। মনোহরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে, মতান্তরে ভাইপো রাধাকান্ত ঘোষ সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। কিন্তু যেহেতু সেসময়ে চিৎপুর ছিল ডাকাতদের আস্তানা, তাই চিত্তেশ্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে ডাকাতদের দেওয়া নরবলি এবং নানা আনুষঙ্গিক অত্যাচারে রাধাকান্ত চিৎপুর ত্যাগ করে সপরিবারে বর্ধমানে চলে যান। তারপর বয়ে গেছে বহু সময়, কিন্তু নানা পরিবর্তনের মধ্যে

দিয়ে দেবী চিত্তেশ্বরীর মন্দির আজও রয়ে গেছে। নাটমন্দির বেশ প্রশস্ত। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমানজি, নাড়ুগোপাল, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, শীতলা মা নানা দিকে অধিষ্ঠান করছেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছে শালগ্রাম শিলা। দেবীর গর্ভগৃহের পাশের ঘরে আছেন প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ। দেবী চিত্তেশ্বরীর মূল পূজো দুর্গা-অষ্টমীতে। এছাড়া অম্বুবাচীতে বিশেষ পূজার আয়োজন হয়। প্রতি বছর মহালয়ার আগে দেবীর অঙ্গরাগ হয়। যেহেতু দেবী এখানে প্রতিষ্ঠিতা, তাই তাঁর আগমন, বিসর্জন কোনোটাই নেই।

চিত্তে ডাকাতের আমলে নরবলি চললেও এখন সেই প্রথা বন্ধ হয়েছে। সময়ের সঙ্গে বন্ধ হয়েছে ছাগবলিও। নরবলি চলত। সেই ভয়াবহ নরবলি তো বন্ধ হয়েছেই, বন্ধ হয়েছে ছাগবলিও। স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেছে হাড়িকাঠ। যেখানে দুর্গাপূজার সময় নিয়মরক্ষার জন্য বলি হয় আখ, চালকুমড়া, শশা, কলা ইত্যাদি। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' বইতে কাশীপুর চিত্তেশ্বরী মন্দিরের নরবলির প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে।

শিরোনাম- বাগবাজার চিত্তেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি

'গত ৬ই এপ্রিল তারিখে, অমাবস্যার দিন শনিবারে, চিৎপুরের কালীমন্দিরে একটি ভীষণ নরবলি হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারময় রজনীর অন্তরালে এই ভীষণ কাণ্ড একজন বা একাধিক লোক দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কয়জন লোক এব্যাপারে লিপ্ত ছিল তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মন্দিরের পুরোহিত বলেন যে, তিনি রাত্রে পূজাদির পর যথারীতি দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবত কেহ গভীর রাত্রে দ্বার ভাঙ্গিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে। যে মানুষটিকে বলি দেওয়া হইয়াছিল তাহার রুধিরাক্ত মুণ্ডটি মন্দিরের প্রতিমার পদতলের উপর ছিল, ধড়টা মন্দিরের বাহিরে একটি স্থানে পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া একখানি বহুমূল্য বেনারসী শাড়ি, সোনার কণ্ঠমালা ও দুইখানি রৌপ্যালঙ্কারও সেই প্রতিমার

নিকট ছিল। এই নরবলি যজ্ঞের উপযুক্ত যে সমস্ত পাত্রাদির প্রয়োজন, তাহাও সেই স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যে শাস্ত্রের বিধানানুসারে এইরূপ নরবলি দিবার নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এই সমস্ত পাত্রাদি নির্মিত হইয়াছে। পূজার উপকরণ, জিনিসপত্র ও মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারাদি দেখিয়া প্রমাণ হইতেছে, কোন ধনবান বাঙ্গালী এই ঘটনার মূলে আছেন। অনুষ্ঠান পদ্ধতি দেখিয়া ইহাও বোধ হয়, তিনি কেবল ধনবান নহেন তন্ত্রাদি-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত। যাহাকে বলি দেওয়া হইয়াছে তাহার আকৃতি দেখিয়া চণ্ডাল শ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। সাধারণে এই অনুমানেরই সমর্থন করিয়াছে। নিহত ব্যক্তি কলিকাতার লোক নহে, সম্ভবত নিকটস্থ কোন পল্লীগ్రাম হইতে তাহাকে আনা হইয়াছিল। ঘটনাস্থলে ফৌজদার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তদারক করেন। তিনি মন্দিরের নিত্য পূজক ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনরূপ নূতন কথা এখনও জানিতে পারা যায় নাই।'

তারিখ ২৪.৮.১৭৮৮।

চিতে ডাকাত ধনীর সম্পদ হরণ করে গরীবদের বিলিয়ে দিত, দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন করত এসব এখন কিংবদন্তী। সেই চিতে ডাকাত নেই, কিন্তু রয়ে গেছেন মা চিতেশ্বরী যিনি এখনও ভক্তদের সবারকম ভাবে রক্ষা করে যাচ্ছেন।

রঘু ডাকাতের চিতেশ্বরী সর্বমঙ্গলা, চিৎপুর, কলকাতা

কাশীপুরের গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির বিপরীতেই কাশীপুর চিতেশ্বরী সর্বমঙ্গলা মন্দির। মন্দিরের সামনে আছে দেবী পূজার উপকরণের দোকান। প্রাচীন এই মন্দিরের গঠন অনেকটা শিবমন্দিরের মতো। যদিও সংস্কারের ফলে প্রাচীনত্বের ছাপটুকু আজ মুছে গেছে। মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতেই, ডানদিকে সুন্দর নাটমন্দির। নাটমন্দিরের দেওয়ালে পাথরের ফলকে খোদাই করা- 'যাঁহার গান শুনিবার জন্য ব্রহ্মময়ী মা সর্বমঙ্গলা দক্ষিণ হইতে পশ্চিমমুখী হইয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন

হালিসহরের সেই ব্রহ্মবিদ রামপ্রসাদকে স্মরণ করি।' তারপর রয়েছে গর্ভগৃহ ও সর্বমঙ্গলা মন্দির। মন্দিরে প্রবেশের পর বাঁদিকে রয়েছে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমানজির মন্দির। দেবী সর্বমঙ্গলার ডানদিকে রয়েছে পরপর তিনটি মন্দির। যারমধ্যে দুটি মন্দিরে রয়েছে শিবলিঙ্গ এবং একটিতে গণেশ। রঘু ডাকাতের সময়কাল মানেই অরণ্যেভরা সেকালের সুতানুটি গ্রাম। একসময়ে সেই সুতানুটির চিৎপুরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দেবী চিতেশ্বরী সর্বমঙ্গলার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবা করতেন সেই সময়ের খ্যাতিমান ডাকাত রঘু। চিৎপুরে চিতে ডাকাতের মৃত্যুর অনেক বছর পর সর্বমঙ্গলার প্রতিষ্ঠা। রঘু ডাকাত চিতেরই বংশধর। তাঁরও পূজোপকরণের একটি ছিল নরবলি।

১৭১৭ সালে বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর আমলে মা সর্বমঙ্গলার বর্তমান মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামশরণ সিমলাই। দেবীর এখানে রক্তবর্ণা। দেবীর ভীষণ দৃষ্টি। চতুর্ভুজা দেবীর বা দিকের একহাতে রয়েছে খড়গ, অন্য হাতে কমন্ডলু, ডানদিকে দুই হাতে বরাভয় ও অভয় দানের মুদ্রা। দেবীর বাহন সাদা সিংহ আর সিংহের পায়ে নীচে রয়েছে মহিষাসুরের মুণ্ড। দেবীর ছবি তোলা নিষেধ এখানে। পশুবলির প্রথা থাকলেও তা সংখ্যায় কম। হালিশহরের প্রসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেবী সর্বমঙ্গলার দৈবিক কাহিনী। কথিত, একবার সাধক রামপ্রসাদ সেন নৌকা করে গঙ্গা পার হচ্ছেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরলেন 'মা তারিণী শঙ্কর বৈরাগী তোর নাং'- গানের সুরেলা ধ্বনি গঙ্গা তীরের দেবী সর্বমঙ্গলার কানে পৌঁছালে, দেবী গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাই মন্দির শুদ্ধ দেবীর মুখ পশ্চিমদিকে ঘুরে গেল। এই অলৌকিক ব্যাপারে চিন্তিত হলেন রামপ্রসাদ। তিনি ভাবলেন হয়তো তাঁর গাওয়া গান কী দেবীর পছন্দ হয়নি? নাকি গানের লাইনে কোনো ত্রুটি আছে? এসব ভেবে লাইন সংশোধন করে তিনি গাইলেন 'মা তারিণী শঙ্কর বৈরাগী তোমার নাম'। তখনই দেবীর স্বর ভেসে এল- 'প্রসাদ, আগের গানটাই গা।' শিহরিত রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন জাগ্রত দেবী তাঁর গান শুনছেন। রামপ্রসাদ আবার মনপ্রাণ দিয়ে গাইলেন, 'মা তারিণী শঙ্কর বৈরাগী তোর নাং'। এই

গান শুনে তৃপ্ত হলেন দেবী। কথিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বমঙ্গলা মন্দিরে এসেছিলেন। সেই অতীত থেকে আজ বর্তমানেও দেবী সর্বমঙ্গলা সকলের মঙ্গল করে যাচ্ছেন।

নন্দ ডাকাতের কালী, বাগবাজার, কলকাতা

উত্তর কলকাতার প্রসিদ্ধ বাগবাজার অঞ্চল। কুমারটুলির কাছে, বাগবাজারের ৫১২, রবীন্দ্র সরণি ঠিকানায় দেবী সিদ্ধেশ্বরীর এই মন্দির। আগে মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যেত গঙ্গা, কিন্তু কালের নিয়মে গঙ্গা সরে গেছে অনেক দূরে। মন্দিরের ইতিহাসের সঙ্গে এখানেও জড়িয়ে রয়েছে এক জনশ্রুতি। প্রায় ৫০০ বছর আগে তপস্বী কালীবর নামে এক শক্তিসাধক মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে এখানে আসেন। আগে তিনি হিমালয়ের গুহায় তপস্যা করতেন, স্বপ্নে মা কালী তাঁকে জানান, বাংলায় আদি গঙ্গার তীরে একটি শক্তিপীঠ জলাভূমির ভেতর লোকচক্ষুর আড়ালে রয়েছে, সেখানে গিয়ে আমার পূজো কর। সুতরাং আর দেরি নয়। কালীর নির্দেশে কালীবর তপস্যাস্থল ত্যাগ করে হিমালয়ের বরফাবৃত স্থানের আকর্ষণ হেলায় ছেড়ে দিয়ে গঙ্গার তীর ধরে এগোতে লাগলেন। যেখানে এসে থামলেন সেই স্থানেই দেবী সিদ্ধেশ্বরী আজ প্রতিষ্ঠিত। কালীবর গঙ্গার গায়ে গায়ে থাকা শরবনে এসে মনে করলেন এই সেই ক্ষেত্র যেখানে দেবী কালিকার পায়ের আঙুল পড়েছিল। যা সতীর একান্ত পীঠের অন্তর্গত। কালীবর ওখানেই ধ্যানে বসলেন। ধ্যানের অবস্থায় দেবী কালিকার দর্শন পেলেন। দেবী বললেন, 'ভক্ত এই ক্ষেত্র সেই কালীপীঠ নয়। আমি যে ক্ষেত্রের কথা বলছিলাম, সেখানে যেতে গেলে আরও দক্ষিণে বেশ কিছুটা পথ অতিরিক্ত যেতে হত। কালীবর কালীঘাট আবিষ্কার করতে পারলেন না। অথচ নতুন এক পীঠের সন্ধান পেলেন। এই পীঠ কালীবরের সিদ্ধপীঠ। কারণ তিনি এখানেই সিদ্ধিলাভ করেছেন। আর সেই পীঠের দেবী কালী নাম নিলেন সিদ্ধেশ্বরী। সন্ন্যাসী কালীবর সিদ্ধিলাভ করলেন। ধ্যানস্থ অবস্থায় দেবীর যেমন মূর্তি দর্শন

করেছিলেন সেভাবেই পরবর্তী সময়ে মা সিদ্ধেশ্বরী মূর্তিরূপ নির্মাণ করলেন। তিনি আরও এক কাজ করলেন। সুদূর হিমালয়ের তপস্যাস্থল থেকে সন্ন্যাসী কালীবর একা আসেননি। সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর কয়েকজন কাপালিক সন্ন্যাসী ভক্তকে। তাঁদের হাতে সিদ্ধেশ্বরী দেবীপূজার ভার অর্পণ করে আরও দক্ষিণে কালীঘাট লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করতে এগিয়ে গেলেন। আর সিদ্ধেশ্বরী পড়ে রইলেন কিছু কাপালিকের দুরন্ত তত্ত্বাবধানে। তারাই দেবীর পূজা ও নিত্যসেবার দায়িত্ব নিয়েছিল। তপস্বী কালীবর যে কালীমূর্তি স্থাপন করেন, তাঁর নাম হয় সিদ্ধেশ্বরী। এই দেবীকে 'কালীবরের কালী' বলেও ডাকা হয়। প্রথমে ছিল গোলপাতার ছাউনির মন্দির। সন্ন্যাসী কাপালিক যখন দেবীর পূজোর ভার গ্রহণ করেন, তখন এই জঙ্গলে বাস করা ডাকাতরাই মূলত এখানে পূজো দিত। সঙ্গে চলত নরবলি। তাই অনেকের মুখেই শোনা যায়, কুমারটুলির দেবী সিদ্ধেশ্বরী ডাকাতে কালীরূপে পরিচিত। একবার এলাকায় প্রবল বন্যার সময় গঙ্গার জলে দুটি বাচ্চা ছেলে ভেসে আসলে, কাপালিকরা গঙ্গা থেকে দুজন ছেলেকে উদ্ধার করলেন। কথায় কথায় জানা গেল, দুই বালকের নাম শম্ভুচরণ ও তারাচরণ। তাদের পদবি চক্রবর্তী। বয়স ষোলো ও চোদ্দ। দুজন ব্রাহ্মণ ছেলের সন্ধান মা-ই যখন দিয়েছেন তাদের দেবীপূজার বিধি, নির্দেশ সব জানিয়ে দিতে হবে। ডাকাতরা তাঁদের বলি দেওয়ার জন্য কালীভক্ত সন্ন্যাসী কাপালিকের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু কাপালিক তাঁদের বলি না দিয়ে রক্ষা করেন এবং নিজের কাছে রেখে বড় করে তোলেন। পরবর্তীতে শম্ভুচরণ ও তারাচরণের ওপর দেবী সিদ্ধেশ্বরীর নিত্যসেবার ভার পড়ল। তাদের বিবাহ হল। সম্ভানাদি যাতে মায়ের সেবা বংশ পরম্পরায় করে যেতে পারে তার ব্যবস্থাও তারা করে রাখলেন। দুই চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ গৃহী সংসারী হয়ে দেবীকেও গড়ে তুললেন পারিবারিক দেবীরূপে। কালীবর সন্ন্যাসীর পূজিত দেবী কাপালিক ও ডাকাতদের হাত থেকে পূজো পেয়ে গৃহী সংসারীর 'মা' হয়ে উঠলেন। বদল হয় দেবীর পূজাপদ্ধতিতেও। জঙ্গল কমে কুমোরটুলিতে জনবসতি একটু একটু করে বাড়ছে। ডাকাতদের

প্রতিপত্তি কমছে, মায়ের কাছে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষরাও লাগল।

আর ইতিহাস অনুযায়ী সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের কথা। বাগবাজারের আজকের মা সিদ্ধেশ্বরী তখন ডাকাত কালী নামে খ্যাত। দেবী সিদ্ধেশ্বরীর সামনে দেওয়া হত নরবলি। তারপর শুরু হত ডাকাতি। এ কাজ করত বাগবাজারের কাটাপুকুর অঞ্চলের ভয়ঙ্কর ডাকাত গোপবংশীয় নন্দলাল ঘোষ। তার দলে ছিল বাগদি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ প্রভৃতি নানা জাতের মানুষ। সেই সময় নন্দ ডাকাত বাস করত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কাছে একটি খালের পাশে।

কুমারটুলি মিত্র বংশের আদিপুরুষ 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্রের জমিদারির আমল ছিল ১৭২০ সাল থেকে প্রায় ৩৩ বছর। তিনি ছিলেন মা কালীর ভক্ত। তিনি এই মন্দিরটির সংস্কার করে শহিদ মিনারের থেকেও উঁচু ১৬৫ ফুটের চূড়া তৈরি করে দেন। কিন্তু ১৭৩৭ সালে চূড়াটি প্রবল ঝড়ে ভেঙে পড়লে, পরবর্তীতে গোবিন্দরামের বংশধর অভয় মিত্র সেটির সংস্কার করেন। আর পুরনো মন্দিরটি ভেঙে যাওয়ায় বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দেন কলকাতার চোরবাগানের শ্যামলাল মল্লিক ও বিনোদবিহারী মল্লিক। তাঁদের নাম গর্ভমন্দিরের দরজার সামনেই পাথরে খোদাই করা আছে। এছাড়া মন্দিরের সংস্কারক হিসাবে গোবিন্দরাম মিত্রের বংশের কয়েকজনের নামও খোদাই করা রয়েছে। সে কারণে, অনেকেই দেবীকে বলে থাকেন 'কালো জমিদারের কালী'। আনুমানিক ১৭৩০ অথবা ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দরাম বাগবাজারে যে সুউচ্চ নবরত্ন মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন সেটি খুব সুদৃশ্য ও মনোরম ছিল। ইংরেজরা এটির নাম দিয়েছিল 'গোবিন্দরামের প্যাগোডা' বা 'ব্ল্যাক প্যাগোডা'। জনপ্রবাদ যে, সেই মন্দিরের মুখ্য চূড়া এত উঁচু ছিল যে তার শীর্ষফলক খালি চোখে দৃশ্যমান হতো না। বর্তমান কালের শহীদ মিনারের (অক্টোবরলনি মনুমেন্ট) উচ্চতাকেও নাকি অতিক্রম করেছিল। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে মন্দির ও দেবী বিগ্রহের

সামান্য ক্ষতি হয়েছিল। তবে সে সময় মন্দির ও দেবী বিগ্রহ মেরামত করা হয়েছিল। তারপর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ভূকম্পে মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দেবীমূর্তির কোনরূপ ক্ষতি হয়নি। সে সময় চিৎপুরে ধনবান স্বর্ণবণিক মল্লিকরা বাস করতেন। এই মল্লিক বংশের দুই ভ্রাতার (শ্যাম ও বিনোদবিহারী) কৃষ্ণ প্রেম এতটাই গভীর ছিল যে তাঁরা দেবী কালীকে মানতেন না। মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর দেবী স্বপ্নে ওই মল্লিক ভাইদের বললেন, "যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী। কালীতে ও কৃষ্ণতে কোনও ভেদ নেই।" জনশ্রুতি যে, দেবী সিদ্ধেশ্বরী কৃষ্ণরূপ ধারণ করে কালী ও কৃষ্ণ যে অভেদ, তা মল্লিক ভাইদের প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। এরপর মল্লিক ভ্রাতৃদ্বয় দেবীর ভক্ত হয়ে মন্দির সংস্কারে মন দেন। বাগবাজারের প্রসিদ্ধ দেবতা যেমন মদনমোহন, গৌর, মহাদেব প্রভৃতি অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতা। ইনি খুবই জাগ্রতা দেবী। কলকাতার বুকে একটা ছড়া খুব চলত। 'গোবিন্দ রামের ছড়ি/ বনমালী সরকারের বাড়ি - দুই ধনাত্মক ব্যক্তি-ই মায়ের মন্দির সংস্কার করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। ভাগ্যকুলের জমিদার, কুমার প্রমথলাল রায়, অভয়চরণ মিত্র মন্দির অলংকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। সুরজমল নাগরমল জালান, দেবেন বল্লভও অর্থসাহায্য করেছেন।

প্রায় দেড় মানুষ সমান উচ্চতার দেবী সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি। পায়ের নীচে শায়িত মহাদেব, যার মূর্তিতে বৌদ্ধযুগের শিল্প-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দেবীর নয়ন দু'টি আয়ত ও উজ্জ্বল। মাথায় খোপা। পরনে বসন। হাতে ধরা খাঁড়া। গলায় নরমুণ্ডের মালা। দেবীর উপরের ডান হাতে 'বর' নীচের ডান হাতে অভয়। উপরের বা হাতে খড়্গ ও নীচের বা হাতে নুমুণ্ড। এছাড়াও দেবীর অঙ্গে বহু সোনা ও রূপোর অলঙ্কার, যদিও অধিকাংশ অলঙ্কারই আজ আর নেই। দেবীর কোন দেবন্ত সম্পত্তিও নেই। কথিত, এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসতেন, আকুতি জানিয়ে বলতেন, 'ওরে, এই মা সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাঁদের যা যা কামনা তাই তিনি পূর্ণ করতে পারেন।' বসুমতী

সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য। ঠাকুর একদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'উপেন, যা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে মানত কর, তোর এক দরজা যেন শত দরজায় পরিণত হয়।' ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্র সেন একবার বেশ অসুস্থ হলে, সেকথা জানতে পেরে রোগমুক্তির কামনায় পরমহংসদেব বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব আর চিনি মানত করে ছিলেন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষও নিয়মিত আসতেন এখানকার সিদ্ধেশ্বরী মায়ের কাছে। তাঁর প্রতিটি নাটক শুরু হওয়ামাত্র তিনি দেবীর চরণে উৎসর্গ করতেন প্রথমে। ভক্তিভরে গিরিশচন্দ্র উত্তর কলকাতার গিন্নি বলে ডাকতেন বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীমাকে। আজও বহু ভক্ত, দর্শনার্থীরা মায়ের শরণাপন্ন হন, মা ও অনন্তকাল থেকে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে আসছেন। ভক্তদের পাশাপাশি সেবাইতদের মধ্যেও মাকে নিয়ে অপার বিস্ময়। যেমন, প্রতি অম্বুবাচীতে মাকে পুরোপুরি স্নান করানো হলেও মূর্তি ধুয়ে যায়নি। মাটির হলে অবশ্যই ধুয়ে যেত। অথচ মূর্তিটি মাটির নয়, পাথরের নয়, সিমেন্টের নয়, কাঠেরও নয়। আসলে মূর্তিটি কি দিয়ে তৈরি তা আজও রহস্য। যদিও সাধারণ লোকের কাছে মৃণ্ময়ী মূর্তি হিসেবেই পরিচিত। দেবীর হাতের খড়্গ ছাড়াও বহুব্যবহৃত আর একটি খড়্গ মন্দিরে রাখা আছে। যা পূর্বে ডাকাত ও কাপালিকরা ব্যবহার করত পশুবলি, নরবলির জন্য। শোনা কথা, মানুষের বিশ্বাস, এই খাঁড়া ধোয়া জল খেলে বছরোগ সেরে যায়। রোগমুক্তির তাড়নায় অনেক বিশ্বাসী ভক্ত এখনও মায়ের কাছে হত্যা দেয়।

১২২৬ সনের ২৭ অগ্রহায়ণ সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য খবর বেরিয়েছিল সেকালের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়— 'মোং কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন। তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশজন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকেরা স্বর্ণ রৌপ্যাদি গঠিত অনেক অলঙ্কার তাহাকে দিয়াছেন এবং

তাঁহার নিকটে অনেক লোক মানত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন। সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান হয় ছয় দশ রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর লইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে করিতে এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কার কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তখনি কয়েদ করিল। ঐ বেশ্যার প্রমুখাং শুনা গেল যে এক ব্যক্তি কর্মকার জাতি চুরি করিয়াছে; ঐ বেশ্যায় তাহার গমনাগমন আছে কিন্তু সে কামার পালাইয়াছে, সে ধরা পড়ে নাই।"সেই আদি অনন্তকাল থেকে পালটে গেছে অনেক কিছু। কেবল অপরিবর্তনীয় মা সিদ্ধেশ্বরী। তিনি আজও ভক্তদের উপর অকাতরে তাঁর অবিরাম কৃপা করা যাচ্ছে।

চেতলার শিকলে বাঁধা ডাকাত কালী

দুর্গাপুর ব্রিজ পেরিয়ে চেতলা বাজার অঞ্চলের ভিতর চেতলা রোডের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পূজিতা হন ডাকাতকালী। দেবীর হাত পা এত ভারী যে শেকল দিয়ে বাঁধা থাকে। দেবীর উচ্চতাও অনেক। অসুরমুণ্ডের উপর দেবী শিব সহ আসীন। বর্তমানে দেবীর মন্দির বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে নবরূপে। এখন দরিদ্র ভিখারী শিশুরা খেলে বেড়ায় এই উগ্রচণ্ডা মায়ের নাটমন্দিরে। নীলু ও ভুলু নামে দুই ডাকাতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই ডাকাত কালীর ইতিহাস। এই মায়ের মূর্তি উচ্চতা প্রায় ২৪ ফুট হবে। চেতলার হাট থেকে ও যাও যায়, দারোয়ান পাড়ায় শ্রীশ্রী মা ডাকাত কালী মন্দির। ডাকাত কালী মন্দিরে ঠিকানা, ১৯ চেতলা হাট রোড, চেতলা, কলকাতা। এটি দক্ষিণ কলকাতার একটি ডাকাত কালী মন্দির। আসল মন্দিরটি কে কবে এবং কেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই। তবে বর্তমান মন্দিরটি বেশী পুরানো নয়। যেহেতু মন্দিরটির নাম ডাকাত কালী মন্দির, সুতরাং এর থেকে অনুমান করা সম্ভব যে এই মন্দিরের পূজিত মাতৃমূর্তি ডাকাতদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকালে, দক্ষিণ কলকাতা আজকের মতন ছিল না। ছিল ঘন জঙ্গলাকীর্ণ। ফলে সেখানে ডাকাতের উপদ্রব

লেগেই থাকত। আর বলা বাহুল্য যে বেশিরভাগ ডাকাত মা কালীর ভক্ত ছিলেন। মন্দিরে এলে এক আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়বে। কালী বিগ্রহের চারটে হাত লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। লোক পরম্পরায় শোনা যায়, এখানে মা কালী চলেফিরে বেড়াতেন। পূর্বের বহু লোক নাকি কালী মূর্তিকে শিবের বুক থেকে নামতে পর্যন্ত দেখেছেন। – তাই, মা যাতে মন্দির ছেড়ে পালাতে না পারেন, সেইজন্য এই ব্যবস্থা নেন তৎকালীন ডাকাতেরা। আজও চতুর্ভুজায় মা শৃঙ্খলাবদ্ধ। সেই জন্য ডাকাতরা মা কে শিকল দিয়ে আবদ্ধ রাখত। এই পদ্ধতি প্রাচীন কাল থেকেই চালু আছে। তবে নতুন করে মন্দির টি তৈরি হয়েছে বছর পঞ্চাশেক আগে।

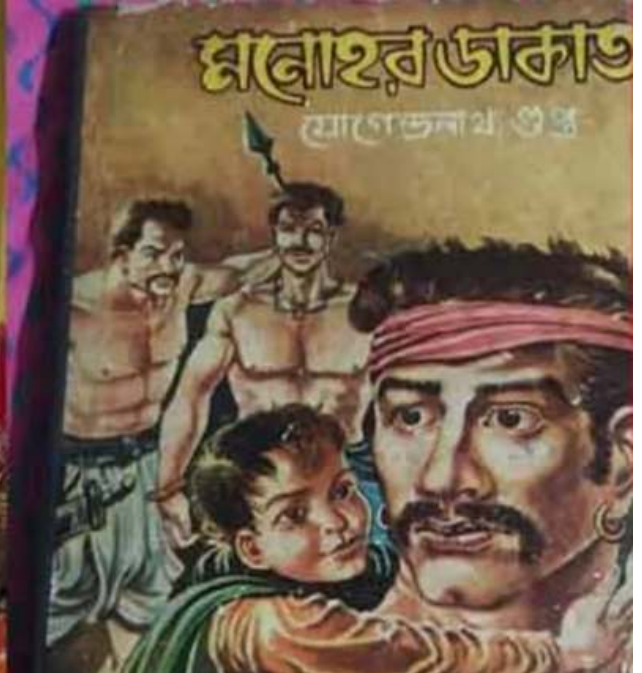
মনোহর ডাকাতের ছানা কালী

তখন পলাশীর যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এই কলকাতার অধিকাংশ অঞ্চলেই ছিল গভীর জঙ্গল। বিশেষ করে আজ যা দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়া, সেই পূর্ণদাস রোড, রাসবিহারী এভেনুই সব জায়গায় ছিল ঘন জঙ্গল। কালীঘাটের জঙ্গলের পাশ দিয়ে বয়ে যেত আদি গঙ্গা। অবশ্য তখন তার রূপ ছিল অন্য রকম। এই সমস্ত জঙ্গলে ছিল বাঘ আর সাপের ভয়। আর ভয় ছিল মনোহর ডাকাতের। তখন লোকে মনোহর ডাকাতের নামে ভয়ে কেঁপে উঠতো। ডাকাতদের কালী পূজা নিয়ে মিথ হয়ে আছে প্রচুর কল্প কাহিনী। তাতে দেখা যায় ডাকাতেরা নরবলি বা ছাগবলি দিয়ে সেই রক্ত করালবদনী কালীর খাঁড়ায় ছুঁইয়ে, কপালে রক্ত তিলক কেটে রক্ত বস্ত্র পরে দলবল নিয়ে হা রে রে করে ডাকাতি করতে বেরোতো।

এই মনোহর ডাকাত সেই সময় জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে তখন এখানে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় চালু ছিল নরবলি। কষ্ট পাথরের কালী মূর্তিটি ছোট। তাই অনেকে এই কালী বাড়িকে ছানা কালী অর্থাৎ ছোট কালী বাড়ি বলে উল্লেখ করেন।

তবে ডাকাত কালী বাড়ি নামেই এটি সুপ্রসিদ্ধ। তখন কোন অলংকার ছিল না দেবীর গায়ে। দেবী ছিলেন আয়ুধভূষিতা, মুন্ডমালা বিভূষিতা। দেবীর হাতে ঝুলতো কোনও হতভাগ্যের করোটি। বিশেষ কয়েকটি দিন ছাড়া এই মন্দির ফাঁকাই থাকে। তাই অনেক সময় এই মন্দিরে গেলে গা ছমছম করে। দক্ষিণ কলকাতার ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছিল কালিঘাটের কালী মন্দির। লোকে আদিগঙ্গা দিয়ে নৌকো করে, বা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মাকে দর্শন করতে আসতো। জঙ্গলে মোনহর ডাকাতের ভয় ছিল। মনোহর ছিল অকৃতদার।

মনোহরের মারা যাওয়ার পর দীর্ঘদিন সেই মূর্তিটি পাতকুয়োতেই অরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল। এরপর স্থানীয় এক বাসিন্দা কামাক্ষা চরণ মুখোপাধ্যায় একদিন দেবীর স্বপ্নাদেশ পান, যে দেবী দীর্ঘদিন পাতকুয়োয় পড়ে আছেন, নিত্যপূজা পান না। কামাক্ষা যেন দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর নিত্য পূজোর ব্যবস্থা করেন। এরপরই কামাক্ষাবাবু বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু যেহেতু এই দেবীর প্রকৃত পুজারি ছিল মনোহর ডাকাত, তাই তার নাম অনুসারেই এই মন্দিরের নাম হয় মনোহর ডাকাতের ছানা কালী। ছানা কালী কারণ মূর্তিটির আকৃতি খুবই ছোট। আর তা থেকেই মনোহরের ছানা কালী নামের উৎপত্তি। পাতকুয়ো থেকে উদ্ধারের সময় এই কালীর গায়ে ছিল না কোনও অলংকার। দেবীর আয়ুধভূষিতা ছিলেন। গলায় ছিল কঙ্কালের মালা, আর হাতে আসল মানুষের মাথার খুলি। আকৃতিতে ছোট হলেও এই কালীর রূপ ভয়াল। দক্ষিণ কলকাতার বিশাল বিশাল কংক্রিটের জঙ্গলে ঘেরা এই মন্দিরের পরিবেশ এতই শান্ত যে আজও এই মন্দিরে পা দিলে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে পারে। আজ অবশ্য এসব অতীত। আজকের ঝকঝকে মন্দিরগুলো দেখে কেউ হয়তো ঠাওরও করতে পারবেন না সেই ভয়াল ইতিহাস। তবে সেই রোহমর্ষক কাহিনি বেঁচে আছে, স্থানীয়দের জীবনের ঘুমপাড়ানি গল্পকথা হয়ে।





সময়ের আগে

অভীক সরকার

সরকার কল্পকাহিনী, ইতিহাস এবং অনুমানমূলক কল্পকাহিনী সহ বিভিন্ন ধারায় লেখেন। তিনি তার গবেষণা এবং কল্পনাশক্তির জন্য পরিচিত, পাঠকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এমন গল্প তৈরি করেন যা ঐতিহ্য এবং আধুনিক বিষয়বস্তুকে একত্রিত করে। তার লেখা প্রায়শই পৌরাণিক কাহিনী এবং বাস্তবতার মধ্যে সংযোগ অন্বেষণ করে। লেখার মাধ্যমে তিনি একজন চিন্তাশীল লেখক হিসেবে নিজের সুনাম তৈরি করে চলেছেন।

খুন করা কি সহজ? সব ধরনের অপরাধই করা যায়। কিন্তু খুন? একটা প্রাণ কেড়ে নেওয়া অত সহজ? আমি মনে করি পৃথিবীর সবথেকে কঠিন কাজ খুন আর সেই জন্যই সবথেকে মানসিকভাবে শক্তিশালী মানুষ হল খুনীরা। অপরাধ করা কোনও ব্যাপার নয়। কোনটা অপরাধ কেই বা ঠিক করে দেবো। যে চোরটা গৃহস্থের বাড়ি থেকে কাঁসার থালা চুরি করল, তার বাচ্চার পেটে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য, তার সংসারের এই অবস্থার জন্য কে দায়ী? যেই দায়ী হোক, তারটা অপরাধ নয়? বা যে শ্রমিকটা ব্যাঙ্কডাকাতি করল, তার কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে কার হাত ছিল? যাগগে, আমি সমাজ সচেতক নই। আমি শুধু লজিক খুঁজি। কেন খুঁজি? কারণ আমার কাজ নেই। হ্যাঁ আমার টাকাপয়সার অভাব নেই কোনও। আমি চাইলেই সব পেয়ে যাই। বিদিশা খেতে ডাকছে। আমার স্ত্রী বিদিশা। ও খালি খেতে ডাকে আমায়। আমার খেতে ভালো লাগে না। আমি দেখেছি, যাদের অনেক খাবার থাকে, তাদের খিদে পায় না তেমন। আমার ইচ্ছে করছে না খেতে। কিন্তু বিদিশাকে বড় ভালোবাসি আমি। এই দিনে তিন চারবার খাওয়ার সময়ে তাকে দেখতে পাই। বিদিশা আমার স্ত্রী। ও, এটা আগে একবার বলেছি, না?

আমি কী করি সারাদিন? আমার বাড়ির ড্রয়িং রুমে একটা আট ফুট লম্বা এবং পাঁচ ফুট চওড়া আলমারি আছে। সেগুন কাঠের তৈরী। যার অর্ধেকটা আয়না। আমি তার সামনে চেয়ার নিয়ে বসে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকি। নিজের চোখের উপর চোখ রেখে আমি ভাবি। আমি সারাদিন এইভাবে নিজের চোখে চোখ মিলিয়ে বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। কিন্তু বিদিশা ডাকছে। আমাকে খেতে যেতেই হবে।

ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে কিছুটা খেয়ে নিলাম। তো যা ভাবছিলাম, আমার এখন দুটোই চিন্তা মাথায়। এক, বিগ ব্যাং এর আগে কী ছিল? ইউনিভার্স বা বলা ভালো অবজার্ভেবল ইউনিভার্স সৃষ্টির আগে? অনেকে বলছে সময়ের সৃষ্টিই তো হল বিগ ব্যাং

এর সঙ্গে, সময়ের আগে আবার সময় কই? কেন নেই? ও এর আগে কি মাইনাস সাড়ে সতেরো হয় না? অনেকে মাল্টিভার্সের কনসেপ্ট আনো। প্রতিটা ইউনিভার্স তার নিজের প্রচেষ্টায় এক্সপ্যান্ড করেছে। কিন্তু তার আগে কী ছিল? বিদিশা বলে, তুমি জন্মের আগে কী ছিলে? বোকা বোকা প্রশ্ন। তার উত্তর আছে আমার কাছে। স্পার্মাটোজোয়া ছিলাম। তার আগে জিঙ্ক, কপার, আয়রন, ক্যালশিয়াম, সেলেনিয়াম ছিলাম। সবকিছুরই আগে কী ছিলের উত্তর আছে। বিগ ব্যাং এর নেই। এর উত্তর যেদিন পাবো সবথেকে খুশি হবো আমি।

দ্বিতীয় যে চিন্তা এসেছে, তা হল খুন করা যায়? যতই আমার রাগ বা আক্রোশ থাক কারও ওপর, তার প্রাণ কেড়ে নেওয়া যায়? এর উত্তর আমার কাছে নেই। আমার কাছে সবকিছুর উত্তর আছে। আমি মনে করি আমি সব পারি। সওওবা। একটা মানুষের পক্ষে যা সম্ভব। আপনি জিজ্ঞেস করবেন, তুমি আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিক হতে পারো? বলব, হ্যাঁ পারি। বা পারতাম। আমাকে তার জন্য পড়তে হত। ছোট থেকে সেভাবে নিজেকে তৈরি করতে হত। বৈজ্ঞানিক হওয়া অনেক সহজ খুনী হওয়ার থেকে।

বিড়াল আমাকে ডাকছে। খিদে পেয়েছে ওর। বিড়াল আমার পোষ্য। না না, ও বিড়াল নয়, ওর নাম বিড়াল। আমি জন্তুদের অমন ন্যাকা নাম দেওয়ায় বিশ্বাসী নই। আরেকটা বিষয় আছে। আমি মনে করি ঈশ্বর হল বিড়াল। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকে, তাকে বিড়ালের মতো দেখতে। ঈশ্বরকে নাম দেওয়ার আমি কে? এবার আপনি বলতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি ঈশ্বর রয়েছে কি না এইভপ্রশ্নের উত্তর খুঁজছি না কেন? ননসেন্স। বিগব্যাং না হলে আমি তার আগের অবস্থা নিয়ে চিন্তিত হতাম না। ঈশ্বর হোক, আমার তখন বেশ কিছু প্রশ্ন আছে। হওয়ার আগে সে নিয়ে আলোচনায় লাভ নেই।

অনুভূতি। ঠিক ঠিক। অনুভূতি। এই জিনিসটাও বেশ প্রশ্নের। ধরুন আপনি রাত্রিবেলা একটা বিশাল

জঙ্গলের মাটিতে শুয়ে গগনচুম্বী মহীরুহদের মাঝখান দিয়ে যেটুকু শূন্য (আমি আকাশ বলি না। আকাশ বলে কিছু হয় না। ওটা মানুষ ধরে নিয়েছে। একটা পিঁপড়ের কাছে একশ ফুট উপরে আকাশ, মানুষের একশ ফুট উপরে এগারো তলার শর্মিষ্ঠা বৌদির সায়া শুকোচ্ছে) দেখা যায়, তারাত্সা দেখছি। কোথাও কোনও জন্তু জানোয়ার নেই। আমার অনুভূতি হচ্ছে। কিন্তু তার ডকুমেন্টেশন কই? যাগগে, আমি বুঝে গেছি। আমাকে একটা খুন করতে হবে।

খুন করতে গেলে কী কী লাগে? হ্যাঁ কী কী লাগে। এটাও বৈজ্ঞানিক একটি পদ্ধতিই। বিগব্যাং থিয়োরি বুঝতে গেলে সমস্ত থিয়োরি বুঝতে হয়। জিওসেন্ট্রিক মডেল, বুঝতে হয়। ব্র্যান কসমোলজি মডেল কী জানতে হয়। ইটারনাল ইনফ্লেশন থিওরি আত্মস্থ করতে হয়। আমি ঠিক করেছি পিকুকে খুন করব।

হ্যাঁ, যা যা জানতে হয়, নাহ এই বিগ ব্যাং বাদ দিই। খুনে কন্সট্রেস... কন্টেন্সেস... উফফ খুব কষ্টকর এই উচ্চারণ করাটা। কন... সেন... ট্রেট করি।

ক) কাকে খুন করব। অর্জুনের পাখির চোখের মতো আমাকেও টার্গেট ফিক্স করতে হবে। এটাই প্রথম চিন্তা। ঠিক হয়ে গেছে পিকু।

খ) খুনের মোটিভ। এখানে মোটিভ একটাই। অনুভূতির উত্তর এবং সম্ভব কীনা তা যাচাই করে দেখা।

গ) অস্ত্র। খুব ইম্পর্ট্যান্ট এইটা। বন্দুক আমার নেই। কিনতে গেলে ধরা পড়ার অজস্র সম্ভাবনা। বিদিশা খেতে ডাকছে। কাজের সময়ে খেতে আমার একদম ভালো লাগে না। বিষ? নাহ। গ্যারান্টি নেই। ছোরা। হমা সহজলভ্য। মৃত্যুও অবশ্যস্ভাবী। ঠিক আছে।

ঘ) খুনের জায়গা। এটা ডায়নামিক। পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক করতে হবে।

ঙ) লাশটা কোথায় গুম করব। এটা নিয়ে পড়াশুনো করতে হবে। একটা মুভিতে দেখেছিলাম লাশ টুকরো টুকরো করে শুয়োরকে খাইয়ে দেওয়া লাশ গায়েব করার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। কিন্তু এত শুয়োর পাবো কোথায়। তাই অন্যকিছু ভাবা উচিত। এটাও হোল্ডে থাক।

চ) বিদিশা আবার খেতে ডাকছে। প্র্যাক্টিস। সরাসরি মানুষ খুনে গেলে হবে না। আগে অন্য প্রাণি খুন করে দেখতে হবে।

ছ) টার্গেটের আচরণ। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সিদ্ধান্ত।

খেয়ে আসি। যাই হোক, পিকু হল আমার পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর ১১ বছর বয়সী একটি ছেলে। তাকে বেছে নেওয়ার একটিই কারণ, ছেলেটির একটি কুকুর আছে। রোজ সকালে টেঁচিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। দু তিনবার বলেছি। এত অসভ্য ছেলে, পাত্তা দেয়নি। কিছুটা স্বস্তিও আসবে। প্রশ্নের উত্তর পাবো। সে যাই হোক, এখন খেয়ে আসি।

খেয়ে এসে কিছুক্ষণ বিড়ালকে আদর করলাম। ওকেও খেতে দিলাম আমার উচ্ছিষ্ট থেকে। ঈশ্বরকে উচ্ছিষ্ট খেতে দিলাম। অথচ প্রসাদ যাকে বলে, তা ঈশ্বরেরই উচ্ছিষ্ট। বিড়াল মানেই এমন উল্টোপুরাণ। মানুষই ভুলপথে চালিত। চাঁদ দেখে আশ্বস্ত হয়। কবিতা লেখে। অথচ চাঁদ একটি সেলেশিয়াল অজেক্ট ছাড়া কিছু নয়। কতটা ক্যালকুলেশন সঠিক হলে গ্র্যাভিটি এসব বানাতে পারে। চাঁদ ঠিকঠাক মর্যাদাই পেল না। কতগুলো তুচ্ছ কবিতা পেল শুধু। তাই হয়ত সরে যাচ্ছে। প্রতি বছর তিন দশমিক সাত আট সেন্টিমিটার করে সরে যাচ্ছে আমাদের থেকে।

পিকুকে মারার আগে আমায় পিকুর গতিবিধি ভালোমত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ও সকাল দশটায় বেরোয় স্কুল যাওয়ার জন্য। আমি শুনেছি। দেখিনি যদিও। আমার ইচ্ছে নেই একটি বেয়াদপ ছেলের স্কুলের যাওয়ার দৃশ্য উপভোগ করার। ফেরে সাড়ে চারটেয়া। এখন দুটো পয়তাল্লিশ বাজে। আমি যদি

পাড়ার মোড়ে চারটে দশ নাগাদ গিয়ে দাঁড়াই, তবে দেখতে পারি। কীভাবে ফেরে। একা ফেরে নাকি সঙ্গে কেউ থাকে।

আমি ঘড়ি ধরে চারটে দশে বাড়ি থেকে বেরোলাম। বহুদিন পর বেরোলাম বাড়ি থেকে। বেরোনের আগে একবার চেষ্টা করে জানিয়ে দিলাম বিদিশাকে, "আমি একটু বেরোচ্ছি।" বিদিশা খুব অবাক হবে এটা শুনে। ওর কাজলকালো চোখের তারা বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠবে। যেন একটি সুপারনোভা। অস্তিত্বের অস্তিত্বে এসে ব্ল্যাকহোলে রূপান্তরিত হওয়ার তোড়জোড় করছে।

ঠিক চারটে পয়ত্রিশ নাগাদ পিকুকে দেখলাম। হাতে একটা কাঠের টুকরো। ওটা এদিক ওদিক দোলাতে দোলাতে ফিরছে। আমাকে দেখতে পায়নি পিকু। আমি চট করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম। পরণে সাদা শার্ট, বগলের কাছটা ঘেমে দাগ হয়ে আছে। কালোর উপর সোনালি ডোরাকাটা টাইটা পেঙ্গুলামের মতো দুলছে এদিক ওদিক। হাফপ্যান্টের নীচে থাই থেকে শুরু করে গোড়ালি অবধি ধুলো লেগে। পিকু কাঠের টুকরো দিয়ে এদিক ওদিক আওয়াজ করতে করতে এগোচ্ছে। ঠক ঠক ঠক। এই বিরক্তিকর আওয়াজটা কেন করছে? ঠক ঠক ঠক। আমার রাগ হচ্ছে। আমার চণ্ডাল রাগ, খুব বাজে রাগ আমার। ঠক ঠক ঠক। এখনই খুন করা উচিত কিন্তু তাতে বিজ্ঞান নষ্ট হবে। নেহাৎ একটু শাস্তি দেওয়া উচিত। আমি পিছন থেকে একটা আধলা ইট তুলে পিকুর দিকে তাক করে ছুঁড়লাম। ছুঁড়েই দৌড়া। পা পিছলে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম একবার। কিন্তু ব্যথা লাগেনি। দৌড়ে পাড়ার এক চক্কর লাগিয়ে বাড়ি ঢুকে গেলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মাথার পিছনে তীব্র যন্ত্রণা। বিদিশা ব্রেকফাস্টটা বিছানার পাশের টি টেবিলে রেখে চলে গেছে। বাথরুম গেলাম। বেসিন থেকে জল নিয়ে মাথার পিছনে দিলাম। শোয়ার দোষ নাকি? হাত সামনে এনে দেখলাম শুকনো রক্ত। হুমা বুঝতে পেরেছি। কালকের পড়ে যাওয়ার

ফল। তখন উত্তেজনায় বুঝিনি। ভালোই লেগেছিল। রাস্তাটাও নুড়িতে ভর্তি। ঠিক আছে। সমস্যা নেই। বিড়াল আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এগিয়ে এল আমার দিকে। একটু ঠুঁকে আমার হাতের তালুর শুকনো রক্তটা একটু চেটে চলে গেল। খিদে পেয়েছে বোধহয় ওর।

কেন জানি না, কাল ইটটা ছুঁড়ে পালানোর সময় মনে হয়েছিল আমি পারব না। পারলে পালানো কেন? একটা এগারো বছরেরই বাচ্চা তো। জানতে পারলেও কী করত? তাড়াতাড়ি পিকুর ভবলীলা সাঙ্গ করতে হবে। পিকুও বোধহয় তাই চায়। ফ্রান্সে রেইন অফ টেররের সময়ে গিলোটিন আবিষ্কার হওয়ার পর ধৃত বিপ্লবীরা যেমন চাইত। গিলোটিন, আহা কী অসাধারণ। একটা অতিকায় ব্লড, উপর থেকে সটান নেমে আসছে বিপ্লবীর গলায়। আর দৃশ্যটাও কী সুন্দর। সবাই চাইছে আগে যেন তার প্রাণ নেওয়া হয়। না, দেশপ্রেম নয়, পরে ব্লড ভোঁতা হয়ে গেলে ধড় থেকে মুন্ডু আলাদা হবে না। প্রাণের সঙ্গে ঝুলে থাকবে বেশ কিছুক্ষণ। আড়াই প্যাঁচে মৃত্যু কোনও প্রাণিই চায় না। পিকুও চাইছে না নিশ্চয়ই। আমিও ওকে যন্ত্রণা দিয়ে মারতে চাই না। আমার পিকুর প্রতি সামান্য রাগ আছে বইকি, কিন্তু তা খুন করার মতো নয়। কেন করছি তাও? ওই যে, উত্তর চাই আমরা। নিজের মানসিক দৃঢ়তার মাপকাঠি।

আজ ঠিক করেছি, পরখ করে দেখব, প্রাণ নেওয়া যায় কি না। পিকুর না। আজ পিকুর কুকুরটাকে মারব আমি। আমাদের পাশের পাড়ায় সৌহার্দ্য বলে একটি ছেলে আছে। কুকুর ঘৃণা করে। ওর মা'কে বছর পাঁচেক আগে একটি নেড়ি কামড় দেওয়ায় মহিলা জলাতক্ষে মারা যায়। সেকি কষ্টের মৃত্যু, মনে আছে। বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে মহিলাকে। কোমর ঠেলে উঠে ধনুকের মতো হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে থুতু ছুঁড়ছে মহিলা। তড়পাচ্ছে, আবার হাসছে, থুতু ছুঁড়ছে, কুকুরের মতো দাঁত খিচোচ্ছে, সে এক এলাহি ব্যাপার। মৃত্যু যেন তখন কোনও অপেরা সিন্ধার। টুংটাং পিয়ানো বাজছে। দর্শক অপেক্ষায় কখন তীক্ষ্ণ আওয়াজ থিয়েটারের কাচ

ভেঙে দেবো।

সৌহার্দ্য কুকুর মেরে বেড়ায়। যেন সারমেয়দের পরশুরাম, ক্ষত্রিয়ের বদলে কুকুর। তক্ষকের মতো বিষখলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরীক্ষিতদের খুঁজতে।

সৌহার্দ্যর থেকে বিষ নিলাম। ওও খুব খুশি। বোকা ছেলে, ভাবল আমিও এমন করব। কুকুর আমার লক্ষ্য নয়। যতই বিরক্ত করুক। আমার কাছে সমস্ত প্রাণই নক্ষত্রের ধুলো এবং অবিনশ্বর শক্তির একটা রেয়ার কম্বিনেশন।

কুকুরটা উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি একটা ফুলগাছের ঝোপের পিছনে লুকিয়ে ছিলাম। এই ফুলটার নাম চিনি না। প্লাইডিস তারামগুলীর মতো দেখতে। শুনেছি অবসার্ভেবল ইউনিভার্স নাকি ব্রাইন সেলের মতো দেখতে। হতে পারে। স্ট্রাকচার বা প্যাটার্নেরও একটা লিমিটেশন রয়েছে। বিড়াল আর কতই বা আলাদা করে দুনিয়াটাকে বানাবে।

বিষ মাখানো রুটিটা পিকুর পোষ্য খাওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। একটু পরেই নেতিয়ে পড়ল জন্তুটা। আমি আজ কিন্তু পালাইনি। প্রথম খুন আমার। কেমন লাগছে? আমার নিজেকে ঈশ্বর মনে হচ্ছে। আমি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, আমার কক্সিস বেড়ে মোটা রোমযুক্ত একটা নখর ল্যাজে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমার চোখের মণি রূপান্তরিত হয়ে উলম্ব আমেরিকান ফুটবল বা পটলের মতো হয়ে যাচ্ছে। আমার ক্যানাইন দুটো লম্বা হচ্ছে হচ্ছে ধীরে ধীরে। আমি পিঠ উঁচিয়ে অপেক্ষা করছি। কখন আমার শিকার পুরোপুরি নেতিয়ে যাবে এবং আমি আমার শিকার মুখে করে নিয়ে যাব বিদিশার কাছে। তাকে খেতে দেব আমার উচ্ছিষ্ট।

আজ তিন দিন হয়ে গেছে আমার প্রথম খুনের। আমি ভালো আছি। বা বলা যায় ভালো ছিলাম। আমার বাল্যবন্ধু বিতান বলত, কর্মফল বলে একটা বিষয় আছে। আমি মানি না। কর্মফল আবার কী? এ সম্পূর্ণ প্রতিশোধ। পিকু বদলা

নিয়েছে। গত পরশু দেখি বিড়াল আমার সিঁড়ির নিচে মরে পড়ে আছে। বিদিশা হাউমাউ করে কাঁদছে। বিদিশা যতই বলুক, বিড়ালের অনেক বয়স হয়েছিল। আমি মানি না। যে বিড়াল আজ থেকে চার দিন আগেও ভরদুপুরে মাদী বিড়ালের আওয়াজ পেয়ে যৌনতানায় বেরোতে চাইছিল, দুজন মিলে আটকাতে পারিনি, সে বয়সজনিত কারণে মারা যাবে? হতে পারে না। আমি তীব্র প্রতিশোধের জ্বালায় জ্বলতে থাকলাম। মনে হল এক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে একটা ছুরি বসিয়ে দিই পিকুর বুকে।

কিন্তু কথা হচ্ছে যে ও জানল কী করে? ও, বুঝেছি। সৌহার্দ্য। কিন্তু ও কেন বলে দিল? ও কুকুরবিদ্বেষী জানি কিন্তু নাস্তিক তো নয়? ঈশ্বরকে খুনের জন্য সাহায্য করল? না সৌহার্দ্য এটা করবে না। চেনেই না ও পিকুকে। ও পরশুরাম। তবে কি পিকু আমাকে দেখে ফেলেছিল? নাহ, অসম্ভব। সন্দেহ করল? সেই যে একবার কমপ্লেইন করেছিলাম? এগারো বছরের বাচ্চার এতটা বুদ্ধি হবে? হতে পারে। আমাকে সংযত হতে হবে। প্রতিশোধ নেব কিন্তু শকুনির মতো। পিকু কৌরব। ওকে বোঝাতে হবে আমি ওর পক্ষে।

আমি বিদিশাকে কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ালাম। এখন ও ঘণ্টা তিনেক ঘুমাবে। বাড়ি থেকে বেরোলাম। চারটে পনেরো বাজে। পিকু ফিরবে এখন স্কুল থেকে। ওই ফিরছে। একি মাথায় ব্যান্ডেজ কেন?

আমি একদম সটান ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, "চিনতে পারছ?"

পিকু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নির্লিপ্তসুরে বলল, "হ্যাঁ।"

জিজ্ঞেস করলাম, "মুখ গোমড়া কেন এত?"

"কিছু না।"

"চোখ হলছল করছে তো। কী হয়েছে?"

"রকি মরে গেছে। কেউ বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে।"

নাহ, গলায় সন্দেহ নেই। তার মানে বিড়ালকে ও মারে নি। তবে হয়ত বয়সের কারণেই...

"এবাবা। পাড়ায় এত চোর ছাঁচোড় বেড়ে গেছে না! তোমার মাথায় কী হল?"

"সাত দিন আগে চিক্কেলাব এসে পড়ে। দুম।

আরিব্বাস। ইম্প্রেসিভ। ছেলেটা কসমোলজি নিয়ে ঘাঁটে নাকি! চিক্কেলাব সেই মিটিওরের নাম যার আঘাতে ডাইনোসর অবলুপ্ত হয়েছিল। সেদিনের আমার ছোঁড়া আধলা ইটের কর্ম যা বুঝছি।

"তোমারও দেখছি আমার মতই খারাপ সময় যাচ্ছে। আমার বিড়ালও মারা গেছে কাল।"

"কীভাবে?"

"বয়স হয়েছিল।"

"রকির বয়স মাত্র তিন বছর।

"সো স্যাড। আমিও একটা ছোট্ট কুকুরের বাচ্চা এনেছি। তুমি দেখবে?"

পিকুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। একদম পার্ফেক্ট টোপ।

"কী ব্রিড?"

এই রো। কুকুরের ব্রিড সম্পর্কে তো জানা নেই। না না, জানি। একটাই। লাইকা। সাইবেরিয়ান হাঙ্কি। সেটাই বললাম।

"হাঙ্কি? বাহ বাহ। নীল চোখ? আমাকে দেখাবে?"

"দেখাব তো। চলো আমার সঙ্গে। একবার দেখে, একটু আদর করে বাড়ি চলে যেও।"

এসে গেছে। অস্তিমক্ষণ এসে গেছে। আমি হাঁটছি পিকুর সঙ্গে এবং মাথায় একটাই জিনিস ঘুরছে। কীভাবে লাশ গুম করব? বিদিশা ঘুমোচ্ছে এখন। আরও ঘণ্টা দুই ঘুমোবো। মাংস কাটার চপারটা দিয়ে টুকরো টুকরো করে একটা ব্যাগে ভরে বিভিন্ন পুকুরে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসব? বাড়ির পিছনে ফেলে, কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দেব? মেঝে খুঁড়ে পুতে দেব। উত্তেজনায় মাথা

কাজ করছে না। বেশি কাজ করাতে গেলে মাথার পিছনের আঘাতলাগা জায়গাটা দপদপ করছে। ঠিক আছে। প্রাথমিক কাজটা সারি। পরেরটা পরে ভাবা যাবো।

পিকুরে নিয়ে অতি সন্তর্পনে বাড়ি ঢুকলাম। ৮ ফুটের আয়নাটার সামনে, আমার চেয়ারেই বসলাম ওকো। নিরীহ চোখে এদিক ওদিক দেখতে থাকল পিকু।

"ওরেবাবা কত বড় আয়না। এমন কখনও দেখিনি।"

"ভালো না? আমারও ভালো লাগে।"

"তোমার ডগির নাম কী?"

"ধর্মা। ওর নাম ধর্মা। তুমি এখানে বসো। আমি নিয়ে আসছি।"

আমি রান্নাঘরে এসেছি। বিদিশা ঘুমোচ্ছে। আমি ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছি। এটাই সুযোগ। উত্তরের জন্য নয়। আমি আর উত্তর চাই না। অনুভূতির। আমি প্রতিশোধও চাই না। আমি বুঝে গেছি, মানুষ যদি কোনও বিশেষ কারণে নিজের জন্য একটা লক্ষ্য স্থির করে, তাহলে একটা সময়ের পর সেই কারণগুলি আর মাথায় থাকে না, সবই বাটারফ্লাই এফেক্ট। সবই মার্ফিজ ল।

আমি মাংস কাটার ছুরিটা নিয়ে ছুটে গিয়ে পিকুর পেটে ঢুকিয়ে দিলাম।

হঠাৎ এ কী হল? আমার সাজানো সংসার এভাবে ওলোটপালোট হয়ে গেল কেন? এরকম বদলে গেল কেন সব? কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমার বাড়িটা ধুলোয় মুড়ে গেল? আমি আমার বিশাল আয়নাটার দিকে তাকালাম। আমার চকচকে ৮ ফুটের আয়নাটা ধুলোয় প্রায় ঢাকা।

কই পিকু? কোথায় কে? কেউ নেই। কিছু নেই। আয়নায় আমি আমার অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার সেই বেপরোয়া পুরুষালী অবয়ব কই? এ

তো আমার বহু পরিচিত এক নারী। শতচ্ছিন্ন কাপড়ের বেষ্টিত আমার দ্রৌপদী। আমার বিদিশা। পেটে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা দু হাত দিয়ে চেপে ধরে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাগাড়ের খাবার। মৃত প্রানীদের পচা শবদেহ, ভনভন করছে মাছি, পোকা। কুকুর বিড়ালের লাশের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ম্যাগট। অজস্র গৃহপালিত পশুদের পচাগলা শবদেহের মাঝে একটা আট ফুটের আয়না লাগানো কাঠের আলমারির সামনে পেটে গেঁথে যাওয়া ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবতী, এক নক্ষত্রের ধুলো দিয়ে তৈরী নারী।

লাভ একটাই, আস্তে আস্তে বহুদিনের খোঁজ করা একটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম আমি। নেগেটিভ টাইম কাকে বলে। বিফোর রিয়ালিটি কাকে বলে। বিগ ব্যাং এর আগে কী হয়েছিল, আমি, বিদিশা, জেনে গেলাম শেষ পর্যন্ত।

নাহ, শেষ পর্যন্ত নয়। শুরু পর্যন্ত।



"That Cleaning Place!"

- Drycleaning • Hand Finished Shirts
- Leather / Rugs • Shoe Repair • Alterations
- Comforters / Drapes • Wedding Gown

**"Each Customer Served,
Builds Our Reputation"**

**133 Johnson Ferry Road
Marietta
404-855-2708**

**1860 Sandy Plains Road
Suite 305
Marietta
770-565-5506**

**ThatCleaningPlace.com
We clean Indian clothes too**

রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন তসলিমা নাসরিন

ধরা যাক রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন,
অসুখ বিসুখ নেই, শয্যাশায়ী নন,
দিব্যি লিখছেন, গাইছেন, ভাবছেন, ভ্রমণ করছেন।
আমি তাঁকে চিঠি লিখছি, তিনি জবাব দিচ্ছেন,
লিখছেন, 'তোমার জীবনের গল্প যেদিন শোনালে,
এক মুহূর্তে আমার স্নেহ অধিকার করে নিলে তুমি।
তোমার সরলতা আর সততা আমাকে গভীর স্পর্শ করলো
যদি চিঠি লিখতে দেরি হয়, লিখতে যদি নাও পারি,
তাতেই বা এমন কী দুঃখ!
তোমাকে যখন স্নেহ করি তখন চিঠির চেয়েও
আমার মন তোমার চের বেশি কাছে আছে।'

অনেকদিন না লিখলে বলতেন, 'বড় হোক ছোট হোক,
মন্দ হোক, ভাল হোক,
একটা করে চিঠি আমায় রোজ লেখো না কেন বলো?'
আমাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডাকতেন,
কখনও শান্তিনিকেতনে,
সোনাবুরি বনে হাঁটতে হাঁটতে বলতেন বিন্দুর মতো যেন না হই, যেন বাঁচি,
যেন মৃণালের মতো হই, অথবা মৃণালের চেয়েও সাহসী।
আমার দুঃখগুলো প্রেমকাঁটা তুলে ফেলার মতো
আমার মন থেকে একটি একটি করে তুলে ফেলতেন।
শিলং পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে ছাব্বিশের যুবক হয়ে উঠতেন,
শেষের কবিতার অমিত হয়ে উঠতেন,
হাতে হাত ধরে হাঁটতেন সুঠাম সুদর্শন,
তাঁর স্পর্শের উষ্ণতা আমার বরফ-শীতল একাকীত্বকে নিমেষে
বার্ণার উচ্ছ্বল জল করে দিত।

গোটা বাংলা থেকে আমার আজীবন নির্বাসন,
আমার গৃহবন্দিত্ব,
আমার পায়ে পায়ে নিষেধাজ্ঞা,
আমার মাথার মূল্য,
পায়ের নিচে মাটি না থাকা,
শুধু সমতা চেয়েছি বলে,
শুধু সভ্য সুস্থ সমাজ চেয়েছি বলে,
শুধু লিখেছি বলে,
কবিতা বা গল্প প্রবন্ধ লিখেছি বলে;
রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন, আমি নিশ্চিত,
দেখে প্রাণ বড় কাঁদতো তাঁর।

তিনি ভৎসনা করতেন শাসকদের,
সভ্যতার সংকট দেখে আতঙ্কে কঁকড়ে থাকতেন।
আমি তাঁর পিঠে মনে মনে আলতো হাত রেখে তাঁর দুশ্চিন্তাগুলো
একটু একটু করে উড়িয়ে দিতে চাইতাম,
কপালে তিনি চুসন করতেন আমার।
একদিন বলতেনই, 'বোটে করে চলো শিলাইদহে যাই'।
আমার সারা মন তিরতির করে কাঁপতো আনন্দে,
তাঁর গভীর চোখ সেই আনন্দকে দেখতে পেতো
তাঁর আঙুল সেই আনন্দকে স্পর্শ করতে পারতো,
আমাকে স্বদেশের জল মাটির স্বাদ গন্ধ দিতে তিনি শিলাইদহে নিতেন।
বোটে শুয়ে আকাশে তাকিয়ে তাকিয়ে সন্ধ্যার মেঘমালা দেখতেন,
আমি আধশোয়া হয়ে আকাশ নয়, তাঁকেই দেখতাম অপলক।
তখন আমার অমল ধবল মনে মন্দ মধুর হাওয়া,
তখন চারদিক থেকে নির্জনতা তার জলতরঙ্গ বাজিয়ে যেতো,
তখন তিনি গেয়ে উঠতেন, 'আমি কান পেতে রই...'
গান শেষে, হেসে, আরও কাছে ডেকে বলতেন,

'হয়তো আর কোনও জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা
আর কখনো ফিরে পাবো না।
এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি,
কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তরঙ্গভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে
আমার বুকের উপর এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না।'
আমি হেসে বলতাম,
'না হোক ফিরে পাওয়া,
এই সন্ধ্যাটির মতো আর কোনও সন্ধ্যা আর না আসুক,
এর চেয়েও আরও সুন্দর সন্ধ্যা,
আরও রূপসী চাঁদ, আরও মায়াময় নদী,
হয়তো অপেক্ষা করে আছে আপনার জন্য!'
তিনি আনমনে আবার দেখতেন আকাশ, বলতেন,
'এই তারাময় আকাশের নীচে
আবার কি কখনও জন্ম নেবো?
যদি নিই, আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায়
এই নিস্তরঙ্গ নদীটির ওপর
এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে
এমন নৌকোর ওপর বিছানা পেতে থাকবো আবার?'
তাঁর একটি হাত আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে বলতাম,
আবার কেন জন্ম নিতে হবে!
আপনার এক জন্মই সহস্র জন্মের সমান।'
সারারাত পূর্ণিমার জলে স্নান করে কবি গা মোছেন আমার আঁচলে,
অক্ষুট কণ্ঠে ভোররাঙিরে বলেন,



“শিলাইদহে আমি কেন আসি জানো, প্রকৃতির শুশ্রূষা পাবো বলে আসি।
দেখবে না তোমার বাড়িঘর, তোমার উঠোন!
আজ তোমার শুশ্রূষাও পেলাম।”

কুঠিবাড়ির দিকে যেতে যেতে বলেন,
‘তুমিও তো প্রকৃতি ভালোবাসো।
যাও দেখে এসো গাছপালা নদী হাওর,
এ মাটিতে জন্ম তোমার, এ তোমার সোনার বাংলা,
এ তোমার দেশের মাটি! এ মাটিতে ঠেকাও মাথা।’
আমি নিশ্চুপ শুনি,
আমার কাঁধে তাঁর ডান হাত,
‘কোনও ভয় নেই, আমার আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে আছে জেনো।’
আমি তবু নিরুত্তর।
কুঠিবাড়িতে পৌঁছে বলেন, ‘তৈরি হয়ে নাও
সকালের গাড়িতে তোমাকে আমিই উঠিয়ে দেবো।’
তবুও আমি নতমুখ দাঁড়িয়ে থাকি,
বলি, ‘আমি তো যাবো না কোথাও’।
‘কেন, ব্রহ্মপুত্রে সাঁতার কাটবে না?
দেখবে না তোমার বাড়িঘর, তোমার উঠোন!
উঠোনের ঘাসের ওপর একটি শিশিরবিন্দু!’

‘তার আর দরকার হবে না।’ আমি তাকাই তাঁর চোখে
‘কেন হবে না?’ রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ান।
আমি বলি, ‘ভাষাটিই আমার দেশ,
ভাষাটিই আমার সেই অপরূপ শিশিরবিন্দু,
আপনার গান কবিতাই,
আপনার সুর আর শব্দগুচ্ছই আমার দেশ,
আপনিই, আপনার স্নেহই আমার নিরাপদ স্বদেশ।
পদ্মার জলে আমি ব্রহ্মপুত্র দেখে নিয়েছি,
ঈশ্বর বলে কোথাও কিছু নেই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই আমার।
তার পরও যদি নিভূতে কেউ থাকে কোথাও,
যদি কেউ থাকে আমার হৃদয়ে,
ঈশ্বরের মতো কেউ,
সে রবীন্দ্রনাথ।’

যদি বেঁচে থাকতেন তিনি,
আমাকে বুকে জড়িয়ে বলতেন,
‘শুধুই কি স্নেহ, তোমাকে তো ভালোওবাসি, সে তুমি জানো?’
হ্যাঁ বা না বলার দরকার হতো না,
তিনি জানতেন যে আমি জানি।



মারণ বিনিময়

জয়ন্ত দে

কলকাতার বাসিন্দা। 'পেন্ডুলাম' 'রসিকস্যারের ঘোড়া' সহ অবিস্মরণীয় সব ছোটগল্প লিখেছেন। 'নতজানু', 'অন্নপূর্ণা' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। পেশায় সাংবাদিক ও সম্পাদক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্কিম পুরস্কার' সহ পেয়েছেন বাংলা অকাদেমির সোমেন চন্দ, শৈলজানন্দ, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, গল্পমেলা, সোপান, সংবাদনন্দন সহ একাধিক পুরস্কার।

সাতসকালে লোহা বাপিকে তুলে নিয়ে এসেছে সুজিত। বাপি আসবে না। আসতও না। কাল অনেক রাত পর্যন্ত দারু খেয়ে ঘুমাচ্ছিল। ল-ইয়ার সব্যসাচী বলেছিল, ‘চলো সুজিত আমরাই চলে যাই, ওকে আর ডাকার দরকার নেই।’ কিন্তু সুজিত নাছোড়। সে জোর করেই লোহা বাপিকে টেনে নিয়ে এসেছে।

এখনও সূর্য ওঠেনি। পূবের আকাশ লাল হয়ে আছে। লোহা বাপি বলল, ‘আমরা এখানে কী করতে এসেছি?’ সব্যসাচী বলল, ‘সানরাইজ। সূর্যোদয় দেখতে এসেছি।’ বাপি বিম্বী ভাবে হাসল। ওর হাসি দেখে সুজিত বলল, ‘পেটে একটা লাখি মারব, দাঁত কেলাস না।’ বাপি বলল, ‘হাসব না তুমি টিলা দুটোকে কি কাঞ্চনজঙ্ঘা ভাবছ?’ সব্যসাচী গলা ভারী করে বলল, ‘এ দুটোকে কি টিলা বলা যাবে? এদিকে একটা বিশাল পাথরের ওপর দুটো পাথর, ওদিকে একটা পাথরের ওপর আর একটা। তবে ওই পাথরগুলোর ভিউ বিউটিফুল। যদি ওদিকে রিসর্ট করতে পার, ওই দুটোই তোমার পয়সা তুলে দেবে।’ সব্যসাচীর কথায় সুজিত হাসল।

কথায় বলে, কারও সর্বনাশ ও কারও পৌষ মাস। দেওরিগঞ্জ সাইলেন্ট রিসর্ট-এর মালিক খোকন সমাদ্দার হঠাৎ মারা যায়। তার স্ত্রী এই রিসর্ট আর চালাতে পারছে না। প্রায় জলের দরে রিসর্ট কিনে নিচ্ছে সুজিত। দশ লক্ষ টাকা অ্যাডভান্সও হয়ে গেছে। কেনার আগে শেষবার দেখে নিতে চাইছে সুজিত। সুজিত এসে কাল রিসর্টের সব কর্মচারীদের সঙ্গে মিটিং করেছে। জানিয়ে দিয়েছে সে নয়া মালিক।

সুজিত বলল, ‘পাথর বলো বা টিলা বলো, ওর নীচের জায়গাটা আমি নিয়েই ছাড়ব।’ ‘আদিবাসী ল্যান্ড হলে কেনা যাবে না, লিজ নিতে হবে। মিনিমাম নাইনটি নাইন ইয়ার্স।’

সুজিত জায়গাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রিসর্ট থেকে জায়গাটা খুব বেশি হলে

আড়াইশো মিটার দূরে। ভেবে নিয়েছে রিসর্ট থেকে টানা একটা রাস্তা করে দেবে। নীচের জমিটা তার—মানে পাথুরে টিলাটাও তার।

হঠাৎই গাছে ঘেরা পূর্ব দিক থেকে সূর্যটা লাফিয়ে উঠে পড়ল আকাশে। আর সূর্য যখন উঠল, তার সম্পূর্ণ আলো লাফিয়ে পড়ল বিশাল বিশাল পাথরগুলোর গায়ে। চারদিকের লাল মাটি পাথুরে জায়গা সব লালে লাল হয়ে গেছে। আগে দেখেছিল জায়গাটা তখন মাথায় আসেনি। কালই প্রথম মাথায় এল।

ভরতগঞ্জ স্টেশনে নেমে মিনিট কুড়ি গাড়িতে আসতে হয়। তবে ওরা কলকাতা থেকে সরাসরি গাড়িতেই এসেছিল কাল। অসাধারণ জায়গা দেওরিগঞ্জ। লাল মাটি, রুখাসুখা প্রান্তর, ছোট ছোট টিলা, ঘন শালবন, একটু দূরে শনিবারে একটা হাট বসে। সুজিতের ইচ্ছা আছে এই হাটটাকেও সে হাইজ্যাক করবে। শনি রবিবার দুর্দান্ত জমিয়ে দিতে পারবে জায়গাটা। এখানে গ্রীষ্মে পলাশে পলাশে লাল হয়ে যায়। এখানে পলাশ উৎসব করাবে। তার প্রোমোটিং ব্যবসা যেমন চলছে চলবে। এর পাশাপাশি অন্য বিজনেসে ঢুকতে হবে। হোটেল রিসর্ট ব্যবসা এখন ইন। গিয়েই আইনি কাজগুলো সেরে ফেলবে।

কাল জায়গাটা চোখে পড়তেই রিসর্টে ফিরে ম্যানেজার হরিশকে ডেকে কথাটা তুলেছিল। কী অদ্ভুত! কথাটা হরিশ শুনতেই চাইল না। আতঙ্কে কেমন না না করে চলে গেল।

সুজিত জানে, আঙুল বেঁকিয়ে কীভাবে ঘি তুলতে হয়। এখানে পা যখন রেখেছে জমি সে নিয়েই ছাড়বে।

কাল বিকেলে যখন ওদিকে গিয়েছিল। একটি অল্প বয়েসি মেয়ে আর এক বুড়ি পাতা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল। মেয়েটাকে একশো টাকার একটা নোট দেখিয়ে ডেকেছিল বাপি। সেটা দেখে সতর্ক করেছিল সব্যসাচী। সুজিত বলেছিল, ‘এখানে হারামিপনা করিস না, লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না।’ বাপি হাসছিল। মেয়েটা সরে গিয়েছিল। তার পরেই

সেই বুড়িটা আসে। সে প্রথমে দেখছিল, তার দিকে বাপি এগিয়ে গেল। একটু পরে বাপি ফিরে এসে বলল, 'তোমরা চলে যাও। আমি বুড়িটাকে ম্যানেজ করেছি। ছানবিন করছি। জায়গাটার মালিক কে ঠিক খুঁজে বের করে ফেলব।'

সুজিত বলল, 'এখানেও দালালি করবি?'
সব্যসাচী বলল, 'দালালি করো, কিন্তু নোংরামি করো না। তুমি জায়গা না, ওই মেয়েটার জন্য যাচ্ছ না তো?'

'পাগল! যেখানে চাষ সেখানে বাস করতে নেই!' বলে বুড়িটার সঙ্গে বাপি চলে গিয়েছিল। ফিরেছিল সন্ধ্যাবেলা। এসে জানিয়েছিল সে ওই সে ওই বিশাল বিশাল পাথরের গলি পথ দিয়ে ঘুরে এসেছে। বলছিল, আর হাসছিল, বুড়িটা নাকি ওকে পাঠিয়ে দিয়ে নাতনিকে পাঠাচ্ছে বলে আর পাঠায়নি।

সব্যসাচী উকিল সুলভ ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ঠিক বুঝেছি— কোনদিন ফ্যাসবে।'
সুজিত তারপরেই ম্যানেজার হরিশের কাছে পাথুরে জায়গাটার কথা তুলেছিল।

আজ এখানে দাঁড়িয়ে বাপি বলল, 'কাল রাতে আমি ওই নাতনিটার স্বপ্ন দেখেছি। যেন ওর সঙ্গে পাথরের আড়ালে আড়ালে খেলছি।' কথাটা বলেই বাপি জোরে হাসতে শুরু করল।

তখনই সুজিত বলল, 'তোর মুখে লাল লাল কী রে — রক্ত নাকি?'

লোহা বাপি হাতের তালুতে মুখ ঘষল, বলল, 'রক্ত! রক্ত আসবে কোথা থেকে?' বলেই খপ করে এক খাপলা খুতু ফেলল, সত্যিই তো খুতুর মধ্যে লালচে লালচে, রক্তের মতো, কিছু কি হয়েছে মাড়িতে?
সুজিত বলল, 'মুখ ধুয়ে আসিস নি।'
'তোমরা কি সেই সময় দিয়েছ, উঠেই তো চলে এসেছি। লالا হবে, রক্ত নয়।'

সব্যসাচী বলল, 'ভাই আমার কিন্তু রক্তই মনে

হচ্ছে, লالا কি করে হবে? লالا এত লাল হয় নাকি?'

বাপি আবার খুতু ফেলল পাথরে কিন্তু বোঝা গেল না। বাপি বলল, 'এখানে বোঝার উপায় নেই। চারদিকে মাটি লাল, পাথর লাল। লালে লাল হয়ে যাচ্ছে। আমার মুখের ভেতর মাটি ঢুকে গিয়ে সব খুতু লাল হয়ে গেছে। চলো ফিরি।'

সুজিত বলল, 'পাঁচ মিনিট। ওদিক থেকে একটু ঘুরে আমি যাব।'

বাপি কাল ওদিকে থেকে ঘুরে এসেছে। সে দাঁড়িয়ে থাকল। সব্যসাচী বলল, 'তুমি যাও, আমি যাব না।'
'আমি এক চক্কর দিয়েই আসছি।' বলে সুজিত দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। একটু পরেই সে পাথরগুলোর কাছাকাছি চলে গেল।

তখনই দূর থেকে একজন একটা লোক হই হই করে সুজিতকে ডাকল। সে হাত নেড়ে নেড়ে সুজিতকে ওদিকে যেতে নিষেধ করল। সুজিত পাত্তা দিল না। তাকে ওই জায়গাটা দেখে নিতে হবে। সে এগিয়ে গেল। দেখল বিশাল সব বড় বড় পাথর। পাথরের ওপর পাথর। তার ওপরে পাথর। মাঝখান দিয়ে সরু পথ চলে গেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুজিত তার ভেতর দিয়ে হেঁটে চলল। অদ্ভুত একটা জায়গা। সকালের মিহি রোদ পড়ে জায়গাটা আরও সুন্দর হয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সুজিতের যেন নেশা ধরে গেল। একটু পরেই বাপি চিৎকার করল, 'অ্যাঁহি আমরা যাব।'

সুজিত ফিরে এল।

রিসর্টে ফিরে লোহা বাপি প্রথমেই বেসিনের সামনে গিয়ে মুখ ধুতে শুরু করল। যত মুখ হচ্ছে তার দাঁতের গোড়া বা গলার ভেতর থেকে রক্তের সুতোর মতো বেরিয়ে আসছে।

বাপি বলল, 'কী হয়েছে বলত?'

সুজিত বলল, 'তুই এমনি বাপি নোস, লোহা বাপি বলে কথা— চিন্তা করিস না, গিয়ে ভালো একটা ডেন্টিস্ট দেখিয়ে দেব। ঠিক হয়ে যাবে। স্কচ খেয়ে গলা চিরে গেছে, তাই জন্যই রক্ত বেরোচ্ছে। চল ব্রেকফাস্ট করে নিই।'

লোহা বাপি ওর ঘরে চলে গেল, কিছুক্ষণ পর দাঁত মেজে ফিরে এল। বলল, 'এখন কমেছে মনে হচ্ছে।'

ওরা ব্রেকফাস্ট করতে বসল।

'আমরা লাঞ্চ করে বেরব।' ব্রেকফাস্ট করে সুজিত বলল, 'আমি ঘরে গিয়ে একটু শোবো। একটু ক্লান্ত লাগছে, ভোরবেলা উঠে গেছি অভ্যেস নেই তো। ঘন্টা খানেক গড়িয়ে উঠে পড়ব।' যে যার ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎই সব্যসাচী এসে সুজিতের ঘরের দরজায় বেমক্লা চাপড়াতে শুরু করল। সুজিত ঘুমাইনি, শুয়েছিল, ধড়াস করে উঠে দরজা খুলল। দরজা খুলেই দেখল সব্যসাচী উত্তেজিত, তার পাশে আজ সকালে সেই না না করে নিষেধ করা লোকটা।

সব্যসাচী যা বলল তার সারমর্ম এই—

ওই যে পাথর জমা জায়গাটায় কাল বাপি গিয়েছিল। ওখানে বাপিকে ওই বুড়িটা ইচ্ছে করে পাঠিয়েছিল। ওর এক নাতি মরতে বসেছে। খুব অসুস্থ। ওদের বিশ্বাস নাতির বদলে অন্য একজনকে বলি দিলে, নাতি সুস্থ হয়ে উঠবে। বুড়ি কাল বাপিকে হাঁড়ি পাথরে পাঠিয়ে আজ সকালে নাতিকে সঙ্গে নিয়ে ভেগেছে। যাওয়ার সময় বলেও গেছে তার নাতি এবার ভালো হয়ে উঠবে। লোক বলি হয়ে গেছে।

সব্যসাচীর পাশে দাঁড়িয়ে সকালের সেই লোকটা সম্মতি জানাল।

ততক্ষণে অন্য ঘরের দরজা খুলে বাপি এসে দাঁড়াল। ওর বিস্ফারিত চোখ। বিড়বিড় করে

বলল, 'আমাকে ওই বুড়ি যেতে বলেনি। নাতিটা বারান্দায় শুয়েছিল—।'

'শুয়ে শুয়ে তোকে যেতে বলল— আর তুই চলে গেলি?'

ফ্যাসফেসে গলায় বাপি বলল, 'আমি ওকে একশো টাকা দিয়েছিলাম। আর—।'

'আর কি— ওই পাতা কুড়নি মেয়েটাকে নির্ঘাত ওদিকে যেতে বলেছিল—'

সুজিতের কথা শুনে বাপি মাথা নিচু করল। আর তখনই হো হো হেসে উঠল সুজিত। বলল, 'শালা মানুষ মহাকাশে গিয়ে জমি কিনছে— আর জমি বাঁচাতে এসব গালগল্প ফাঁদা আছে। অল বোগাস! তুই কেন আমিও তো গেছি। ডোন্ট ওরি!' সব্যসাচী বলল, 'উনি তাই জন্য তোমাকেও মানা করছিল।'

সুজিতের হাসি দেখে ম্যানেজার হরিশ আর ওই লোকটা সুড়সুড় করে চলে গেল। হেসে ফেলল সব্যসাচী। সুজিত চিৎকার করে হরিশকে তিনটে বিয়ার দিয়ে যাওয়ার কথা বলল।

দুপুরের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সবাই। বিয়ার খাওয়ার সময় বা ভাত খাওয়ার সময় বাপি বার বার দেখিছিল মুখের ভেতর আঙুল দিয়ে। কম বেশি রক্ত কিন্তু আঙুলে লাগছিল।

গাড়িতে উঠেও একই কীর্তি করছিল। বিরক্তির গলায় সুজিত বলল, 'তুই এত প্যানিক করছিস, বিরক্ত লাগছে।' সব্যসাচী বলল, 'আমি একটা কথা বলব— বাপি মনে করছে—ও মারা যাবে আর বুড়ির নাতি বাঁচবে। একজনের ক্ষতি, একজনের লাভ! একজনের মরণ, অন্য জীবন বাঁচন। ভাবছে অভিশাপে পড়েছে! ওদিকে সুজিতবাবুও গিয়েছিল। এবার বলো, আমার যুক্তি— সুজিতবাবুর জীবনের বিনিময়ে কে বাঁচল—'

সুজিত হো হো করে হেসে উঠল, বলল, 'আমার জীবনের বিনিময়ে কে বাঁচবে বল? যে বলতে

পারবে তাকে একদিন ফাইভস্টারে ডিনার করাব।'
বাপি হাসল, বলল, 'কত হাজবেন্ড বেঁচে যাবে।
যাদের বউদের সঙ্গে তুমি লীলা করো।'

বাপি কথায় সবাই হাসছে, এমনকী ড্রাইভার
গোবিন্দও হেসে ফেলল।
সব্যসাচী বলল, 'না, না, তোমার অভিশাপের কেস
নেই। তাই তোমার লাইফের বিনিময় নেই।'
সুজিত বলল, 'বলতে পারলে না তো, আমি মরলে
কে বাঁচবে?'

'কে?' বাপি বলল।

সব্যসাচী বলল, 'কার সঙ্গে তোমার লাইফের
বিনিময় হবে, আমার মাথায় আসছে না। কেউ
তোমাকে যেতে বলেনি, তুমি স্বেচ্ছায় গেছ।'

সুজিত হাসতে হাসতে বলল, 'জায়গাটার সঙ্গে।
ভেবে দেখো উকিলবাবু— আমি বেঁচে থাকলে ওই
জায়গাটা আর ভার্জিন থাকবে না।

আমি ওখানে রিসর্ট এক্সটেন্ড করব। সত্যি বলো
তো জায়গাটা কি আর অমন বিউটিফুল থাকবে?
থাকবে না।'

সুজিতের কথা শুনতে শুনতে সব্যসাচী বিড়বিড়
করল, 'সুজিত— সুজিত—'

'কী সুজিত সুজিত করছ, আমি কি ভুল বলছি?'
'সুজিত তোমার ঠোঁটের দু কোণে লাল মতো কী
আটকে আছে দেখত? রক্ত! রক্ত নাকি?'
'হোয়াট!'

সুজিত মুহূর্তে পকেট থেকে রুমালি বের করে গলা
খাকারি থুতু ফেলতে গেল। কিন্তু সুজিতের মুখ
থেকে থুতু পড়ল না। রুমালে কিছুটা রক্ত পড়ল,
আর মুখ থেকে ঝুলে থাকল গুচ্ছ রক্তজালিকা।



TOUCHMARK
NATIONAL BANK

We are a Minority Owned Depository Institution located in Alpharetta, Georgia.

We strive to provide a superior banking experience by combining innovative products with industry-leading customer service. We offer a variety of products to suit all of your banking needs.

770-407-6700
www.TouchmarkNB.com

3651 Old Milton Parkway Alpharetta, Georgia 30005

Member FDIC



আমেরিকায় মাস দুয়েক

সুজিত কুমার গাঙ্গুলী

কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করে সারা জীবন ইউনাইটেড ব্যাংক এ কাজ করেছেন। আলিপুরদুয়ারে আদি বাড়ি। এখন সল্টলেকে থাকেন। কাজের সূত্রে ভারতের নানা জায়গায় থেকেছেন, দেখেছেন। অবসর নেবার পর স্ত্রী সর্বানীর সাথে পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো ঔনার নেশা। লিখতে আর গান গাইতে খুব ভালোবাসেন।



অবশেষে এসে পৌঁছলাম। সান ফ্রান্সিস্কো এয়ারপোর্ট। সুদূর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের অন্তর্গত শহর। আমেরিকার ওয়েস্ট কোস্ট এ অবস্থিত। সকাল সাড়ে এগারোটা হবে, সুন্দর ঝলমলে সকাল। দীর্ঘ বিমান যাত্রার কারণে, আমি এবং আমার স্ত্রী সর্বানী কিছুটা ক্লান্ত, তবে দেশের তীব্র গরমের দহন জ্বালা আর টের পাচ্ছি না। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোনোর পরে সুন্দর একটা হিমেল হাওয়ার পরশ সারা শরীরে একটা সুন্দর অনুভূতি জাগিয়ে তুললো। ছেলে, সৌম্যজিৎ, এয়ারপোর্টের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, হাসিমুখে এগিয়ে এলো।

দীর্ঘ কর্মজীবনে ও অবসরের পরে দেশে বিদেশে নানান জায়গায় যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে, কিন্তু পৃথিবীর উল্টো গোলাধারের এই দেশে আসা হয়নি। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, যারা এই দেশ একবার ঘুরে গেছে বা এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের কাছে অনেক গল্প শুনেছি। একটা টান নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু এবার আর ছেলের ডাক উপেক্ষা করতে পারলাম না। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দেশে মহারাষ্ট্রতে বছর খানেকের মতো চাকরি করে মত পাল্টালো, মাস্টার্স করবে এবং সেটা সুদূর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি তে। আপত্তি করিনি, করবার কথাও নয় কারণ এই বয়েসে নিজের সিদ্ধান্ত তো নিজেকেই নিতে হয়। আমাদের কাজ সাহায্য করে যাওয়া। আজ কাল চিঠি পত্রের পাঠ তো চুকেই গেছে। মোবাইল ফোনের টেকনোলজি তে সারা বিশ্বটাই হাতের মুঠোর ভেতর। অতএব ছেলের সাথে প্রতিদিনই কথা হয় বা মেসেজ চালাচালি হয়। ছেলের মাস্টার্স কোর্স এই জুন এ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠান এই মাসেই। ছেলের পীড়াপীড়িতে আর না করলাম না। সম্মতি জানালাম। ছেলে প্রচন্ড উৎসাহে টিকেট কাটা ও আনুসঙ্গিক কাজগুলো করা শুরু করে দিলো। আমাদের তরফে আমরাও প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। কলকাতা থেকে দিল্লী, একদিন এয়ারপোর্ট সংলগ্ন হোটেল এ থেকে পর দিন ভোর

চারটের এয়ার ইন্ডিয়ান দিল্লী সান ফ্রান্সিস্কো উড়ান ধরলাম। দিল্লীর বাসিন্দা আমার ছোট খুড়তোতো ভাই স্বস্তীক আমাদের এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এসেছিলো। দীর্ঘ ষোল ঘণ্টার উড়ান।

ছেলে গাড়ি নিয়ে এসেছিলো। এয়ারপোর্ট থেকে আমরা যাবো সাক্রামেন্টো যেখানে ছেলে আমাদের জন্য বাড়ি ঠিক করে রেখে ছিল। আমেরিকায় দু মাসের সফর। মাস খানেক সাক্রামেন্টোতে আর বাকি সময়টা আমার আর এক ছোট খুড়তোতো ভাই আটলান্টার বাসিন্দা, তার কাছে কাটাবো। ছেলেও এই দুই মাস আমাদের সাথেই থাকবে।

সান ফ্রান্সিস্কো থেকে সাক্রামেন্টো গাড়ি তে ঘন্টা দুয়েকের রাস্তা। চওড়া, প্রশস্ত, গড়পড়তা চার লেনের রাস্তা। নিয়ম মেনে সুশৃঙ্খল ভাবে গাড়ি গুলো প্রচন্ড গতিতে ধেয়ে যাচ্ছে। দেশে দীর্ঘ কাল গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে, তুলনামূলক চিন্তাগুলো আসছিলো। এখানে গাড়ির হর্ন বাজানোর কোনো দরকারই হচ্ছেলোনা। সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা পরিবেশ। রাস্তা মাঝেমাঝে চড়াই উৎরাই। দূরে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর বাড়িগুলো আমাদের দেশের উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জায়গাগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। এই সুন্দর অনুভূতি আমাদের নতুন জায়গা ভ্রমণ করবার তাগিদ বহুলাংশে বাড়িয়ে তুললো।

দীর্ঘ বিমানযাত্রার ফলস্বরূপ জেটল্যাগ কাটানোর পর আমাদের প্রাথমিক ভাবে যে কাজের জন্য আমেরিকায় আসা, সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করা, সেটা হয়ে গেলো। পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে আসা ছাত্র ছাত্রী রা সারিবদ্ধ ভাবে সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটির ডিনের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করলো। জাঁকজমকপূর্ণ এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান আমাদের সারা জীবন মনে থাকবে। এর পর আমরা শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লাম।

সাক্রামেন্টো শহর তো বটেই, আসে পাশের শহরের দর্শনীয় স্থানগুলোও পরিভ্রমণ করে ফেললাম। যেমন

ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ক্যাপিটল মুসিয়াম, স্টেট রেলরোড মুসিয়াম, ঘিরারদেল্লি স্কয়ারে, পিএর ৩৯, গোল্ডেন গেট ব্রিজ ইত্যাদি নানান জায়গা। এছাড়া সকালে সুযোগ মতো নিয়ম করে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়া তো ছিলই। পথচারীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় হতো যেটা খুব ভালো লাগার ছিল।

টুর অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পাশের স্টেট নেভাদার লাস ভেগাস ও আরিজোনার গ্রান্ড ক্যানিয়ন দেখতে। দিন চারেকের সফর ছিল। লাস ভেগাস, একটা সুন্দর প্রাণোচ্ছল শহর। সবাই আনন্দে গা ভাসাচ্ছে। আমরাও ভাসালাম। দুটো দিন আনন্দে কেটে গেলো। গ্রান্ড ক্যানিয়ন ভ্রমণেরতো একটা আলাদা আকর্ষণ ছিলই। এমন একটা দর্শনীয় জায়গা, না দেখলে চলে? অনেক উপর থেকে, এই গিরিখাতের মাঝখান দিয়ে কলোরাডো নদীর ঐক্যেবঁকে চলে যাওয়া, সত্যি দর্শনীয়। প্রাণ ভরে গেল।

আমেরিকা এতো বড় সুন্দর দেশ, লোক সংখ্যা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম, কিন্তু সব ব্যাপারেই এগিয়ে থাকা, তারিফ করতেই হয়। এবার চলে এলাম আটলান্টায়, জর্জিয়া রাজ্যের রাজধানী। আধুনিক নগরজীবন ঠিক কেমন হওয়া উচিত, সেটা আন্দাজ করা যায়। ভাই অশোক, ওর স্ত্রী দুর্গা খুব সুন্দর করে প্রায় পুরো শহরটা ঘুরিয়ে দিলো। সেখানে থাকা কালীন অশোকের বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। সব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি, যে দুটো পেরেছি, তার কথা না বললেই নয়। রবি, চৈতালি ও সুমিতার আতিথেয়তা ভুলবার নয়। দু দিন বাদেই দেশে ফেরার পালা, সবাইকে কথা দিয়ে গেলাম আবার আসবো।



IN-PARK Membership



- Standard Membership
\$250/ month
- Gold Membership
\$350/ month
(includes mail service & 5hrs dedicated space)
- Platinum Membership
\$450/ month
(includes mail service & 10hrs dedicated space)

(all memberships include Wi-Fi, Monthly Events, Open Work Space, Cafe, Showers, & Locker Access)

Guest Passes
\$20/ day per person

**BECOME A
MEMBER TODAY!**



অনলাইনে আছি অনুপকুমার আচার্য

বঙ্গাব্দের শুরুতে আমরা
আর কাউকে নববর্ষের চিঠি লিখি না
শারদ প্রতিমা ভাসানে গেলে আমাদেরও
কেউ শুভ বিজয়ার চিঠি দেয় না
আমাদের ছেলেবেলা অনেকদিন
খোলা আকাশের নীচে দৌড়ায় না
আমাদের বসন্তবেলা ইদানীং
যৌবনসরসীনীরের আয়নায় মুখ দেখে না
আমাদের জীবনে হেমকান্ত প্রেম আছে
বিবর্ণ প্রয়োজন আরও বেশি।

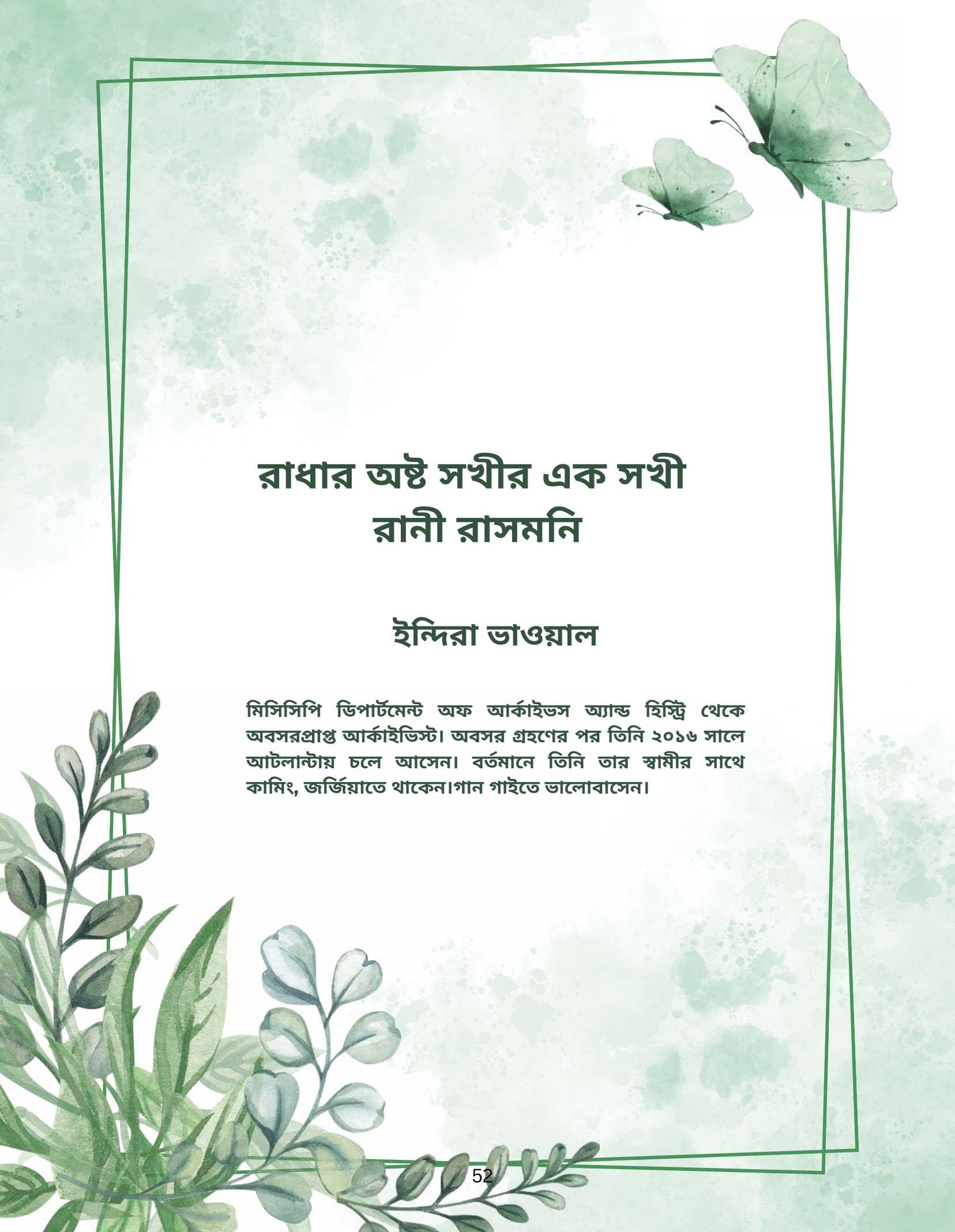
এ বছর আমাদের উঠোনের স্বর্ণচাঁপা গাছে
ফুলের বিস্ফোরণ ঘটে গেছে
আমাদের সঙ্গে কখনও অভুক্ত থাকা বাড়ির পোষ্য
গতকাল সবাইকে ছেড়ে চলে গেল
গোটা শীতকাল জুড়েই এবার
শাকসবজির দরদাম মাথা নোয়ালো না
এইসব তুচ্ছ জরুরী কথা
দূরের স্বজন পরিজনের কাছে
ঠিকঠাক বলা হয়ে ওঠে না
আমরা এখন অনলাইনে আছি।

আমরা চেনাজানা কাউকে বলি না
---- বাজারে চললে, মুখুজ্জ্য
আমাদের পড়শিকে কেউ বলে না
---- কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু?
আমাদের পাড়ায় একই নামে তিনজন থাকলেও
কেউ দরজায় এসে হাঁক দেয় না
---- অবনী, বাড়ি আছো?
এইমাত্র কারা চন্দনের বনে
দেখা করতে গেল ---- ক্র পল্লবে ডাক না দিয়েই
কেননা, আমরা অনলাইনে আছি।

আমরা রোদ্দুরের স্বপ্ন দেখি
ছায়াময় সময়ের আবেশে

আমাদের পাখির মতো
জীবিকার খোঁজে ওড়াওড়ির শ্রম নেই
শুধু বনের রাজার মতো
অলস শিকারের আশায় ওৎ পেতে থাকা
যেহেতু, আমরা অনলাইনে আছি
অনলাইন অনলাইন
সারাক্ষণ কানের কাছে
ফিসফিস করে যাচ্ছে কেউ
আমরা তাকে চিনি না বিশ্বাস করি
আশ্বাসের ভরসায়;
অথচ চোখ বুজলেই দেখা যায়
এমন কাউকে বিশ্বাস করাও মুশকিল!

অনলাইন অনলাইন
এই ব্রহ্মাণ্ডে চেনা আর অচেনা
দেখা আর অদেখার আলোছায়ায়
বিশ্বাস অবিশ্বাসের
দোলাচলের ভূখণ্ডেই তো
মানুষের দ্বিতীয় জন্মভূমি!



রাধার অষ্ট সখীর এক সখী রানী রাসমনি

ইন্দিরা ভাওয়াল

মিসিসিপি ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কাইভস অ্যান্ড হিস্ট্রি থেকে
অবসরপ্রাপ্ত আর্কাইভিস্ট। অবসর গ্রহণের পর তিনি ২০১৬ সালে
আটলান্টায় চলে আসেন। বর্তমানে তিনি তার স্বামীর সাথে
কামিং, জর্জিয়াতে থাকেন। গান গাইতে ভালোবাসেন।

জি টিভির পর্দায় রানী রাসমনি ধারাবাহিকটা আপনারা অনেকেই দেখেছেন। আর এই টিভি সিরিজ টা দেখতে দেখতে বারবার আমার মনে হয়েছে যে আমাদের বাংলার তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থা কেন রানী রাসমনির মত একজন মহীয়সী নারী সম্মুখে আমাদের তেমনভাবে কিছু জানায়নি বা শেখায়নি!!

আমি নিজে দক্ষিণেশ্বরের খুব কাছেই বড় হয়েছি। পায়ে হেঁটে কতবার যে মন্দির দর্শন করেছি তা বলার নয়। ছোটবেলায় আমার মা প্রতিমাসে আমাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। তখন দেখেছি আমার মা মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে একটা ছোট্ট ঘরে মাথা ঠেকিয়ে তার পর গঙ্গা ঘাটের দিকে গঙ্গাস্নানের দিকে যেতেন। এই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে এক খুব সুন্দরী বিধবার মূর্তি, রানী রাসমনি। মা বলতেন, আরে ওনার জন্যই তো এই মন্দিরটা হয়েছে। আমার জানা এই পর্যন্তই। কারণ মনেই হয়নি এর থেকে বেশী কিছু জানতে পারি। কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ওনার সম্মুখে কিছুই শেখায়নি। কি আশ্চর্যের কথা !! আমার এই পরিণত বয়সে এই ধারাবাহিক থেকেই আজ জানতে পারি যে এই মহীয়সী নারী ইংরেজদের ও সমাজের অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সর্বদা জোর গলায় সোচ্চার হয়েছেন আর তিনি অন্যায়ের সাথে কোনদিন আপোষ করেননি। অসহায় মহিলাদের জন্যে তার হৃদয় সব সময় কাঁদতো। এখন ভাবতেই অবাক লাগে যে আর তার সম্মুখে তেমন কিছুই জানি না আমরা !!

যাইহোক অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রী শিবাসিস বন্ধোপাধ্যায় মহাশয়কে তার অসাধারণ গবেষণার জন্যে। আমার এই লেখাটি তার গবেষণার উপরই ভিত্তি করে। ওনার থেকেই জানতে পারি যে রানী রাসমনি ছিলেন রাধার অষ্টসখীর এক সখী। কি ভাবে তিনি এই তত্ত্বটি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তা দেখা যাক।

রানী রাসমনির জন্ম হয়েছিল ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৭৯৩ সালে বাংলার হালিশহরের কোনা গ্রামে।

তঁার মা রামপ্রিয়া দেবী মারা যান যখন রানীর বয়স মাত্র ৭ বছর। তাই ছোট বয়স থেকেই রানী তঁার পিসিমার কাছে মানুষ। তঁার পিসিমা রানীকে প্রায়ই বলতেন যে রানীর জন্মের আগে রানীর মা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে রানী রাধার অষ্টসখীর এক সখী। ছোট্ট রানী এ বিষয়ে কোন চিন্তাও করেননি কোনদিন। তবে তিনি ছোট্ট থেকেই ছিলেন শ্রী রামচন্দ্রের ভক্ত। রঘুবীরের মুরতিকে দিনরাত পূজা করতেন। তার গানের গলাও ছিল অসাধারণ এবং তিনি ছিলেন গরিবের ঘরের এক অপরূপ সুন্দরী। একদিন নদীতে স্নান করছিলেন এমন সময় বাবু রাজচন্দ্র দাস যিনি ছিলেন জানবাজারের এক বিত্তশালী ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান। তিনি নৌকা বিহারে বেড়িয়ে ছিলেন এবং প্রথম দর্শনেই তার রানীকে এতো ভালো লেগেছিল যে ফিরে এসে তিনি তার বউদির মাধ্যমে তার বাবাকে দিয়ে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। রাজচন্দ্রের বাবা রানীকে দেখতে গিয়ে তঁার মধ্যে মা লক্ষ্মীর রূপ দেখতে পেলেন আর সানন্দে রানীকে পুত্রবধূ করে নিয়ে এলেন কলকাতাতে। তারপর থেকে এই জানবাজারেই বড় হতে থাকলেন রানী রাসমনি।

এর বেশ কয়েক বছর পরে প্রথমে শ্বশুরমশায়ের মৃত্যু এবং পরে স্বামী রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক বিরাট সম্পত্তির দেখাশোনা করতে লাগলেন রানী তার ছোট জামাই মথুরা মোহন বিশ্বাসের সাহায্যে। জীবনে রানী অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছেন কিন্তু চিরস্মরণীয় হলো দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর মন্দির স্থাপনা। মা কালী স্বপ্নাদেশে রানীকে গঙ্গার ধারে তার মন্দির তৈরি করে দিতে বলেছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে ওই মন্দিরে থেকে তিনি সাধারণ মানুষের উপকার করবেন।

এই মন্দিরের পুরোহিত হিসাবে প্রথমে কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চ্যাটার্জির পুত্র শ্রী রামকুমার এবং পরে গদাধর চ্যাটার্জি কাজ করেন।

এক অদ্ভুত ভাবে জন্ম হয়েছিল এই গদাধরের। ভগবান যুগে যুগে কত মহান মানব মানবী পাঠিয়েছেন এই সংসারে। সেইরকম একইভাবেই

রানী রাসমনি আর গদাধরের যোগাযোগ। কালী মন্দিরে পূজা করতে করতে সরাসরি মা কালীকে দেখতে পেতেন এই গদাধর ওরফে গদাই।

বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর একদিন হঠাৎ গঙ্গাঘাটে নারায়ণরূপী এক সন্ন্যাসীর দেখা গদাধরের সাথে। তিনি গদাইকে নবদ্বীপ দর্শন করতে অনুরোধ জানালেন এবং বললেন যে তাকে রাধার অষ্ট সখীকে খুঁজে বার করতে হবে নবদ্বীপে এবং এও বললেন যে তাকে খুঁজে পেলেও কাউকে সে কথা বলতে পারবে না গদাধর। তারপর গদাইয়ের আরও মনে পড়ে যায় যে একদিন সেও স্বপ্নে দেখেছিল যে মা ভবতারিণীর নাটমন্দিরে তাকে ঘিরে ৭ জন সখী নাচানাচি করছে এবং তাকে অনুরোধ করছে তাদের একটি সখীকে তারা খুঁজে পাচ্ছে না তাই তাকে খুঁজে দিতে হবে। এর পরেই গদাধর রানীর কাছে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন তাকে নবদ্বীপ নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এর মধ্যে রানী বুঝে গেছেন নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে যে গদাই ওরফে ছোটঠাকুর কোন সাধারণ মানুষ নন। তাই রানী গদাইকে নিয়ে নবদ্বীপ যেতে রাজি হয়ে গেলেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা প্রথমে কিছুতেই তাদের মেনে নিলেন না। তাদের মতে কালীর পূজারী বা শাক্তদের কোন স্থান নেই বৈষ্ণব সমাজে। গদাধর তাদের অনেক করে বোঝালেন যে ধর্মের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। যিনি কালী তিনিই কৃষ্ণ।

এরপর অনেক রকম ঘটনা ঘটে নবদ্বীপে। কিন্তু গদাধর একমন দিয়ে শ্রী নিতাই গৌরাঙ্গকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন। একদিন গদাই গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন এবং হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন মেঘের মধ্যে দিয়ে এক রথে চড়ে নেমে আসছেন স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ। আস্তে আস্তে সেই রথ গঙ্গার জলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। গদাধর ও তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন। জলের তলায় গিয়ে দেখলেন এক অপরূপ দৃশ্য। শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা তাদের লীলায় ব্যস্ত। আর তাদের ঘিরে নাচানাচি করছে আটজন সখী এবং রানীরাসমনি তাদের

মধ্যে একজন। অবাক বিস্ময় !!এই সময় হঠাৎ গদাধর দেখলেন যে রানীর পা থেকে নাচতে নাচতে একটা নুপুর খুলে গেলো। তিনি সেটি কুড়িয়ে নিলেন যাতে করে তিনি রানীমাকে তা পরে দেখাতে পারেন। এরপর দেখা যায় যে গদাধর অচৈতন্য অবস্থায় গঙ্গার পাড়ে পরে আছেন। কিন্তু তিনি রানীমাকে এ বিষয়ে কিছুই বললেন না সাধুর নির্দেশ মতো। গদাই আগেই বুঝেছিলেন যে রানীরাসমনি কোন সাধারণ মহিলা নন। কিন্তু তিনি যে রাধার অষ্টসখীর একজন তা তিনি জানতেন না। এই ঘটনা তাকে এই সত্যটা জানতে সাহায্য করলো। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে সাধুরূপী নারায়ণ কেন তাকে নবদ্বীপে নিয়ে এসেছেন।

এর বেশ কয়েক বছর বাদে গদাধর রানী মাকে বললেন ‘মা তুমি আর তোমার বিষয় সম্পত্তি নিয়ে এতো বেশী চিন্তাভাবনা করোনা। কারণ মা কালী চান তোমাকে তাঁর কথাই শুধু চিন্তা করতে’। রানীমা বুঝতে পারলেন গদাধর তাকে কি বলছেন। রানীরও মনে হতে লাগে যে তার দিনও প্রায় শেষ হতে চলেছে। একদিন গদাই মায়ের গর্ভগৃহের মধ্যে নিয়ে গেলেন রানীকে এবং তার অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে ওই ঘটনাটা পুরো দেখিয়ে দিলেন রানীমাকে যে তিনি কোনও সাধারণ মহিলা নন। তিনি রাধার অষ্টসখীর এক সখী। গদাধর তাকে দিলেন সেই নুপুরটাকে যা তিনি জলের তলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এবং মা কালীর পায়ের কাছে রেখেছিলেন। এরপর রানীরও মনে পরে যায় তার নুপুরের কথা। এই ঘটনার পর রানী রাসমনি আর তার জানবাজারের বাড়িতে ফিরে যান নি।

ধন্য তুমি রানী রাসমনি। তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করি। তোমার অমর সৃষ্টি দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির এই ঘটনাবহুল ইতিহাসের এক বিরাট সাক্ষী হয়ে জ্বলজ্বল করে আজো দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার ধারে।



তুষারে দুরন্ত খেলা

রিমি পতি

রিমি পতি, বিগত তিন দশক সাউথ ক্যারোলাইনার স্থায়ী বাসিন্দা।
ফিটনেস, ভ্রমণ ও লেখালেখির ব্যাপারে আগ্রহী। কর্মসূত্রে স্থানীয়
স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এর সঙ্গে জড়িত।

“স্কি করতে পারা এক জোড়া ডানা থাকার সমতুল্য,” বলেছেন এদেশের বিখ্যাত টেলিভিশন টক শো এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অপরাহ উইনফ্রে। আমি ভারতে যখন প্রথম যখন তুষারপাত দেখি সিমলায়, তখন তুষারের গোলা ছোড়াছুড়ি করেই হুঁট ছিলাম, এর বেশি কিছু চাওয়ার থাকতে পারে ভাবিনি। আরও পরে দূরদর্শনে অলিম্পিক ফিগার স্কেটিং, স্কি জাম্পিং আল্পাইন স্কিইং এসব দেখেছি কিন্তু এসব খেলায় ভারতীয়দের উপস্থিতি শূন্যের ঘরে কাজেই ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। সেই কিশোরী বয়সে, ব্যাডমিন্টন ছাড়া কোন খেলার সরঞ্জাম হাতে পাই নি। প্রত্যেকেরই কোন একটা স্পোর্টস এ দক্ষতা থাকা, নিদেন পক্ষে খেলার সুযোগ পাওয়া উচিত, এরকম মতবাদ তখনো পশ্চিম বাংলায় জনপ্রিয় হয়নি। ‘হবি’ থাকাটা নিন্দের ছিল না তবে সেটা নিরীহ ডাক টিকিট বা অন্য কিছু জমানো হলেই অভিভাবকরা খুশী হতেন। ছেলেরা ক্রিকেটের ব্যাট বা ফুটবল পেত তবে মেয়েদের দৌড় ওই খো খো বা ব্যাডমিন্টন।

সময় পেরিয়েছে, আশির দশকে স্কটল্যান্ডে অবিরাম তুষারপাত দেখেছি, হেঁটেছি পুলকিত হয়ে ভেবেছি এই বুঝি স্বপ্নরাজ্য। কেউ কেউ শীতে এদিক ওদিক হাইল্যান্ডে বা ইউরোপে স্কি করতে যাচ্ছেন তবে নিজেকে সে জায়গায় ভাবতে পারিনি। আরো এক দশক যায়। আমি তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকাপাকি বাসিন্দা। সুযোগ এসেছে কলোরাডো স্কি রিসোর্টে যাওয়ার। ডেনভার থেকে কি স্টোন রিসোর্ট গাড়িতে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ। আমরা এসেছি ঘোর শীতে, তাপমাত্রা দিনের বেলাও নীচের দিকে। তবে উপযুক্ত মোটা ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেট, বুট, টুপি থাকায় শীত তেমন কাবু করতে পারিনি। প্রথম দিনেই গন্ডোলা চেপে স্কি স্লোপ ঘুরে আসা হলো। কি স্টোনের সামিটের উচ্চতা প্রায় বারো হাজার ফিট। পৌঁছেতেই মাথা ভার, যেন সামান্য শ্বাস কষ্ট ও হচ্ছে। শুনলাম প্রচুর জলপান করতে হবে নইলে ‘মাউন্টেন সিকনেস’ হতে পারে।

গন্ডোলা চড়ে স্কি স্লোপের প্রথম স্তর পর্যন্ত

প্রত্যেকেই যেতে পারে, লিফট টিকিট থাকলে। গিয়ে দেখলাম বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পুরু তুষারের প্রলেপে ঢাকা এক চত্বর। ছেলে বুড়ো থেকে নিতান্ত কচি কাঁচারাত স্কি পায়ে দ্রুত গতিতে পেরিয়ে যাচ্ছে, যেন প্রায় ভেসে যাচ্ছে। এই অকলুষিত সাদা রঙ্গের বিস্তার দেখে মনে হলো অস্ট্রিয়ান চিত্রকর, আলফল ওয়াল্ডের আঁকা কোন তুষার প্রান্তরের ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং। দেখে মনে হচ্ছে এই স্কি পায়ে কি অনায়াসে চলা যায়, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। চারিদিক দেখে শুনে আমার সঙ্গীরা বললেন, “এসব ছোটদের জন্য ঠিক আছে, আমাদের পক্ষে বেশি এডভেঞ্চারাস হয়ে যাবে।” চিরকাল না না, সাবধানী হও এসব মুখ বুজে শুনে এলাম, এবার মনে হলো একবার চেষ্টা করেই দেখি। হয়ত সার্থক হবে না আজ; না দেখেই হাল ছেড়ে দেব না!

নিচে নেমে খোঁজ করে দেখলাম স্কি স্কুলে নাম লেখালে বিগিনার ট্রেনিং পাওয়া যাবে, একজোড়া স্কি ও বুট ভাড়া পাওয়া যাবে। পরের দিন সকালেই আদা জল খেয়ে, থুড়ি ভাল রকম প্রাতরাশ সেরে, স্কুলে পৌঁছে গেলাম। ওই স্কি বুট পরতে মারাত্মক বেগ পেতে হলো এবং তার চেয়েও বিপত্তি হলো স্কিতে পা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। আমাদের ইন্সট্রাক্টর স্মিথ সাহেব সবাই কে “বানি” বা নভিসদের নির্দিষ্ট এলাকায় নিয়ে তুললেন। এটা শুধু মাত্র স্কি পায়ে দিয়ে বেল্ট ধরে চলবার জন্য। আরেকটু বেলা বাড়লে তিনি সবাইকে সারি বেঁধে এগুতে বললেন। সবাই সুবোধ বালকের মত সামনে এগিয়ে গেল আর আমি পেছনের দিকে যেতে লাগলাম এবং একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে প্রায় প্লে ব্যাক গানের দৃশ্যের সত্তরের দশকের নায়িকা হয়ে গেলাম। স্কি পায়ে থাকা অবস্থায় পড়ে যাওয়া সুবিধেজনক নয় আর এ অবস্থায় উঠে দাঁড়ানো নভিসের পক্ষে অসাধ্য। এরকম বেশ কয়েক বার হতে লাগলো, আমাকে ধরে তোলা হলেও মানের কণা মাত্র অবশিষ্ট নেই ততক্ষণে। শিশু শ্রেনি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আবার সেখানে ফেরা যায় না, অন্তত স্মিথ সাহেবের জিম্মায় থাকলে তেমন হওয়ার জো নেই। তিনি চট করে একটা সিগারেট ব্রেক নিয়েই ফের লেগে পড়লেন আমাদের উন্নত মানের স্কিয়ার

তৈরি করতে।

পরের দিন সকালে আকাশে যেন একটু মেঘলা মনে হলো কিন্তু লেসন বুক করা থাকলে পিছিয়ে আসা যাবে না বিশেষ এমারজেন্সি ছাড়া। লজের দেওয়ালের ছবিতে দেখেছি বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মহিলারা দিব্যি লম্বা ঝুলের ড্রেস পরেই স্কি করছেন। বুঝলাম শুধু সাজ সরঞ্জাম নয়, পোশাক নয়; চাই ব্যালাল, চাই অভ্যাস ও মনের মধ্যে একটা “পারতেই হবে বা যুদ্ধং দেহি” ভাব। আজ বুট পরা কিছুটা সহজ হলো, স্কি তে পা ঐটে দাঁড়াতেও পারলাম। স্মিথ সাহেব হাসি হাসি মুখে সবার কুশল প্রশ্ন করছেন। আজ তিনি স্নো প্লাউ টেকনিকের তালিম দিলেন। পিজার মত স্কি জোড়া কে ত্রিভুজ আকারে সামনে জড়ো করলেই স্কি থেমে যাবে। এই শিক্ষাকে আবার পরবর্তী ধাপে, খানিকটা স্বচ্ছন্দ হওয়ার পর ভুলে যেতে হবে। বারে বারে পিজা করে থামলে স্নোপে এগুনো যাবে না। এছাড়া তিনি স্কি পশ্চার বা অঙ্গ বিন্যাসের কথা সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে, দেখিয়ে দিতে লাগলেন। স্মিথ বললেন, হাঁটু জোড়া সর্বদা বুটের সামনের ভাগে ঠেকিয়ে, দেহটা কিছুটা সামনে ঝুঁকিয়ে স্কি করতে পারলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। মানব জাতি দু পায়ে সোজা হয়ে হাঁটতে শিখে প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছে যাতে মেরুদণ্ড সোজাই রাখা যায়। এই সামনের দিকে ঝুঁকে চলার শিক্ষাটা আমাদের আদিম প্রবৃত্তির বিপ্রতীপে হলেও বারেবারে আছাড় খাওয়া ঠেকাতে খুব জরুরী।

দ্বিতীয় দিনেই শিশু শ্রেনী থেকে প্রথম শ্রেনীতে সবাইকে তুলতে বদ্ধ পরিকর আমাদের স্মিথ সাহেব। এত দ্রুত উন্নতি কিছুটা আশঙ্কাজনক কারণ এর মানে এবার বানি স্নোপে (বিগিনার) নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ছেড়ে আমাদের ময়দানে অর্থাৎ সত্যিকার ডাউন হিল স্কি করার পালা। সবার সঙ্গে চেয়ার লিফটে উঠেছি, আজ যে “সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।” তবে স্কি টিপস উপর দিকে করে একেবারে ঠিক সময় চেয়ার থেকে নামার কৌশল শিখতে বেশ কয়েকবার

পড়তে হয়েছে। এভাবে নামার মুখে মুখে কেউ পড়লে লিফট বন্ধ রাখতে হয়। যথেষ্ট লজ্জাজনক পরিস্থিতি তবে আঘাত তেমন লাগেনি। লিফটের কর্মচারীরা তুলে আবার স্কি তে দাঁড় করিয়ে দেন, কোন অনুযোগ করেন না।

এবারে ট্রেল এর শুরুতে দাঁড়িয়ে স্মিথ সাহেব প্রচুর বুঝিয়ে সবাইকে ঢালু স্লোপ বেয়ে নামাতে লাগলেন। নীচের দিকে চেয়ে বুক হিম হয়ে গেল, মিন মিন করে বললাম, “আমি ডাউনহিল যেতে পারব না।” এদিকে “পারিব না” এ কথা শোনার অভ্যাস নেই তাঁর। বলা যায়, এসব নাকি কান্নায় তিনি আমল দেন না। আবার একটু এগিয়ে স্কি তে পা জড়িয়ে স্নোতে মাখামাখি হয়ে অনুনয় করলাম, আমি অন্য কোন উপায়ে নীচে যাব।

এবার স্মিথের তামাটে মুখে টুপি়র নিচে নীল চক্ষু কুঞ্চিত হোল। তিনি প্রায় ফেলুদা স্টাইলে এক পেশে হেসে বললেন, “একবার স্কি সহ পাহাড়ে উঠলে শুধু একটাই পথ খোলা থাকে, সেটা নেমে যাওয়ার পথ। পয়েন্ট ইয়োর স্কি টিপস ডাউন অ্যান্ড ফলো মি” এরপর আর কথা বলার অবকাশ নেই, আরও পাঁচজন নভিস তাঁর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বাধ্য হয়ে স্মিথের আবছা অবয়বকে অনুসরণ করতে লাগলাম। উনি কয়েকবার থেমে থেমে সবাইকে গুটিয়ে নিয়ে নামতে লাগলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় আমিও প্রাণ ভয়ে তার নির্দেশ মত নামতে লাগলাম।

এরপরের বাকি দুই দিনের মধ্যে এই নামাটা অনেকটাই সহজ হয়ে এলো, তবে শেখার অনেক কিছুই বাকি থাকল। এরপর কুড়িটা স্কি সিজন পেরিয়েছে, পাহাড়ের বাঁকের মোকাবিলা করতে শিখেছি, না থেমে, না পড়ে চারিপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে। এই ভয় ও নেতিবাচক মনোবৃত্তি কাটিয়ে উঠতে পারলে শুধু স্কি কেন, অনেক স্পোর্ট আয়ত্ত করা যায়। কেউ কেউ বলবেন, স্পোর্টের জন্য এসব অনাবশ্যক ঝুঁকির কি প্রয়োজন? কিন্তু ঝুঁকি নেওয়ার মনোবৃত্তি না থাকলে কি জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়া, নিদেনপক্ষে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করা যায়?

শুধু স্কি নয়, ট্রেকিং, মাউন্টেন ক্লাইম্বিং, বাইসাইকেল ট্রিপ সব স্পোর্টসেই প্রাপ্ত বয়স্করা অংশ নিতে পারেন। খেলাটা শুধু টিভিতে দেখার বস্তু নয়, এটা এ দেশে বাস না করলে জানা হতোনা। মানসিকচাপ আজকের যুগের এমন একটা সমস্যা যেটা এড়ানো প্রায় অসম্ভব। মোকাবিলায় একটা কিছু শারীরিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকা খুব জরুরী। সেটা নাচ, এরোবিজ্ঞ, সাইকেল, সাঁতার যে কোন কিছু হতে পারে। কাজেই বয়স বাড়ুক, ক্ষতি নেই, মনকে জ্বরাগ্রস্থ করে তুললেই বিপদ। নিরন্তর চলাই জীবন, যতদিন পারা যায় সেই চলার পথ থাক খেলালী, গতি হোক দুরন্ত।



GIVE YOUR CHILD THE KEYS TO SUCCEED WITH IMA

2 WEEKS UNLIMITED CLASSES \$20!

INSPIRATION MARTIAL ARTS GIVES YOUR CHILD THE TOOLS TO SUCCEED

- ✓ **CONFIDENCE**
- ✓ **DISCIPLINE**
- ✓ **FOCUS**
- ✓ **SELF-DEFENSE**

SECURE YOUR SPOT TODAY!

MORE INFORMATION

678-691-1643 6000 Medlock Bridge Pkwy E-1000 Johns Creek, GA 30022 www.tryinspirationmartialarts.com



Celebrating 30 years of IT excellence in AI, Software development & Consulting

Your trusted partner for one-stop solutions.

Best Complements from
WWW.Alliedinformatics.com
Ph # 770-246-9800
contact@alliedinformatics.com

মাঠ সন্দীপ সাহা

মাঠের ধুলো
মাঠের ঘ্রাণ
সেটাই আমাদের প্রাণ।

মাঠ প্রথম ভালোবাসা
আমাদের জীবনীশক্তি
সপ্নের প্রতিধ্বনি
আর হার না মানা জীবনের ইঙ্গিত।

বন্ধুত্ব আর শত্রুতা
যাই বলো
শুরু হয় সেখানে;
কিন্তু খেলার পর উষ্ণ আলিঙ্গন
জাগিয়ে তোলে অনাবিল আনন্দের প্রাপ্তি।

তাই তো বলি বন্ধুরা,
সবাই এস মাঠে
খেলি শুধু খেলি
দু চোখ ভরে
হৃদয় দিয়ে।

বন্ধন রবীন্দ্র চক্রবর্তী

প্রতাপের কাছে প্রতাপ মৌন; অঙ্গে যে তার লাজ -
প্রতাপ তাদেরই রোয়াব দেখায় অসহায় যারা আজ;
বিদ্রোহী তাই জেগে ওঠে বলে অন্যায় করি ধ্বংস,
অন্যায় ফের বেঁচে ফিরে আসে, রক্তবীজের বংশ!
আছে লোভ-ক্ষোভ, আছে অবিচার,
আছে দুর্নীতি ভরা,
তবু তার মাঝে বেঁচে থাক মম শ্যাম-সুন্দর ধরা!
চাবুক দেখিয়ে শাসক-বৃন্দ দুনিয়া এনেছে বাগে
তার ইতিহাস লেখা রয়ে গেছে নীরব রক্ত দাগে!
তবু স্থায়ী হয় মনে কেন জানি, জননীর স্নেহ-হাত
উদ্বোধে যবে তোমার পাশেতে প্রেমসী কাটায় রাত;
শোষক নিজেকে জয়ী মনে করে পীড়িত ক্রন্দনে!
ঈশ্বর, তুমি বিশ্বেরে বাঁধো কিসের বন্ধনে?



WWW.HEAVYS.COM

Making Metal Heavier

⚙️ **Multi-Driver Tech**

Experience immersive audio with the precision of 8 drivers, covering multiple frequency ranges for superior listening of exceptional clarity, richness, and depth

💡 **MasterMind Design**

Feel the lifetime of dedication delivered to the Metal Community by Axel Grell, known as the "Godfather of German Sound", with over 30 years in audio and 40+ patents

🔊 **Natural Sound Field**

Heavys patented technology is powered by 8 speakers with unique placement, generating the most optimal sound experience possible for all music genres

💎 **Top Notch Features**

Hell Blocker™ active noise cancellation, Bluetooth 5.1, a wired option, 50 hours of play time, 5 microphones, transparency mode, ultra-soft ear-cups, custom designs

**BAGA friends save \$50 with code
FESTIVAL50
offer valid till 1/1/2025**



VIRTUE
Investment Group

Your Dreams ; Our Expertise



**CUSTOM-BUILT
OFFICE SPACES for LEASE**
tailored to suit
BUSINESS
of all TYPES.



+1 678 693 3333

www.virtueinvestgroup.com

contact@virtueinvestgroup.com



মন্ডল সেলুন

মানস দে

লেখক পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এবং বর্তমানে আটলান্টার বাসিন্দা।
লেখক দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত
লেখালিখি করেন। তাঁর গল্প আনন্দবাজার রবিবাসরীতেও
বেরিয়েছে। ২০২০ সালে কলকাতা বইমেলায় বেরিয়েছে তাঁর
ছোটগল্প সংকলনের প্রথম বই "গল্পওয়ালা গল্পহাট"।



চিরুনিটা বাঁ হাতে ধরে মাথার পেছনে নিচ থেকে উপরে উঠতে থাকে আর তার সঙ্গে ডানহাতের কাঁচিটা কঁ্যাচ কঁ্যাচ করতে করতে পাল্লা দিতে থাকে চিরুনির সঙ্গে নাকে নাক ঠেকিয়ে। পরনে একটা ময়লা প্যান্ট আর হাড় জিরজিরে কাঁধ থেকে ময়লা জামাটা কোমরের নিচ পর্যন্ত নেমে রুগ্ম শরীরটা ঢেকে রেখেছে। দোকানে একটা চেয়ার। চেয়ারের সামনে একটা পুরানো আয়না টাঙানো। সামনে একটা কাঠের তক্তা শেক্ষের মতো করে লাগানো। তাতে কয়েকটা কাঁচি আর কিছু ময়লা চিরুনি, একটা পাথরের মতো এবড়ো খেবড়ো ফটকিরি, দাঁড়িতে সাবান লাগানোর ব্রাশ, কয়েকটা ক্ষুর আর একটা স্প্রেয়ার রাখা। এতদিনের অধঃক্ষেপে স্প্রেয়ারের বাইরের থেকে ভেতরের জল আর দেখা যায় না। বিলাসিতা বলতে মাথার ওপর একটা ফ্যান। তাও যেন কষ্ট করে ঘুরে চলেছে কঁ্যাচ-কঁ্যাচ করতে করতে। খদ্দেরদের একটা ময়লা সাদা চাদরে মুড়ে নিজের খেয়ালে চুল কাটতে থাকে হরিপদ নাপিত। মাথা তুলে বাইরে কাঠের বেঞ্চটা একবার দেখে নেয় কোন নতুন খদ্দের এল কি না। এভাবেই প্রায় বছর কুড়ি কাটিয়ে দিল বাজারের এই সেলুনটায়।

চুল কাটার হাতে খড়ি বাপের কাছে। বাপ সনাতন মন্ডল হাটে চুল কাটত। ঘোষপুর হাটে দু দিন - বৃহস্পতি আর রবিবার হলেই সনাতন একটা কাঠের বাক্সে চুল কাটার সব সরঞ্জাম ভরে রওয়ানা দিত চার মাইল দূর থেকে সাইকেলে করে। বড় একটা ব্যাগে সেই বাক্সের সঙ্গে থাকতে একটা মাঝারি সাইজের আয়না। সে অনেকদিন আগেকার কথা। হরিপদর বয়েস তখন বারো কি তেরো। ক্লাস সিক্সের বেশি পড়েনি। পরপর দুবার ফেল করার পর হরিপদ ফেলের সংখ্যাটা জীবনে আর বাড়াতে চায়নি। সনাতনও বেশি জোর করেনি। সেই চুল কেটেই যখন পেট চালাতে হবে দেরি করে লাভ কি? বাপ কাজে লাগিয়ে দিল চুল কাটার। তাই হাটের দিনে বাবার সাইকেলের পেছনে দুদিকে দুই পা করে হরিপদও আসত। সেই শুরু। হাটে একটা নির্দিষ্ট জায়গা ছিল সনাতনের। একটা হেলান খেজুর গাছে সাইকেলটা ঠেকিয়ে

গাছের তলায় ইট পেতে চুল কাটতে বসত সনাতন। খদ্দের এক ইটে আর সনাতন অন্য ইটে। প্রথম প্রথম হরিপদ শুধু দেখত বাবা কিভাবে চুল কাটে। মাঝে মাঝে খদ্দেরের মাথায় জল ছিটিয়ে দিত বা ক্ষুরটা একটু বেলেটে ঘষে ধার দিয়ে দিত। আরেকটু পরে সনাতন যখন কাজের ফাঁকে বিড়িতে টান দিত তখন হরিপদ কখনো খদ্দেরের জামার কলারটা ভেতর দিকে গুঁজে, গায়ে চাদরটা মুড়ে চাদরের প্রান্তটা গলার কাছে এমনভাবে গুঁজে দিত যাতে গায়ের থেকে চাদরটা পড়ে না যায়। কখনো সখনো কপাল ভালো ঠেকলে বাপ খদ্দেরের গালে সাবান ঘষে চুনকাম করতে দিত। এই চুনকাম করার কাজটা খুব পছন্দ ছিল ছোট্ট হরিপদর। যত ঘষে তত ফেনা। বেশ মজা লাগত হরিপদর। ধরাবাঁধা বেশ কিছু খদ্দের ছিল সনাতনের। চুল কাটতে কাটতেই তাদের সঙ্গে কত রকমের কত কথা হতো। খদ্দেররা হরিপদকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে বলত – “পড়াশোনার ইচ্ছা নাই, তাই ভাবলাম বসে থাকবে কেন কাজ শিখুক।” হরিপদ বাবার সঙ্গে দু-একটা কথা ছাড়া চুপ করেই থাকত অধিকাংশ সময়। কাঁচিকে প্রায় দুবছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল হরিপদর হাতে ওঠার আগে। হরিপদকে বসিয়ে দিয়ে সনাতন সেই ফাঁকে হাটটা সেরে ফেলত। প্রথম প্রথম খদ্দেররা হরিপদকে ঠিক সনাতনের জায়গায় মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে তারাই একদিন হরিপদর কাছেই মাথা পেতে দিল।

সনাতন একটাই চুলের ছাঁট জানত যাকে সবাই বাটিছাঁট বলেই জানে। আর খদ্দেররা ছিল মূলতঃ আশেপাশের গ্রামের চাষবাস করা মানুষ। তাই একই স্টাইল দিয়ে প্রায় সারাজীবনটাই টেনে দিতে পেরেছিল খানিকটা যেন বোরোলিনের সেই সবুজ টিউবটার মতো। সেইভাবে কোনো কম্পিটিশানে পড়তে হয়নি। এদিক ওদিক আরো কয়েকটা গাঁয়ে হাটে বসে আর বাড়িতে তিন বিঘা জমি চাষ করে সময়ের স্রোতে সংসারটা নিয়ে দিব্বি বয়ে চলছিল।

বয়েস বাড়লে সনাতন চুলকাটা ছেড়ে দিয়েছিল। বংশের পরম্পরা রাখতে হরিপদ তখন পুরোদস্তুর

নাপিত। কিন্তু তার একটা স্বপ্ন ছিল। হাট ছেড়ে বাজারের দিকে স্টেশনের কাছে একটা দোকান খুলবে। খোলা আকাশ আর মাথার মাঝখানে পাকাপাকিভাবে একটা ছাদ খুঁজছিল কাঁচি আর চিরুনি চালাবার জন্যে। জমানো কিছু টাকা দিয়ে স্টেশন লাগোয়া এক ছটাক জায়গা কিনতে খুব একটা পয়সা খরচ করতে হয়নি তাকে। প্রায় বছর চল্লিশ আগের কথা। তখনও স্টেশনে চত্বর এতটা রমরমা হয়নি। সারাদিনে তিন চারটে ট্রেন। ছোট্ট একটা বাজার স্টেশনটাকে ঘিরে তৈরী হয়েছিল। সেখানে সেলুন দোকান ছিল ওই একটাই, হরিপদর – ‘মণ্ডল সেলুন’। প্রথমে মাথায় টিনের চাল আর মাটির দেওয়াল দিয়ে ছয় ফুট বাই সাত ফুটের একটা ঘর বানিয়েছিল হরিপদ।

সে কি আনন্দ! বাপ যা পারেনি ব্যাটা হয়ে তা করে দেখিয়েছে। সনাতন তখনো বেঁচে। খুব খুশি হয়েছিল সেও। ইট থেকে একদম চেয়ারে এনে ফেলেছিল খদ্দেরদের। প্রথম খদ্দের ছিল সনাতন। নতুন চেয়ারে বসিয়ে নতুন চাদরে মুড়ে বাপের চুল কেটে দিয়েছিল হরিপদ। সামনের আয়নাটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। টানা নিজেকে এতক্ষণ ধরে আয়নায় কোনোদিন দেখেনি সনাতন। ভাবছিল ইটে বসে চুল কাটার সময় যা দেখত শুধু সনাতন। খদ্দেররা না চাইলেও সনাতন ছাড়া আর কাউকে দৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পেত না। মাঝে মাঝে চুল কাটা শেষ হলে আয়নাটা মুখের সামনে একবার ধরত। সেটাই ছিল সনাতনের দেওয়া একমাত্র বিলাসিতা। কিন্তু এখানে তো শুধুই বিলাসিতা। চেয়ারটা বেশ উঁচু। শুধু পিঠ নয় মাথা হেলান দেবার জন্যে আলাদা করে একটা ইংরেজি ‘টি’ এর মতো ব্যবস্থা। সেটাকেও আবার নামানো বা ওঠানো যায়। তার ওপর স্প্রয়ার। বোতলটা ধরে ধাতব পেঁচাল নলটাকে নিচে চাপ দিলেই কেমন জল স্প্রে হয় খদ্দেরদের মাথায়। সনাতনের মাথায় যখন ছেলেটা স্প্রে করছিল সারা গায়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল তার। সনাতন এতদিন এসব জিনিস শহরে দেখেছে। কিন্তু একদিন যে তার ছেলেও এমন একটা দোকানের মালিক হবে ভাবতে পারেনি সনাতন।

সেদিন শুধু পরিষ্কার গাল আর পরিপাটি করে কাটা চুল ছাড়াও মনের গভীরে এক অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে ফিরেছিল সনাতন। যা নিজে করতে পারেনি তার ছেলে সেটা করে দেখিয়েছে তার দেওয়া শিক্ষায় ভর করে। এক আলোয় সারা মুখ আলোকিত হয়ে গেছিল সনাতনের। জীবনে যেন আর কিছু পাওয়ার নেই তার। এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতিতে আছন্ন হয়ে গেছিল সনাতন।

তারপর সময় কেটেছে অনেকটাই। সনাতন এখন একসঙ্গে তিন জায়গায় আছে – বাড়ির ও দোকানের দেওয়ালে, হরিপদর মনে আর স্বর্গে। হরিপদর ছেলের বয়েস এখন প্রায় পঁচিশ। এইচ এস কোনোরকমে পাস করে কলেজে ভর্তিও হয়েছিল। বাড়িতে বলে সে নাকি গ্র্যাজুয়েট। সনাতনও ঠিক জানে না ছেলেটা কলেজ আদৌ পাস করেছে কি না। হেবির ফাঁট মেরে কলেজ যেত। সুন্দর ফুলপ্যান্ট, কায়দা মারা টি-শার্ট, একটা ঘড়ি আর মোবাইলও কিনেছিল বাপের থেকে পয়সা নিয়ে। একটা সানগ্লাসও ছিল। তবে সেটা বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পরত না। একটু লুকিয়ে রাখত। ট্রেনে উঠলে সানগ্লাসটাও পকেট থেকে চোখে উঠত। ছেলেটাকে কখনো পড়তে দেখেনি হরিপদ। সবসময় ফোন নিয়ে কি যে করত কে জানে? জিজ্ঞেস করলে বলত – এখনকার পড়া নাকি ইন্টারনেটে হয়, মানে ফোনে। হরিপদ বিশ্বাস করত আবার করতও না। তাই ছেলেটা যখন বলে ‘পাস করেছি’ তখনও কেমন যেন একটা ধন্দে থাকত হরিপদ। যদিও কোনদিন মার্কশিট দেখতে চায়নি হরিপদ। কেননা ভালোভাবেই জানত মার্কশিট দেখে পাস বা ফেল বোঝার ক্ষমতা ওর নেই। তাছাড়া জেনেই বা আর কি হবে? পাস বা ফেল যাই করুক তাতে তো ভবিষ্যতে কিছু ফারাক পড়বে না।

ছেলেটাকে অনেকবার বলেছে কাজ শেখার কথা। যখন ছোট ছিল কয়েকবার দোকানে আনার চেষ্টা করেছে ছুটির সময়। কিন্তু চুল কাটায় কোনো আগ্রহ দেখায় নি সে। হরিপদ তখন নিজের কথা ভাবত। কিভাবে বাপের সঙ্গে হাটে হাটে ঘুরে কাজ

শিখেছে। আর এ ছেলের কোনো আগ্রহ নেই। দাদুকে কখনো দেখেনি, শুনেছে তার দাদুও নাকি চুল কাটত। তিন পুরুষের ব্যবসা এবার হয়তো থমকে যাবে। অনেক বুঝিয়েও কোন কাজ হয়নি। এখন বুঝতে পারে কলেজ পাস বা ফেল ছেলে এ ব্যবসাটাকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি। ইদানিং কি একটা কাজ জুটিয়েছে রেলের নির্মাণ সংস্থায় ঠিকাদারের কাছে। একবেলা খাবার দেয় আর হাতে কিছু টাকা। কত টাকা পায় হরিপদ ঠিক জানে না। আর জিজ্ঞেসও করেনি কোনদিন।

গত কয়েক বছরে বাজারের যেন ভোল পাতে গেছে। সারাদিনে প্রচুর ট্রেন। তার ওপর আবার পাশে যে পিচের রাস্তাটা এমনি পড়েছিল, যেটা সোজা মুম্বাই রোডে গিয়ে মিশেছে সেটাতে বাস চলবার ছাড়পত্র মিলে গেছে। এতদিন রেল অনুমতি দেয়নি লেভেল ক্রসিং ব্যবহার করার। তারপর থেকে লোকের ভিড় যেন গত পাঁচ বছরে দশ গুন বেড়েছে। কিন্তু সেই ভিড়ের কোন প্রতিফলন ঘটেনি তার ব্যবসায়। বাজারে এখন চারটে সেলুন দোকান। সেগুলোর অবস্থা হরিপদের দোকানের চেয়ে অনেক ভালো। এখন আর তার কাছে বিশেষ কেউ চুল কাটতে আসে না। সারাদিনে জনা পনের। গরমের জন্যে গত বছর টিন সরিয়ে ওপরে টালি দিয়েছে। নতুন একটা ফ্যান লাগিয়েছে যাতে খদ্দেরদের একটু আরাম হয়। কিন্তু তাতেও খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। খদ্দের না থাকলে মাঝে মাঝে সে চেয়ারের ফাঁকে তার ঢুকিয়ে ছারপোকা বের করে মারার চেষ্টা করে। এটাও একটা অশান্তি। চুল কাটার সময় কখনো পিঠে কখনো খদ্দেরদের হাতে মোছব করে ছারপোকাকার দল। কতবার রোদে দিয়ে মেরেছে। কিন্তু কয়েকদিন পর তারা আবার ফিরে আসে। খালি দোকানে ছারপোকাদের সাথে এভাবে লুকোচুরি খেলতেই কি ভাবে সময় পেরিয়ে যায় হরিপদর।

বছর দুয়েক হলো বাজারে একটা নতুন সেলুন খুলেছে – ‘বলিউড ট্রেন্ড’। এক্কেবারে ঝকঝকে তকতকে। কাঁচের পাল্লা। বাইরে থেকে রিভলভিং

চেয়ারগুলোও দেখা যায়। তার ওপর নাকি এ সি লাগানো। মালিক একটা ছোকরা। বয়েস মেরেকেটে তিরিশ কি বত্তিরিশ, কী স্টাইল! নীল জিনসের সঙ্গে রং-বেরঙের টি-শার্ট, কখনো বা কনুয়ের নিচে পর্যন্ত হাতা গোটানো দুধারে দু পকেটওয়ালা চকরা-বকরা জামা। তাতে ইংরেজিতে কি সব লেখা হরিপদ বুঝতে পারে না। একটা বাইক চালিয়ে সানগ্লাস লাগিয়ে ছোকরা দোকানে আসে। মনে মনে ভাবে – “শালা করিস তো নাপিতগিরি, তার এবার এতো রেলা কিসের রে?” চুল কাটতে হরিপদ যেখানে মাথাপিছু পনের টাকা নেয় সেখানে ছোকরা নাকি পঁচাত্তর টাকা হাঁকে। ভিড়ভাট্টাও বেশ ভালো। কখনো ছোকরাকে তারমতো ছারপোকা মারতে দেখেনি হরিপদ। “মানুষের হাতে সত্যি এতো পয়সা আছে? সামান্য চুল কাটতে মানুষ সত্যি এতো খরচ করতে পারে?” ভাবে হরিপদ।

আজকাল বাজারে ওই ‘বলিউড ট্রেন্ড’ নিয়ে খুব আলোচনা হয়। তার দোকানেও খদ্দেররা ‘বলিউড ট্রেন্ড’ নিয়ে আলোচনা করে। বলে সেখানে নাকি স্পেশাল ম্যাসাজের ব্যবস্থা আছে চুল কাটার পর। আর কত রকমের চুলকাটার প্যাকেজ। নাকি শ্যাম্পু করিয়ে দেওয়া হয়। মাথায় নাকি জেল মাখানো হয়। চুলে কলপ করে দেওয়া হয়। হরিপদ কাঁচি চালাতে চালাতে এসব শুনে আর মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলতে থাকে। বলে – ‘ও সব বড়লোকদের জন্যে।’ তার কাছে বিলাসিতা বলতে ক্রীম, স্কুরের বদলে নতুন ব্লেন্ড বা ফটকিরির পরিবর্তে আফটার-সেভ লোশন। তাও এই প্রিমিয়াম প্যাকেজ খুব কম লোক ব্যবহার করে।

ছোকরার বেশ রোয়াব আছে বলে মনে হয় হরিপদর। বেশ কয়েকবার মুখোমুখি হয়েছে কোনদিন কোন কথা হয়নি। মনে হয়না ও হরিপদকে কোন ধর্তব্যের মধ্যে ফেলে। একটা চাউনিও হরিপদর জন্যে খরচ করে না। অথচ হরিপদ যখনই সুযোগ পায় ছোকরাটাকে মাপে। গত বছর নাকি বাজার কমিটির পুজোয় দুহাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। সেখানে হরিপদ মাত্র একশো। এবছর নাকি ছোকরাকে পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট

করা হবে। "শালা,হেবির টাকার গরম হয়েছে ছোকরার," মনে মনে ভাবে হরিপদ। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে হাজার হোক সে ব্যাটাও নাপিত। একটা নাপিত হয়েও এতটা সম্মান পাওয়া যায় তাহলে! একটা সম্ভ্রমও কাজ করে ছোকরার প্রতি। না এলেম আছে বলতে হবে। তিন পুরুষের ব্যবসায় শেষ কে কবে সম্মান দিয়েছে কে জানে? "শুধু গাঁয়ে বা আশেপাশে কারো বিয়ে হলে আলতা পরাতে বা কেউ মরলে ঘাটকাজ করতে ডাক পড়ে। শালা বামুনের ব্যাটা পুরো সম্মানটুকু নিয়ে চলে যায় তার জন্যে কিছুই থাকে না। আচ্ছা, ওই তো শান্ত বামুনের ব্যাটা নির্মল সেও তো কেলাস ফাইভের বেশি পড়ে নি। তবুও লোক তার পায়ে হাত দিয়ে পেল্লাম করে। শুধু একটা পৈতে আছে বলে? ক্রিয়াকর্মে এতো রোয়াব নেয় যেন কী না কী!" এসব এলোমেলো চিন্তা হরিপদকে খানিক এলোমেলো করে দেয় বৈ কী!

এতদিন হরিপদের ছেলেটা অন্ততঃ তার কাছে চুল কাটত। কিন্তু সেদিন বাড়ি ফিরে দেখে ছেলের মাথায় চুলের অন্য স্টাইল। জিজ্ঞেস করলে বলে -
 - বাবলুর থেকে কেটেছি।
 - বাবলু মানে সেই বলিউড ট্রেন্ডের ছোকরা যার সেলুনে এ সি লাগানো আছে?
 - হ্যাঁ
 - তোর বাপ বেঁচে থাকতে তুই অতো টাকা দিয়ে ওর কাছে চুল কাটলি? তোর লজ্জা করল না? বাপের পয়সায় বসে বসে গিলছিস আর ফুটানি মারছিস? যা ঘর থেকে বেরিয়ে যা।

হরিপদ মনে মনে প্রচণ্ড রেগে গেছে আজ। মনে হলো জীবনে এর চেয়ে বড়ো অপমানিত আর কখনোই সে হয়নি। নিজের ছেলে হয়েও কি না বাপের উপর ভরসা রাখতে পারল না। তাহলে বাকিদের কি দোষ? সেদিন রাতে কত কিছু ভাবল হরিপদ। ভাবলো তার বাপের কোন স্থায়ী সেলুন ছিল না, সেখান থেকে যাইহোক একটা স্থায়ী সেলুন সে করতে পেরেছে। তার ছেলে কি সত্যি পারত না বাবলুর মতো একটা দোকান দিতে? মানুষ খেটে কত কী না করে? সত্যি এটা তো ঠিক

ছোকরাটা নাপিতদের জাতে তুলে দিয়েছে। কী আছে তার সেলুনে? কেন এত টাকা দিয়ে মানুষ ভিড় করে চুল কাটার জন্যে? তাকেও জানতে হবে। শুধু তাই না একবার গায়ের ঝালটাও মিটিয়ে আসবে।

পরের দিন হরিপদ একটু তাড়াতাড়ি ঝাঁপ বন্ধ করে এসে দাঁড়াল 'বলিউড ট্রেন্ডের' সামনে। অনেকে নাম লিখিয়েছে তবে কাউকে পয়সার কথা বলা হয়নি। লাইনে নাম লেখাতেই ওকে বলা হলো - "কাকু পঁচাত্তর টাকা লাগবে কিন্তু।" কথাটা বেশ গায়ে হলের মতো ফুটল। সে বলে - "তোর কি মনে হয় আমি মুফতে চুল কাটতে এসেছি? আমি তোর খদ্দের। সম্মান দিয়ে কথা বল।" হরিপদ আজ একটু তৈরী হয়েই এসেছে। পঁচাত্তর টাকা দিয়ে শুধু চুল কাটতে সে আসেনি। একটু বোঝাপড়াও করবে। "শালা, কালকের ছেলে, নাক টিপলে দুধ বেরোয়, আজ দেখব কত বড়ো নাপিত তুই," মনে মনে ভাবে হরিপদ।

হরিপদ বাইরে বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে থাকে আর কাঁচের দরজা দিয়ে ভেতরটা দেখতে থাকে। এই দেখাটা আজ তার ফ্রি। সে আজ খদ্দের। সে দেখতেই পারে এতে তার আজ কোন লজ্জা নেই। সময় হলে হরিপদকে ভেতরে ডাকা হয়। কাঁচের দরজাটা খোলার সাথে সাথে একটা ঠান্ডা হাওয়া মুখে এসে লাগে। আঃ! তারপর বাবলু রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে ওকে বসার জায়গা করে দেয়। চেয়ারে বসেই গা টা একটু এলিয়ে দেয়। বেশ নরম তো! জৈষ্ঠের গরমের ক্লান্তি যেন নিমেষে উধাও। বাবলু এরপর একটা সিল্কের কালো চাদরে ওকে মুড়ে দেয় গলার নিচ পর্যন্ত। সামনে কাঁচের কাউন্টারটপে কত কাঁচি, চিরুনি, আর তার সঙ্গে ক্লিপার। সামনে পুরো দেওয়াল জুড়ে আয়না। নিজেকে কত দেখবি দ্যাখ। কোন কার্পণ্য নেই যেন। ভেতরে সাদা আলো জ্বলছে। সাইডে শোকেসে কত রকমের জিনিস আছে। শ্যাম্পু, জেল, ক্রীম, আফটার সেভ, হেয়ার স্ট্রুটেনার আরো কত কী! শ্যাম্পু ছাড়া বাকি জিনিসগুলো ঠিক চিনতে পারেনি হরিপদ। মনে মনে ভাবে সামান্য চুল কাটার

দোকানে এতো কিছু? মাথায় ঠিক ধরাতে পারে না। তবুও ধরে রাখার চেষ্টা করে। ভাবতে থাকে কখন কোনটা ব্যবহার হয়। সাইডে একটা ফ্যালি বেসিনও আছে। একধারে ইংরেজি ও বাংলায় বিভিন্ন সার্ভিস ও তার দামের উল্লেখ আছে।

"কোন স্টাইল হবে না এমনিই কাটব?" বাবলুর কথায় সম্বিৎ ফেরে হরিপদর। হরিপদ মনে মনে ভাবে নিচ্চিস তো এতো টাকা, যতটা পারি ছোট করে না কাটালে লস আরো বেড়ে যাবে। বলে – "কোনো স্টাইল না, খুব ছোট করে কেটে দো।" বাবলু চার-পাঁচটা ক্লিপারের মধ্যে থেকে একটা ক্লিপার তুলে নেয়। মাথাতে যেন মাখনের মতো চলতে থাকে। হরিপদ ক্লিপারের কথা জানে কিন্তু কখনো ব্যবহারের কথা ভাবেনি। সে কাঁচিতেই স্বচ্ছন্দ, তাছাড়া তিনপুরুষের অভ্যাস, তাই যন্ত্রের ওপর ঠিক ভরসা করতে পারেনি। যাইহোক যখনই সময় পায় মাথা তুলে এদিক ওদিক দেখতে থাকে হরিপদ। পাশের চেয়ারে একজন দাঁড়ি কামাচ্ছে। সাবানের বদলে কি একটা জায়গা থেকে ফেনা বের করে একটা ছেলে পাশের ছেলেটার গালে মাখিয়ে দিল। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করতে যে সাবান দিয়ে এরা দাঁড়ি কাটে কি না। কিন্তু কথাটা ঘিটে নিল। তার মাথায় তখন স্প্রয়ার চলছে। মাথাটা অনেকটাই ভিজে গেছে। বেশ ভালো লাগছে তবুও বললো – "চুল কাটতে কখনো এত মাথা ভেজায়? কি চুল কাটস?" কিন্তু মাথার ঠান্ডা ভাবটা বেশ উপভোগ করতে থাকে। "পঁচাত্তর টাকা কি এমনি এমনি দেবে নাকি? শালা, আজ আমি খদ্দের। যা ইচ্ছে তাই বলব।" মনে মনে ভাবে হরিপদ।

দশ মিনিটের মধ্যেই চুল কাটা শেষ যেখানে বাবলুর কাঁচি মাথাপিছু চলে কম করে পঁচিশ মিনিট থেকে আধঘন্টা। মাত্র দশ মিনিটে শালা পঁচাত্তর টাকা মেরে দেবে। এ যে দিনে ডাকাতি! কিন্তু কি বলবে? যত রাগ গিয়ে পড়ে ওই ক্লিপারের ওপর। "তুই তো পুরো ফাঁকি মেরে পুরো টাকাটা নিয়ে নিলি। আসল যারা চুল কাটতে জানে তারা কখনো যন্ত্র দিয়ে চুল কাটে না।"

বেশ রক্ষ স্বরেই কথাটা ছুঁড়ে দেয় হরিপদ। "কাকু, এখন ক্লিপারের যুগ। কাঁচি বেশি আর ব্যবহার হয় না বুঝলে? ও সব পুরানো হয়ে গেছে।" বলেই বাবলু পেছনে একটা আয়না ধরে যাতে করে পেছনটা ভালো দেখা যায়। "দেখ কাকু, ঠিক আছে?" সে ভাবে তার বাপের সবেধন নীলমনি একটাই ছোট আয়না ছিল যাতে করে খদ্দেররা চুল কাটার পর নিজেদের মুখ একবার দেখতে পেত। এভাবে মাথার পেছন দিক দেখার আয়না তার কাছেও নেই। জীবনে প্রথমবার হরিপদ তার মাথার পেছন দিক দ্যাখে। মাথার মাঝখানে চুলটা বেশ পাতলা হয়ে গেছে। একটু টাকের মতো দেখা যাচ্ছে। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল হরিপদর। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে যদি কিছু খুঁত পাওয়া যায়। শেষে জুলপিতে কিছু একটা পেয়েও যায়। দুটো জুলপি দেখিয়ে বলতে থাকে – "তুই কি চুল কাটস? এতো এতো টাকা নিস অথচ দুদিকের দুটো জুলপি যে সমান নেই সেটা বুঝতে পারিস নি?" আসলে দুদিকের দুটো জুলপিতে যে তারতম্য সেটা আপাতঃ দৃষ্টিতে চোখে পড়ার কথা নয়। কিন্তু হরিপদ আজ এসেছে সুদে আসলে উসুল করতে। বুঝিয়ে দিতে যে যত বড় দোকানই হোক না কেন নাপিত হিসাবে সে মোটেই অতো উঁচুদরের নয়। যাই হোক বাবলু ক্ষুরটা নিয়ে একদিকের জুলপিটা একটু ছোট করে দেয়।

তারপর চাদরটা খুলে রোয়ার দিয়ে সমস্ত চুল ঝেড়ে আরেকবার ব্রাশ দিয়ে মাথা ও মুখটা ঝেড়ে চিরুনি দিয়ে টেরিটা বাগিয়ে চেয়ারটা ঘুরিয়ে ওকে নামার ইঙ্গিত দেয়। সামনের অত বড়ো আয়নায় নিজের চেহারাটা আরেকবার দেখে নেয় হরিপদ। বলে – "ঠিক কাটতে পারলি না রে বাবলু। যন্ত্র দিয়ে কি মানুষের কাজ হয়?" তারপর পকেট থেকে একটা কড়কড়ে একশো টাকার নোট বের করে বাবলুর হাতে দেয়। ফেরতের পঁচিশ টাকা পকেটে পুরে বাইরে আসে হরিপদ।

হরিপদ আজ একটু বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পঁচাত্তর টাকা যেন গালে চড় মেরে নিয়ে নিল! গালমন্দ যা করেছে সেটা ঠিক যথেষ্ট মনে হলো না। সবার

সামনে চাঁচিয়ে জোচ্চর, চিটিংবাজ বলতে ইচ্ছে করছিল। বাড়ি ফিরে গিন্নীকে বলে

- "আজ ওই চিটিংবাজের কাছে চুল কেটে এলাম।"

- কার কাছে? কে চিটিংবাজ?

- ওই যে নতুন সেলুন দোকানের ছেলেটা যার কাছে তোমার ছেলে চুল কেটেছে। দেখছিলাম ব্যাটা কি রকম চুল কাটে। কিছুই জানে না। যন্তর দিয়ে দশ মিনিটে কি একটা কেটে পাঁচাত্তর টাকা নিয়ে নিল। শালা ছোটলোকের বাচ্চা।

- ওতো টাকা দিয়ে তুমি চুল কাটলে?

- কেন? কারও বাপের পয়সা চুরি করে আমি চুল কেটেছি? আমার পয়সায় আমি চুল কেটেছি। তাতে কি হয়েছে।

গিন্নী চুপ করে থাকে। রাতের বেলায় ছেলে ফিরলে ওকে বলে "আমি আজ বাবলুর কাছে চুল কেটে এসেছি। ব্যাটা একটা জোচ্চর। যন্তর চালিয়ে পুরো লোকজনের পকেট কাটছে। চুল কাটতেই জানে না।" এই বলে ছেলেকে আয়নার সামনে দাঁড় করায়। মাথার ওপর একটা চল্লিশ ওয়াটের হলুদ আলো। মাথার বিভিন্ন জায়গা দেখিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে কোথায় কোথায় বাবলু ঠিক করে ওর চুল কাটতে পারেনি। ছেলেটা বাবার দিকে তাকিয়ে হাঁ-হুঁ করে শুধু সাই দিয়ে যায়। বোঝাবার চেষ্টা করে না বাবা ঠিক কি বলতে চাইছে। হরিপদ বুঝতে পারে ছেলে ঠিক তার কথা বোঝার চেষ্টা না করেই এমনিই তাল মিলিয়ে যাচ্ছে। হটাৎ করে খুব রেগে যায় ছেলেটার ওপর। গালমন্দ করতে থাকে। বলে - "কুলাঙ্গার একটা, কোনো কাজের কাজ শিখলি না। শুধু শিখলি ফুটানি মারতে।" তার মনে হয় সে কোথাও হেরে যাচ্ছে। হেরে যাচ্ছে বাবলুর কাছে, হেরে যাচ্ছে নিজের ছেলের কাছে। শুধু সে নয় হেরে যাচ্ছে তার দাদু, হেরে যাচ্ছে তার স্বর্গগত বাবা যার কাছে তার চুলকাটার হাতেখড়ি। হেরে যাচ্ছে তার তিন পুরুষের শিক্ষা, যে শিক্ষার ওপর তৈরী হয়েছে ওর অস্তিত্ব।

পরের দিন সকাল সকাল নিজের সেলুনে আসে

হরিপদ। খোলার আগে বাইরে থেকে একবার নিজের দোকানটার দিকে তাকায়। আশপাশের দোকানগুলোর মাঝে বেশ জীর্ণ, শীর্ণ দেখায় মগল সেলুন। দোকানের সাইনবোর্ডের অবস্থাও দোকানের মতোই। ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর একজন খদ্দের আসে। তাকে চুল কাটতে বসায়। কিছুক্ষণ কাটার পর হরিপদকে থামিয়ে মাঝপথে নেমে পড়ে বলে পিঠে ছারপোকা কামড়াচ্ছে, বসতে পারছে না। হরিপদ একটা তার ঢুকিয়ে ফাঁক থেকে ছারপোকা বের করার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। বাকি চুল কাটা হলে খদ্দের পয়সা দিতে অস্বীকার করে। জামা তুলে তার ফুলে যাওয়া পিঠ দেখিয়ে হরিপদকে বলে - "এরপরেও পয়সা চাইছিস তুই?" হরিপদ বলে - "পনের টাকা দিয়ে চুল কাটতে এসে কি আশা কর? ঠান্ডা ঘর, গদি দেওয়া চেয়ার?" বেশ তর্কাতর্কি হয় খদ্দেরের সঙ্গে। বউনির সময় যদি কেউ পয়সা না দেয় মেজাজ খারাপ হবারই কথা। খদ্দের চলে গেলে চেয়ারটা তুলে নিয়ে বাইরে আসে। মাথার ওপর তুলে সজোরে ছুড়ে মারে মাটিতে। কাটের টুকরোগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। চেয়ার থেকে অনেক ছারপোকা মাটিতে পড়ে এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করে। হরিপদ চটির তলায় সব কটাকে পিষে মারে। ভাঙা অংশগুলো নিয়ে আরো আছাড় মারতে থাকে যদি আরো কিছু ছারপোকা থেকে যায় সেই আশায়। তারপর ফিরে আসে নিজের সেলুনে। সেলুন এখন ফাঁকা। কোন চেয়ার নেই। চারদিক দেখতে থাকে। হটাৎ দৃষ্টি আটকে যায় বাবার সাদা-কালো ফোটোটোর দিকে। ধীরে ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়ায়। ফোটোটোও বেশ বিবর্ণ হয়ে গেছে। যেদিন প্রথম দোকান চালু করেছিল, সেদিন ভেঙে ফেলা চেয়ারে বাবাকে বসিয়ে ফটো তুলিয়েছিল হরিপদ। মুখ ভর্তি প্রশান্তি ফটোটো থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই প্রশান্তিতে বিবর্ণতা নেই এক ফোঁটাও। এভাবে ফটোটো কোনোদিন লক্ষ্য করেনি হরিপদ। বাবা যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। একদৃষ্টিতে ফোটোটোর দিকে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে ক্রমশঃ।



রুদ্রশংকর

গতকাল যে বন্ধু ছিল

গতকাল যে বন্ধু ছিল,
সকাল হতেই সে মুখ দেখা বন্ধ করেছে
এই অবস্থায় মাথার ওপর এসে বসল একটা কাক
যেন হঠাৎ করে বিকেল নেমে এল শরীরে
অথচ আমার তো শুকনো পাতার মতো শরীর
একটু অসাবধান হলে সহজেই আগুন লাগে

জানি না, কল্পনায় কিভাবে এতদূর এলাম!
ভালোবাসি বলে রোজ তোমাকে বহন করি
আরও বেশি প্রেমিক করে তুলি নিজেকে।

কেমন আছো, মারুফা

ফের চিলেকোঠায় দিকবদলের পালা চলছে
আমার মধ্যে।
ফের চলতে চলতে
রোদের নীরবতার কাছে থামতে হল আরও একবার।
সেই নাচের মুদ্রায়, সেই কবিতার শরীরে
যতখানি মুগ্ধতা ছিল, তার সবটুকু
আমার না-লেখা পংক্তির ভিতর বেঁচে ওঠে অর্থহীন।
কি এমন স্পর্ধার মত্ততা ছিল?
কি এমন চেউ উঠেছিল পরবাসে?
এক ঘুরন্ত লাটুর মত নীল সম্ভবনার বীজ
নিজেকে প্রকট করে মেলে ধরতে চায়, মারুফা!

আমি কারোর প্রতিপক্ষ নই, হতেও চাই না কখনো।
অতল আনন্দে এক ঝাঁক উপেক্ষা ও দূরত্ব পান করি শুধু।
এই আমার উড্ডুক মন, এই আমার নির্জনতা জানে
ভালোবাসলে যে পতন হয় তার কোন সীমা নেই,
যে পোড়ায়, সেও একান্তে সবুজ তরঙ্গ নিয়ে পোড়ে।

বুদ্ধিজীবী

ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়

আমরা সবাই বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধি বেচে খাই।
সৎ বুদ্ধি, বদ বুদ্ধি, কোনো বিভেদ নাই।
বুদ্ধিতে পাই অটালিকা, বিলাস বহুল গাড়ী।
বুদ্ধি জোগায় জীবন সঙ্গী, বৈভবে পা ভারী।
বুদ্ধি বসে নিরিখ করে—লোপাট দুর্ভাবনা?
খাটবো নাকো, চাটবো জুতো, নেইকো দোনা মোনা!

বুদ্ধিতে আজ আত্মতোষণ, বৈরী কুটুম্বিতা।
বুদ্ধিতে আজ পার ভেঙে দেয় লিঙ্গা খরস্রোতা।
বুদ্ধি করে শব্দ চয়ন, বিবশ করে কথায়—
বুদ্ধি জোড়ায় স্তাবক যতো, তুলছে মোদের মাথায়।
বুদ্ধি বসে বিজয় রথে, লক্ষ্য যে তার জেতা।
খাটিয়ে মাথা, বাছাই করে রাজনীতি আর নেতা।

আইন কানুন কজা করে, বুদ্ধি দ্রুত হাঁটে।
অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ পুড়ছে শশ্মান ঘাটে।
বুদ্ধি এখন অমানবিক, বুদ্ধি বাড়ায় ভীতি।
মনন, বিচার, ভালোবাসার দিন হয়েছে ইতি।
ঠাঁই নিয়ে সে মগজেতে, বানায় মারণাস্ত্র।
বুদ্ধি এখন সবার রাজা—হলেও বা নির্বস্ত্র।

বুদ্ধি এখন লাগাম ছাড়া, টানবে কে তার রাস?
নিয়ন্ত্রণে রুখতে হবে, নইলে সর্বনাশ।
অনেক সময় ব্যয় হয়ে যায়। সঠিক পথের দিশা
বুদ্ধিকে আজ শুদ্ধ করুক, কাটুক অমানিশা।



উতল হাওয়া

ড.দেবানী লাহা (মল্লিক)

ড.দেবানী একজন শিক্ষিকা। তিনি পড়তে এবং লিখতে ভালোবাসেন। গান গাওয়া এবং কবিতা পাঠ করাও তাঁর পছন্দের। মানুষের সাথে হাতে হাত রেখে চলতে তিনি ভালোবাসেন। তিনি চান সকলে আনন্দে ও ভালো থাকুক।



হঠাৎ বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল মৌমির ।
কি যেন একটা বহুদিনের চেনা গন্ধ ছড়িয়ে পাশ
দিয়ে চলে গেল ছেলেটা । তারপর মৌমি কত
এদিক- ওদিক তাকালো । রাস্তার মোড় পর্যন্ত
আবার এগিয়ে গিয়ে দেখে এলো । কিন্তু না
কাউকেই খুঁজে পেলোনা । বেশ কিছুদিন ধরেই
এইরকম হচ্ছে মৌমির । মাঝে-মাঝেই রাস্তায় মনে
হচ্ছে ভীষণ চেনা কেউ হয়তো হেঁটে চলে গেল ।
কখনও মনে হচ্ছে ওর সেই পুরোনো নাম মৌ বলে
কেউ ডাকছে । কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে
কাউকেই দেখতে পায়না । ঘুমের ঘোরে মনে হয়
কেউ বুঝি আলতো করে কপালে হাতটা রাখলো ।
ঘুমটা ভেঙ্গে যায় মাঝরাতে । তারপর নানা
টুকরো- টুকরো কথা ভাসতে থাকে ইথার তরঙ্গে ।

"মৌ আজ গঙ্গার পাড়ে সূর্যাস্ত দেখতে যাবি?"

"মৌ বাদাম চাকতি খাবি?"

"তাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি শুনবি।"

কিন্তু কিছুতেই কবিতার শব্দগুলো শুনতে পায়না ।
সকালে উঠে মুখটা বিশ্বাদ লাগে । সারাদিন কাজে
মন বসে না । অস্থির লাগে । কি যে খোঁজে তা ও
নিজেও জানেনা । যা হারিয়েছে তা তো আর
কখনও ফিরে পাবেনা । সোনার পাথরবাটি যেমন
বাস্তবে ছোঁওয়া যায়না, আলেয়ার পিছনে বৃথাই
ছুটতে হয়, সেইরকম মৌমির এই মন উচাটন যে
বৃথা, একটা আবেগের পিছনে ছোটো তা সে ভালো
করেই জানে । কিন্তু কিসের আবেগ? নিজের
ইচ্ছাতেই তো সব ছেড়ে এসেছে । এখন নতুন
সংসার, সন্তান সব নিয়ে পরিপূর্ণ ঘরনী সে । কোন
কিছুরই অভাব নেই । বিরাট বাড়ী, গাড়ী, প্রচুর
বিলাসিতায় ডুবে আছে মৌমি । এইটাই তো
চেয়েছিল সে । তবু ইদানীং মন মানেনা । কি এক
শূন্যতা ঘিরে ধরে । কি খুঁজছে ও ? কাকে খুঁজছে
ও ? ছেঁড়া- ছেঁড়া ছবি সাজিয়ে মনের পাতা
সাজায় তারপর কি এক অস্থির ঝড় এসে সব
ওলট -পালট করে দেয় । সেসব পুরোনো স্মৃতি
ওকে তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে ।

চারপাশে সবুজ গাছপালা, মাঝে একটা ছোট
পুকুর, পুকুরের ধার দিয়ে নিরিবিলি পথ অনেক দূর
পর্যন্ত গিয়ে আকাশ ছোঁয় । পথ ভাসিয়ে জ্যোৎস্না
নামে । পাশের বাড়ীর বারান্দায় বসে ছেলেটা বাঁশী
বাজায়। বাঁশীর সুর ভাসতে ভাসতে চলে যায় কত
দূর । মেয়েটার মন কেমন করে । ছাদের পাঁচিলের
ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে বাঁশী শোনে । কোথা
দিয়ে সময় গড়িয়ে যায় । সন্ধে পেরিয়ে যায় । দূরে
কোথায় মন্দিরে শাঁখ বাজে । মেয়েটার পড়তে
বসতে দেরী হয়ে যায় । এক একদিন চাঁদের আদর
মাখা আলোয় দুটি ছেলে মেয়ে কত কথা বলতে
বলতে পথ পেরিয়ে স্যারের বাড়ীতে পড়তে যায়,
আবার ফিরে আসে । যেদিন ছেলেটার পড়া থাকে
না তবুও ছুটে ছুটে মেয়েটার জন্য মায়ের ভেজে
দেওয়া পরোটা আলুভাজা নিয়ে স্যার এর বাড়ীর
বাইরে অপেক্ষা করে । মেয়েটা বায়না করে-

"আমায় একটা টিয়াপাখি কিনে দিবি?"

টিফিনের পয়সা থেকে বাঁচিয়ে বাসে না চড়ে পায়ে
হেঁটে তিলতিল করে পয়সা জমিয়ে পাখির হাট
থেকে টিয়ার ছানা কেনে ছেলেটি । মেয়েটার হাসি
মুখ দেখলে ছেলেটার বুক সাত সমুদ্রের প্রেমের
চেউ উথলে ওঠে । সারা মফস্বল জানতো ছেলে
মেয়ে দুটো একে অপরকে ভালবাসে । একদিন যদি
মেয়েটা একা ফুচকা খেতে যেত যুগলদা জিজ্ঞেস
করতো-

"কি ব্যাপার আজ তুমি একা যে, দাদা আসেনি?"

একদিনের জ্বরে ছেলেটা পড়তে না এলে স্যার
বলতেন-

"কি ব্যাপার আজ সাহেব কোথায়? মেম যে একা
বসে আছে বড়।"

ছেলেটার সবই ছিল। মান সম্মান বোধ, মেধা,
বুদ্ধিদীপ্ত কথা, একটা সুন্দর মন, অসম্ভব
ভালোবাসার ক্ষমতা। পারলে মেয়েটাকে আকাশের
চাঁদ এনে দেয় ।

সীমিত ক্ষমতার বাইরে গিয়েও মেয়েটাকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করতো ছেলেটা। ছেলেটার খালি অনেক টাকা ছিলনা। ছেলেটা সাধারণ একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। বাবা ছিলনা। মা অনেক কষ্ট করে ছেলেটাকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলেছিল। কিন্তু দুনিয়া সেসব দেখে না। বেশীরভাগ পরিবার শুধু অর্থ দেখে, বৈভব দেখে, বাবা মায়ের ক্ষমতা দেখে। অর্থ ছাড়া কি হয় আজকালকার দিনে। মেয়েটার বাবা মেয়েটাকে বোঝালো এমন ভালবাসায় সুখ নেই। অভাবে ভালবাসা থাকে না।

পাড়ার সবাই মনে মনে চাইতো এই জুটি অক্ষয় হোক। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। যেদিন কলকাতা থেকে বিদেশী গাড়ী হাঁকিয়ে সুবীর এল ঐ মফস্বলে কি একটা ব্যবসার কাজে। সব অল্পবয়সী মেয়েদের রাতের ঘুম উড়ে গেল। মেয়েটার বাবার সাথে সুবীরের খুব জানাশোনা। কি চৌখস ছেলে! এই ছেলেই পাত্র হিসেবে উপযুক্ত। অল্পবয়সে কত টাকাই না রোজগার করে। চালচলন, কথাবার্তা সবই অন্যদের থেকে আলাদা। মেয়েটার বোন মেয়েটাকে বোঝালো-

"ঐ বাঁশী শুনে পেট ভরবে না। কে কবে রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে ততদিনে তুই বুড়ি হয়ে যাবি রে দিদিয়া। সুবীরকে দেখ। ওপর দিকে তাকাতে শেখ। বাবা তোর জন্য উপযুক্ত পাত্র ঠিক করেছে। দুদিনের পথের ভালবাসাকে ভুলে যা দিদিয়া। বোকামি করিস না। সারাজীবন পস্তাবি।"

স্যারের বাড়ীর ঝুলনের নজর ছিল ছেলেটার ওপর। ঝুলন কিসব রোজ বুঝিয়ে- বুঝিয়ে মেয়েটার মনটা ঘুরিয়ে দিল। মেয়েটার চোখে অর্থ আর বৈভবের বিদ্যুত খেলছে তখন। বাঁশীর সুর আর ভালো লাগে না। ক্লাবের তীক্ষ্ণ চিৎকারে নরম কবিতারা মরে গেছে।

মেয়েটার জন্মদিনে ছেলেটা একটা লাল গোলাপ আর নিজের লেখা কবিতা এনেছিল। মেয়েটা

নিল না। ফুলটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিল। ছেলেটা অনেক বোঝালো। মেয়েটা বুঝলো না। অনেক কড়া কথা বলে ছেলেটাকে চলে যেতে বলল। ছেলেটা মাথা নীচু করে চলে গেল। মেয়েটা যাতে সুখী হয় তাই হোক। ছেলেটা হয়তো অনেক কেঁদেছিল। কতরাত ঘুমোয়নি। তারপর কতদিন ছেলেটার বাঁশীর বিষাদ সুর শুনেছিল সকলে। একদিন বাঁশী থেমে গেছিল। মেয়েটা শুনেছিল ছেলেটা হঠাৎ ভালো একটা সুযোগ পেয়ে বিদেশে চলে গেছে।

তারপর কেটে গেছে কত বছর। অর্থ আর বৈভবের আশ্বালনে সেই কবেকার মেঘমেদুর ভালবাসা হারিয়ে গেছে। টাকা আর গয়না দিয়ে মুড়ে দিলেও অমন আন্তরিকভাবে মেয়েটাকে আর কেউ ভালবাসতে পারেনি। সুবীরের নেশাতুর চোখে সেই পুরোনো ভালবাসার গভীরতা খুঁজে পায়নি মেয়েটা। এই মেয়েটাই মৌমি। সেই ছেলেটা কৌশিক।

এখন মৌমির জন্মদিনে অনেক বড় অনুষ্ঠান হয় কত লোকজন, এলাহি খাওয়া দাওয়া। কিন্তু সেইরকম করে কেউ আর কবিতা লিখে দেয়না। হাঁফাতে- হাঁফাতে এসে দেয়না গোলাপ ফুল। কেউ আর যত্ন করে খাবার নিয়ে স্যারের বাড়ীর সামনে দাঁড়ায় না। মায়া-মায়া গলায় জিজ্ঞেস করে না-

"মৌ তোর খুব খিদে পেয়েছে না রে।"

কত কবিতা লিখেছিল কৌশিক। কতই না ভালবেসেছিল মৌমিকে। সেসব হারিয়ে ফেলেছে মৌমি। আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায় বসে কিছু হিসেব মেলাতে পারেনা। ঠিক ভুল গোলমাল হয়ে যায়। পুরোনো হারিয়ে যাওয়া আলো- আঁধারী পথে হাত ধরে হাঁটতে ইচ্ছে করে আবার। আবার কারো কাঁধে মাথা দিয়ে কবিতা শুনতে ইচ্ছে করে। ক্লাব পার্টি এসব অসহ্য লাগে সেই হারানো সন্ধের বাঁশীর সুর ভেসে আসে। মনে হয় কে যেন পুরোনো খাতাখানা খুলে দরাজ গলায় কবিতা পড়ছে-

"হয়তো আমি থাকবো না একদিন-
পাখিরা যেমন ফিরে যায় বাসায়,
দিনশেষে আমিও ফিরে যাব
আমার ঘরে। তুমি তখন
নিজের ঘরে বসে
আয়না দেখে কপালে ঐকো টিপ,
সন্ধেবেলায় জ্বেলো দীপ।
সেই আলোতে মায়াবী তুমি
ভালবেসে চেয়ে দেখো।

আমি যাইনি কোথাও
ঠিক তেমনি করেই ভালবেসে
রয়ে গেছি তোমারই মনের অন্দরে।
কেবল সময় থেমে থাকেনি,
সে মুঠো ফস্কে পাখির মতো
পালিয়ে গেছে অন্য কোনো দেশে
অন্য কোনো ঘরে।"

মৌমির দুচোখে জলের ধারা বয়ে যায় । হঠাৎ
করে সেই চেনা গন্ধটা তাকে কেমন উদাস করে
দেয় । আকাশ কালো করে অঝোরে বৃষ্টি নামে ।
সেই বৃষ্টিধারায় মৌমির চোখের জল ধুয়ে যায়
কেউ দেখতে পায়না ।



MILTON
TAXI AND CAR SERVICE

Sedan~Suburban~Mini Bus Transit/Sprinter
To/ From The Atlanta Airport
Weddings~ Business Trips~Celebrations

Phone: 6799389882
www.miltontaxiandcarservice.com

চক্র

পঙ্কজ কুমার

যদি কখনো বিকেলের আলো ফেলে চৌকাঠ
চিৎকার করে ভুলে যায় দিন
পার হয়ে যায় দুটো সিঁড়ি, বারান্দা
বের হয় ককুনের পোকা - ভাঙ্গা খোলস -
হয় সে প্রজাপতি, নয়তো নির্নিমেষ।

বোকা কাঠ, ফিকে আলো, বিরান গালিচা
ছাপ দিয়ে ঐকে যায় লালহীন হৃদ।
অভিমাণে অভিবাদন মিল পায় খোলা দোর
রং মেখে ভুল করে ভুল ভাবে ভোর।

আর উড়ে যায় ক্ষীণ প্রাণ প্রজাপতি
আজন্ম আলপনা জমে থাকে শুষ্ক বাতাসে।
গালিচায় লাল ছিল, লাল ছিল ভোর
ফুল ছিল এক ঘর দেয়ালে পোট্রেট।

আঁকাবাঁকা পথ ছিল, সফেদ বিঁধু
ফুলদানি বাঁশকাগজ কাগজের প্লেন,
দিন শেষে রাত হাসে আসে ফিরে ভোর
শেওলার দেয়াল আর ৩৬ বিজু লেন।

আজ সেই চৌকাঠ ঘুনে ধরা- আলো
ধীর-ধীরে ফিকে হাওয়া থেমে যায় দেয়ালে
লাল হয় প্রজাপতি কোন এক সকালে
ফিরে দেখি খেয়ালে এই সেই বিজু লেন।
৩৬ বিজু লেন।।

একটি বৃষ্টির কবিতা

অঙ্কন বসু

বৃষ্টি মানে জলের কী আজ
ঝগড়া মেঘের সাথে?
কাঁচগুঁড়ো যে বৃষ্টিকণা
আঁচ বাড়িয়ে রাখে,
তার আগুনেও দেখতে পারে
অসাবধানী যাতে।
সেইটুকুনি ইচ্ছে রাখে দাবানলের বন
বাদল বায়ু বদলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ
ইচ্ছে থাকে যেমন অনেক অনিচ্ছেরও পর
ফুলদানি হয় যেমন কারো হঠাৎ করে ঘর।
জলের মধ্যে ছল করে সেই
শিউলি ফুলের আঠা
কাঁচগুঁড়ো ওই বৃষ্টিকণা সত্যি সাদামাটা।
যা ভাবা তাই কাজের মতন
কে ভেবেছি কবে?
বৃষ্টি মানে মেঘের সাথে ঝগড়া?
হয়তো হবে!
তবুও যত মনের কথা লুকিয়ে রাখে মন
বৃষ্টি হল তোমার ভিজে গায়ের আপনজন,
সেই গায়েতেই লাগাই চারা
শিকড় বেড়ে গাছ
মেঘ ছুঁয়ে যায়
শোনায় কারোর করুণ আওয়াজ।

ট্রাভেলগ - মেমোরিয়াল ডে (মে ৩০, ২০২২)

সংযুক্তা রায়

কবি সংযুক্তা রায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের স্বরচিত কবিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে লেখালেখি শুরু করেন ১৯৯৬ সালে। ২০০০ সালে তার সম্পাদিত মাসিক প্রতিভা পত্রিকা প্রায় বছরখানেক চালিয়ে পড়াশুনার জন্য বন্ধ করে দিতে হয়। ২০০১ সালে বিএনসিসি থেকে কুমিল্লায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম সরকারিভাবে ভারত সফরের জন্য নির্বাচিত হন। সেই সময়ই যুক্ত হন নানা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে। পরবর্তীতে কবিতা ও আবৃত্তিকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। "পরিয়াদী পাখির আকাশ" তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের ঘটনা এখন যেন হাতের মুঠোয়। ঘরে বসেই আমরা অদেখা, অজানা বিষয়ে খুব সহজেই জেনে নিতে পারি। তবুও ইচ্ছে হয় কিছু ভালোলাগা শেয়ার করি। আজ আমার গল্পের ঝুড়ি থেকে মেমোরিয়াল ডে ২০২২ নিয়ে গল্প বলবো। ঠিক গল্প নয়, ভ্রমণ কথা।

লং উইকেন্ড মানেই বাক্স পেটরা নিয়ে বেড়িয়ে পরা। আর যেহেতু এখানে কর্মময় জীবন তাই পরিকল্পনা চলতে থাকে অনেক আগে থেকেই। আমাদেরও ছিল। সেই মতে হোটেল বুকও করেছি বেশ আগেই। যে হোটেলের এক রাতের ভাড়া \$১৫০ আমরা দিলাম \$৩৫০। নিজের গাড়ি আর তাই গাড়ি ভাড়া করা থেকে বেঁচে গেলাম। সে যাই হোক ৪ টায় চেকিং তাই খুব তাড়াতাড়ি বেরোবার তাড়া নেই। যখন বের হলাম দেখি ফ্লাট tire। কাছাকাছি কোথাও মেকানিক দোকানের খোঁজ করে সেখানে গিয়ে নতুন tire নিতে হলো। গচ্ছা \$১৭৯। ৪ টায় চেক ইন করার কথা থাকলেও পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় রাত ৮ টা। এ হচ্ছে যাত্রার আগের বিড়ম্বনা। সব পেড়িয়ে ক্লান্ত বদনে প্রথম দিনের ভ্যাকেশন শুরু।

আমাদের গন্তব্য key west। নর্থ আমেরিকার সর্ব দক্ষিণের উপকূল। এরপরই কিউবা। মহাসাগর পথে ৯০ মাইল দক্ষিণে পাড়ি দিলেই আরেকটা দেশ। তবে আমাদের গন্তব্য keys এই সীমাবদ্ধ এবার। বাড়ি থেকে ১৪২ মাইল গিয়ে বিরতি ম্যারাথনে। সেখানেই আমরা হোটেল নিয়েছি। রাত কাটিয়ে পরদিন বাইহাহোণ্ডা বীচ (ম্যারাথন) আর key ওয়েস্ট এ যাবো।

বাইহাহোণ্ডা বীচ এ তিনটে ছোট ছোট বীচ আছে। কালুসা বীচে অনেকটা দূর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যায়। প্রায় এক মাইল বালি তারপর সামুদ্রিক আগাছা। বেশ অগভীর যতদূর পর্যন্ত বালি। সেখানেই আমরা অনেকটা সময় কাটাই। অনেককে দেখেছি জলের মধ্যে চেয়ার নিয়ে বসে গল্প করছে। খুব শান্ত সাগর এখানে। নীলাভ জল। সেখান থেকে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই আরেকটা

বীচ যেখানে জলটা সবুজাভ। কিন্তু সেখানে আমরা নামিনি। আগাছায় ভরা। অন্যদিকে আরেকটা বীচ। একটু গভীর তবে সেখানে সাগর যেন যুবতী। সূর্যাস্ত দেখলাম প্রাণভরে। এরপর গেলাম ৭ মাইল ব্রিজ পার হয়ে key ওয়েস্ট এ। ভেবেছিলাম ০ মাইল মার্কার এ ছবি তোলায়। বৃষ্টি সব ভেসে দিল।

১৭০০ দ্বীপ আছে keys এ। এর মধ্যে মাত্র ৪০টা দ্বীপ ব্রিজ এর সাথে সরাসরি যুক্ত। কিলারগো, ম্যারাথন, ইসলামোরাডা, key ওয়েস্ট অন্যতম। miami থেকে ১৬৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে kw সুপরিচিত cruise ship, sunset, গ্লাস বটম শো, আর্নেস্ট হেমিং ওয়ের বাড়ি এর জন্য। বেশ ছোট, শান্ত দ্বীপ এ গেলেই মনটা ফুরফুরে হয়ে যায়। অনেকে ভাড়া সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা সাদা লোককে দেখলাম রিক্সায় টুরিস্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াতে। ওখান থেকে ম্যারাথনে আমাদের হোটলে ফিরে আসতে আসতে রাত ১০টা বেজে যায়। পরদিন পুল আর খাবার খেয়েই রওয়ানা হয়ে যাই। কিন্তু প্রচন্ড জ্যামে ২.৩০ ঘন্টার রাস্তা ড্রাইভ করতে আমাদের সময় লাগে ৪.৩০ ঘন্টারও বেশি।

এবারের মত ভ্যাকেশন শেষ। কাল থেকে আবার কাজ শুরু। প্রচন্ড মনখারাপ নিয়ে ঘুমুতে যাচ্ছি। কেন যে সবসময় ভ্যাকেশন হয় না!!!



Call me for a quote today



Bill Ritter
Agent

3001 Monroe Hwy Ste 300B
Bogart, GA 30622-8334

Bus: 770-725-0830
Cell: 678-895-8840
www.billritterinsurance.com



MOHAR
CHESS

*A Vision without a Strategy
remains an Illusion
~ Lee Bolman*



www.Mohar.org

MOHUA MAITY
Mohar Chess Institutor



(770) 815-8221



@moharchess



chess@mohar.org



PROFESSIONAL LANDSCAPING SERVICES



Call now for a
free estimate
678-708-5846

PATIO | RETAINING WALLS | IRRIGATION SYSTEMS | SOD
INSTALLATION | LAWN CARE | MULCH | TREE SERVICE | PLANTING



Empowering People to Create Generational Impact

Peachtree Planning
SINCE 1987

a member of **The Guardian Network**

The path to confidence and clarity starts with getting the guidance you need and getting organized. We help you organize your financial life so you can get a better look at the big picture and make the choices that are right for your future.

**TOP
WORK
PLACES
2024**

ENR
JOURNAL
CONSTRUCTION

CoxNext



WISHING YOU A JOYOUS AND BLESSED DURGA PUJA!

PROTECTION | INVESTMENTS | DISABILITY INSURANCE | RETIREMENT

DIBYENDU DE, PH.D.*

DIBYENDU.DE@PEACHTREEPLANNING.COM
770.330.5849
WWW.PEACHTREEPLANNING.COM

Registered Representative and Financial Advisor of Park Avenue Securities LLC (PAS). OSJ: 5040 Roswell Road, Atlanta, Georgia 30342, 404-260-1600. Securities products and advisory services offered through PAS, member FINRA, SIPC. Financial Representative of The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), New York, NY. PAS is an indirect, wholly-owned subsidiary of Guardian. Peachtree Planning is not an affiliate or subsidiary of PAS or Guardian. This award is not issued or endorsed by Guardian or its subsidiaries. CA Insurance License #4017823. The Guardian Network® is a network of preferred providers authorized to offer products of The Guardian Life Insurance Company of America (Guardian), New York, NY and its subsidiaries. Peachtree Planning is an independent agency and not an affiliate or subsidiary of Guardian. *Not practicing for Guardian or any subsidiaries or affiliates thereof. 2024-180365 Exp 8.2026



JACOB TAX SERVICES

2920 Horizon Park Drive, Suite A
Suwanee GA 30024

Ph: 678-765-6780

Email: Jacob.tax@outlook.com



Ranju Varghese
Accounting and Tax Consultant



**Taxes, Accounting
Payroll, Bookkeeping**

400 53 KODAK PORTRA 400

EB5 INVESTOR GREEN CARD

All about "U"
All about "US"

- Approved regional center by USCIS
- Regional center owned by a licensed general contractor since 2005
- Rural investment \$800,000
- Targeted employment area
- Approval as low as 6 months

Cumulus EB5 Foreign Investments

400 53 KODAK PORTRA 400

EST 2005

Goldstone
GENERAL CONTRACTORS, INC

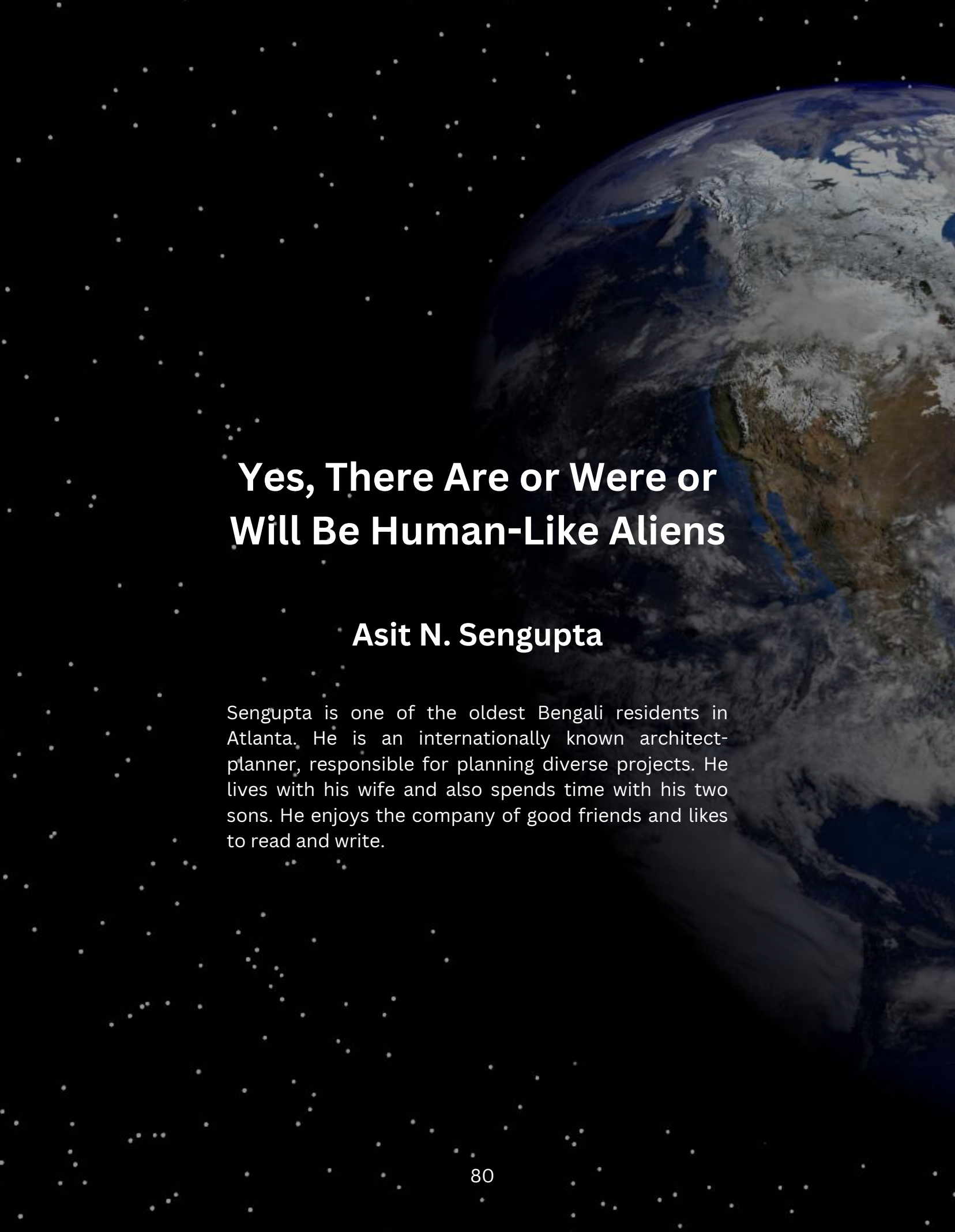
LICENSED GENERAL CONTRACTOR

Commercial & Residential

DESIGN . BUILD . RESTORE . REMODEL

ASPHALT PAVING SEAL COAT STRIPING

Contact Sanjeev @ 478-447-0392 or email @goldstoneinc@gmail.com



Yes, There Are or Were or Will Be Human-Like Aliens

Asit N. Sengupta

Sengupta is one of the oldest Bengali residents in Atlanta. He is an internationally known architect-planner, responsible for planning diverse projects. He lives with his wife and also spends time with his two sons. He enjoys the company of good friends and likes to read and write.

The Universe is immense, possibly infinite. We do not know its boundaries or understand exactly what is in it even through our wildest dreams. Yet we do know that it started very small, almost like a tiny football-size element. What followed is an incredible journey. But that same journey shaped and continues to shape the entire Universe. We are a part of it. And if the Universe is virtually infinite what has happened on one miniscule particle, i.e., the Earth, must have happened elsewhere infinite times too. This article proposes that there must possibly be an infinite number of Earthlike planets with lifeforms like us. The question which naturally arises then is why haven't those aliens, including us, communicated with each other?

The answer is, because of the unfathomable scale of the Universe. To make the point, let us start with our nearest, yes, the very nearest star-cluster called Proxima Centauri. Even that is 25.6 trillion miles or 4.37 light years away. Given the fact that light travels at 186,000 miles per second. radio signals would take 4.37 years to reach each way. If a spacecraft traveled at 17,600 miles per hour it would take 165,000 years each way!

Now let us go one step farther. Our own galaxy, in which we live, named by us as the Milky Way, is 100,000 light years in diameter, meaning that

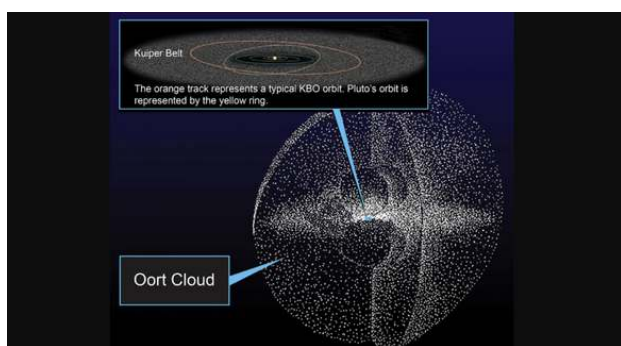
radio signals would take 100,000 years to go from one of its edges to the other. It is estimated that our galaxy alone has some 100 billion stars. Now comes the astonishing news: there may be some 100 million planets in our galaxy alone that could support complex life.

Now let us go a step farther. The Universe, which is about 13.8 billion years old, and has a diameter of 93 billion light years, has 100 to 200 billion galaxies. Can we imagine the number of habitable planets in the Universe if each of the 100 to 200 billion galaxies have 100 million planets in them? The staggering number would look like 100 or 200 followed by 15 zeros or 100/200,000,000,000,000,000. These planets could be up to 93 billion light years away from each other, meaning that radio signals could take up to 93 billion light years to reach from one planet to the farthest one!

What are the chances of having other "Earths" with humans at this time or before and after? Very high indeed. It is known that there are more stars in the Universe than there are sand particles on our Earth, or essentially an infinite number. These were and are being born within a relatively small time- frame of say a few billion years. New stars are even being born possibly every moment. The process they went through and are going through are essentially identical. The materials they contain are identical.

One essential material that supports life, water, is abundant in the entire Universe. In fact, our very own solar system is flush with water. Water is there on our moon, several moons of the other planets, in the belts of Saturn, in the four giant planets themselves, in the Kuiper Belt from which comets carrying water-ice-shoots through and in the Oort Cloud that surrounds the entire solar system.

(Per science.nasa.gov, scientists think the Oort Cloud is a giant spherical shell surrounding our solar system. It is like a big, thick-walled bubble made of icy pieces of space debris the sizes of mountains and sometimes larger. The Oort Cloud might contain billions, or even trillions, of objects. Wikipedia states the concept of such a cloud was proposed in 1950 by the Dutch astronomer Jan Oort, in whose honor the idea was named.)



Oort Cloud (courtesy <https://science.nasa.gov/solar-system/oort-cloud/>)

We are made of 75% water. The other materials in our bodies must also be present in abundance throughout the Universe. That being so, why wouldn't the same life-forming and

even intelligent life-forming process not repeat many times and even infinite times in our limitless Universe?

Why would our Earth be an exception? Why would intelligent beings, the humans, be an exception? Only in our arrogance can we assume that our Earth and we are unique, while the entire Universe, in which we are so small as not to count even as a speck of dust, is devoid of the same process that created our Earth and us.

So, the answer to the question why haven't such beings elsewhere tried to communicate and why have we not been successful in communicating with them is simple. They may be light years away or so far away that even radio signals would take incomprehensible time to reach any destination. This is the sad part of the story. We most likely will never hear from them, as the lit Universe of today with all the galaxies, stars and planets will one day revert back to darkness as at the beginning of the Big Bang. But that too is billions of years away. Meanwhile, aliens in many forms, like on our Earth, including humans, have been inhabiting, are inhabiting and will inhabit our Universe.

To conclude, the Universe is too full of unknowns. Apparently, there is a great deal more of dark matter than there is visible matter. Yet there is no evidence that it is there at all. Another very strange aspect of the entire Universe is

that in it nothing is straight; everything curves starting with our Earth. Only for a short distance, can we see and plan in terms of straight lines. When planes fly or ships cross the oceans, they have to travel in a curved line. Space itself bends around large objects and the effect is called gravity. All the planets are falling towards the Sun as the space around it has bent like a bowl. Then there are black holes, which do not allow even light to escape. We also hear of spacetime warp and worm-holes which are like tunnels between two separate points in spacetime.

I am mentioning all this to underline the probability of communication or even travel between the infinite number of Earths with human-like inhabitants, through ways which we cannot imagine today. They may be a possibility in the future! And a powerful testimony to the limitless horizons of human endeavor.

www.ans-international.com



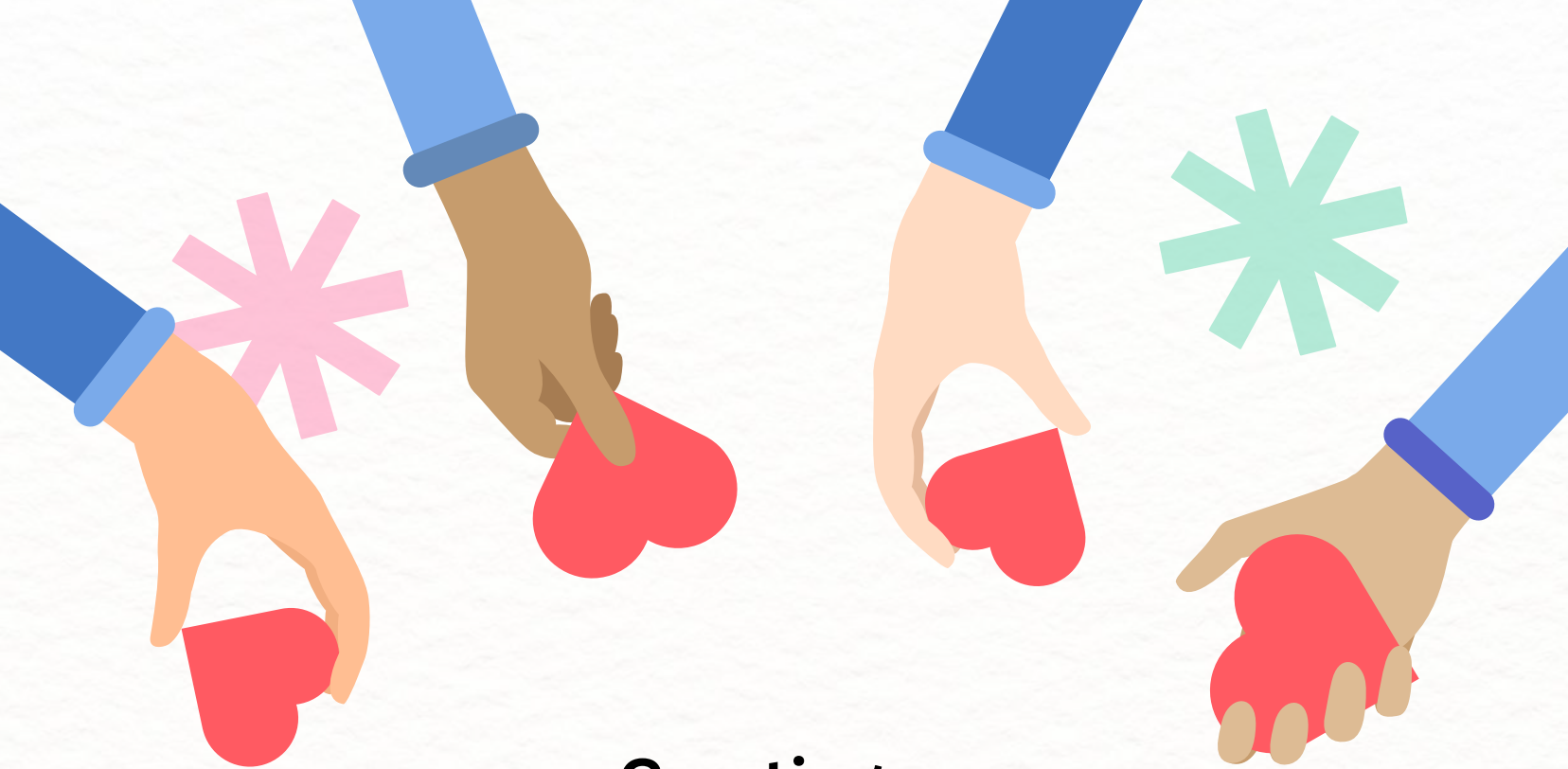
Homeopathic Healing

Daxa and Vijay's homeopathic healing services come to you with a solid background and training in the clinical sciences

- M.D. (Hom.) from India - skilled and proficient practitioners of Homeopathy for over 38 years
- Board Certified Classical Homeopaths in the USA (CCH)
- Extensive experience in managing immune-related disorders, PCOS, infertility, menopause, allergies, asthma, arthritis, children's diseases including development disorders, migraine, joint disorders, skin diseases, stress, tonsillitis, gastro-intestinal, kidney and eye diseases, etc.
- Offices in California since 2012
- Consultations all over the USA and internationally via video calls (Zoom/ Google Meet/ Skype)

Call **(408) 201-3093**, email **office@drvaishnav.com** or scan the code on this page for appointments





Creating a Social Legacy

Jay Misra



Americans generously gave \$500 Million to Charity (to 501c3 Organizations) in 2020. Out of that, \$350 million came from individual donors. People age 50 plus, financially secure, and active in charitable causes make the perfect candidates to take advantage of Charitable Giving.

In addition to supporting a cause, it also gives huge tax benefits to the donor. The income tax deduction could be as high as 50% of the donor's adjusted gross income (AGI). The deduction can be reported on IRS form 1040, Sch A. For larger deductions, Form 8283, A/B should be attached to the 1040 (IRS publications 1771,4302, 4303).

Almost anything can be donated: cash, personal property, public securities, artwork, business Interests, retirement accounts, life insurance, real estate, etc. One can donate to already existing 501c3, non-profit organizations, or establish Private Foundations, Donor Advised Funds, and Trusts.

In all such cases, an attorney (preferably estate planning) drafts the legal documents, and establishes the necessary Trust, to which a donor can contribute funds. One of the most commonly used instruments for charitable giving is a CRT or Charitable Remainder Trust. They help achieve multiple goals. Donors

can name themselves as beneficiaries of the trust to receive regular income for life. The Cash Flow needs of current and future generations will thus be secured. The left-over funds then pass on to a Charity, chosen by the donor. Thus, two kinds of interest are created, one for the immediate benefit of the donor, and the second as a 'remainder' benefit to the charity.

Initial contribution to the Trust also generates income tax and estate tax deduction for the donor. If the donor is unable to use the entire tax deduction in one year, the unused portion can be carried forward over the next five years. A CRT is irrevocable, will pay a stream of income to the donor, or the trust beneficiaries, and avoids income, estate and capital gains taxes. At the end of the term, whatever remains in the trust goes to the charity, hence the name, 'remainder'.

Life insurance is one of the popular ways to support a charity, by making the trust as beneficiary of the policy, or by donating funds to charity to acquire insurance on the life of the donor. Some insurers provide 1% of the proceeds of the policy to go to the charity, like \$10,000 on a \$1 Million policy, without charging any premium for it. Hence, we should add a charity, as beneficiary, to our life policies to help the charitable causes we believe in, and support an organization when we are gone, without paying for it. Annuities can be placed inside the

CRT, for guaranteed lifetime income, with a provision to pay the left-over funds to a charity. It may be easier to donate to several charities, through a CRT, than through a Gift Annuity. Hence, this could be a worthwhile strategy to explore, subject to individual factors, to create a personal social legacy, free of any financial burden.

An accountant and an Attorney must be consulted, before establishing a CRT, or to begin a meaningful charitable giving program.



Badminton & Pickleball



ব্যাডমিন্টন

শুভাকাঙ্ক্ষা; শুভ কামনা;



"Use Promo Code: BAGA"

**1900 Buford hwy, STE B,
Duluth, GA 30097.
404 981 4678.**




Atlanta Badminton Club, LLC

Why Vedic ABA?

Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition characterized by challenges in social interaction, communication, and repetitive behaviors. Individuals with autism often experience sensory sensitivities and may have unique strengths and differences in processing information. Indian Vedic culture offers health principles that can be beneficial for individuals with autism. Research has established that evidence-based ABA therapy integrated with yoga and meditation, promote relaxation and self-regulation, potentially aiding in managing sensory issues and emotional regulation for those with autism. Through embracing Vedic principles, communities can create supportive and nurturing environments where individuals with autism can thrive and contribute meaningfully.



Nurture the unique brilliance within
every child!



ContactUs@www.vedicaba.com

Email: info@vedicaba.com Call: +1 (470) 403-3448



Oyindrila Basu, MA, MS(Psych), MS(ABA), BCBA is the Founder/CEO of Vedic ABA in Atlanta, GA, first Indian ABA owner in Georgia. She has over 2.5 years of experience in the field of Applied Behavior Analysis and 9+ years experience in mental/behavioral health research with 15+ publications. With Vedic ABA, she wants to fulfill her dream of integrating evidence-based yoga & meditational practices from Indian/Asian cultures into behavioral therapy, to make meaningful changes in the lives of people in Atlanta and beyond.



Mistakes Aritri Das

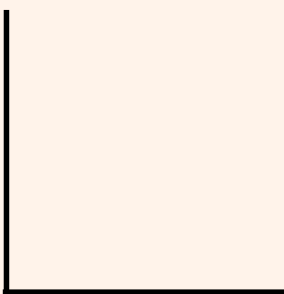
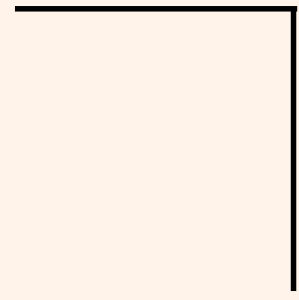
We are shaped by our mistakes,
Like the typos in life's draft, we can't erase.
Essays controlled by the writer's hand,
Where each misstep leaves a mark or a trace,
And these errors take a flashlight and guide us to our place.

In moments of our despair,
Typos serve as a reminder,
To be better, to be our best,
To rise above, to pass each test.

Just like misspelled words in an essay,
Our flaws always show us the way.
Through the fights and faults, missteps and stumbles,
We discover our strength from the fumbles.

So, dear reader, embrace these typos, do not fret,
For these lead us to our greatest asset.
Our resilience, our will to survive,
Typos shape who we are, so let them drive.

Cherish each typo, each flaw in disguise,
For with each step, we grow wise.
In the passage of life, everything's imperfect and grand,
Our typos simply guide the writer's hand.



नवाड

**She came, we saw,
she conquered**

Prosanto Hazra

Loves writing, theatre, audio systems, music, motorcycling, movies and traveling. His interests and diverse experience in journalism and business have given him a wider world view.

The Aurora Cineplex movie theater in Roswell, about 24 miles north of Atlanta, was abuzz with excited chatter! After coffee, coke and popcorn, the lights dimmed and a blanket of silence enveloped the auditorium. Everyone sat up craning their necks to catch a glimpse of our home-grown Celebrity - Bengal's Queen of the Silver Screen - Rituparna Sengupta.

She was disarmingly informal. In a few seconds she won us over with her signature smile and simple, no-frills opening statement which went something like "Hello Atlanta - apnader dekhey amar bhishon bhalo lagchey. ..." ("Hello Atlanta - I'm feeling great to see you all.") But what was most notable was her gracious appreciation for Barbara, the movie theater manager, something often overlooked by most celebs from "Desh", who forget to acknowledge the support folk in the background.

A cute little girl skipped up coyly to welcome her with a pretty bouquet amidst warm applause. Rituparna then gave us a brief overview of the movie 'Dabaru. It's a true-life story about the youngest Indian Bengali Chess Grandmaster, Surya Sekhar Ganguly who grew up as a child in the by-lanes of "Uttor" (North) Kolkata!

The movie opens dramatically with Surya careening through the narrow

alleyways in a taxi with his mother and grandpa. Suddenly the taxi's hood erupts in flames from a Molotov cocktail! Out of control, the cab crashes into a building and the occupants are forced to abandon it and flee from their attackers. Panic stricken, Surya's mother trips and falls while escaping. He stops to help but she desperately screams for him to run away.

Ingeniously, he dodges the local money lender's goons to arrive just in time for a pre-scheduled Simul Chess contest against 16 chess players at the same time! He wins, to his mentor's unconcealed delight, and is sponsored by the West Bengal Government to compete in Germany ... The rest is history.

Flashback to Surya's childhood, when, at the tender age of 5 his grandpa started teaching him chess. The story spans his childhood till, he becomes an International Master at age 16 and a Grand Master at age 19!

Rituparna plays Surya's screen mother. Unsurprisingly, she goes above and beyond. She lives the role and veritably becomes Surya's mother. She enters the very soul of the character she portrays, mirroring a mother's feelings as only someone with immense understanding, empathy and compassion can. It is as if she is the very incarnation of Surya's real mother on the screen! In doing so, she has us transfixed with her finely nuanced performance and unleashes a

veritable tsunami of emotions in our hearts!

The project has been superbly supported by Dipankar De who has effortlessly transitioned from yesteryear's hero to Surya's doting grandpa, Chiranjeev Chakraborty - the idealistic and dedicated mentor any aspirant would be blessed to have, adorable little Samadarshi Sarkar as young Surya and cute and handsome Arghya Basu Roy as Surya the teenager, along with all the other cast and crew members who contributed remarkably well.

Bengali film-making was famously regarded as setting India's cinematic gold standard. Frankly there has been quite a void since the masterpieces that we have seen from the great legends like Satyajit Ray and Mrinal Sen to name a few. But "Dabaru" marks another milestone on that path of excellence. It takes the audience back to their roots, makes them hold their breath, gasp in suspense, laugh and cry. In short, it touches their hearts - and leaves an indelible mark.

From the screenplay to Prathikrit Basu's sensitive direction, the impressive musical score to cinematography, makeup to production, it exceeded our expectations. We also learned more about chess and its mental, physical and social benefits in a couple of hours, than we would perhaps in a

lifetime! Most importantly, it reignited our faith in the resurgence of superior Bengali Cinema. We came away delighted by "Dabaru" and Rituparna, its "Shining Light".

The next evening, we had an interesting dinner meet and greet where she was disarmingly candid in her views about Bengali cinema, its resurgence and her learning curve along with the encouragement and guidance she has received from Aparna Sen. She was also full of admiration for some of the promising post-Ray directors like the late Rituparno Dasgupta and Pinaki Chaudhuri, whose premature loss she bemoaned.

It was evident she was quite exhausted from her whirlwind tour of the US. Yet she welcomed questions and chatted effortlessly and endearingly as if she had dropped in for some informal "cha and adda"! Soon it was time to say "so long, farewell, auf widersehen, goodbye". And she left us with a warm and fuzzy feeling. It would be no exaggeration to say she came, we saw, she conquered.





The Miracles of a Rainy Day

Alipi Das

Alipi Das loves to read and write. Many of her writings have been published. She also likes other creative pursuits. A positive attitude towards life is her strength.

Biju held out the fresh flowers and garlands of all sizes towards the crowd and hawked, "Reduced price for a bunch."

The people; either enjoyed the pouring rain, or they hurried to save themselves from getting soaked. Others were busy in their shopping spree. After all, the big festival of the Goddess was not far away. No one stopped by and bought flowers. Biju's needs depended on selling his stuff. He wanted the heavy rains to stop, for him to resume his business. "These torrential rains are a pain," Biju cursed under his breath.

His mind reflected the conversation between his siblings and their mother, who continuously struggled to run the family single-handedly. The younger siblings asked, "This year can we buy some new books after you get the bonus for the festival? The pages have worn out of the old ones." Their exhausted mother replied, "You need to get good results."

The darkness of the night crept steadily with little luck for Biju. He looked at his stock which started wilting by now. The dim street lights flickered; the shops were shutting down. He sat in front of the closed gates of a supermarket. The cornice protected him from the incessant rains. The briny waters filled his lashes at the remembrance of his dear mother, who was a single woman.

She slogged from early morning to late evening at the garment factory to fill the ravenous tummies of her four children and run the cogs of the household. Biju felt frustrated as he looked at the severe downpour.

His ill fate did not land him a job as per his vision after he finished college. He planned to unburden some load off his strong mother's feeble self once he got that ever-dreaming piece of work. The old roof of their shack needed a thorough repair to protect from the leaking rainwater. The new clothes would have been a big surprise and joie-de-vivre for his family during the festive season. Soon Biju realized the harsh naked reality. It became crystal clear that there were too many hairpin curves to overcome in life.

A loud ring jolted him out of his thoughts. A high-end mobile was lying in between the closed shutters of the department store. He looked around, but there was no one. It stopped after several rings and clanged again. This time he picked it up and answered.

An agitated man spoke, "Who are you? Where did you get this mobile?"

Biju's voice quivered, "I'm in front of the store," he paused and looked above to read the name, "PROVISION MARKET. The mobile was lying on the ground. I picked it up and answered." The man now spoke in a calmer tone, "You wait there, I'm coming over."

Minutes later, a car pulled up in front of the mall, and the driver shouted out. He indicated Biju to come over. The incessant rains drenched Biju. The front car window rolled down, and a rotund man with pudgy fingers from the back seat queried, "Are you the boy who found the mobile?" Biju nodded, took out the mobile from his pocket and handed it to the man.

"Thank you. What are you doing here at night?" The deep voice enquired. Biju grabbed the opportunity to earn some money, "Sir, please buy these flowers. It has been a difficult day; I couldn't sell much today due to the rains."

After a brief pause, the man asked Biju to get inside the car. At first, Biju hesitated, but when the middle-aged man with a shining bald pate assured, he got in the front seat. The man asked Biju for directions and instructed the driver to steer the car towards his house.

"What do you do?" The gentleman asked.

"Sir, I've completed my graduation this year but didn't manage to get work yet. I do odd jobs and sell these items to supplement our meager earnings contributed by the one and only member of our big family." Biju asked the driver to stop on the main road, near his house situated on

a narrow lane. Before stepping out, he turned behind and thanked the man for his kindness.

He smiled and asked Biju, "Would you like to work as a cashier in my superstore? I am the owner of PROVISION MARKET. Maybe accidentally, I dropped the mobile while leaving for the day."

Biju's eyes gleamed, he nodded in affirmation.

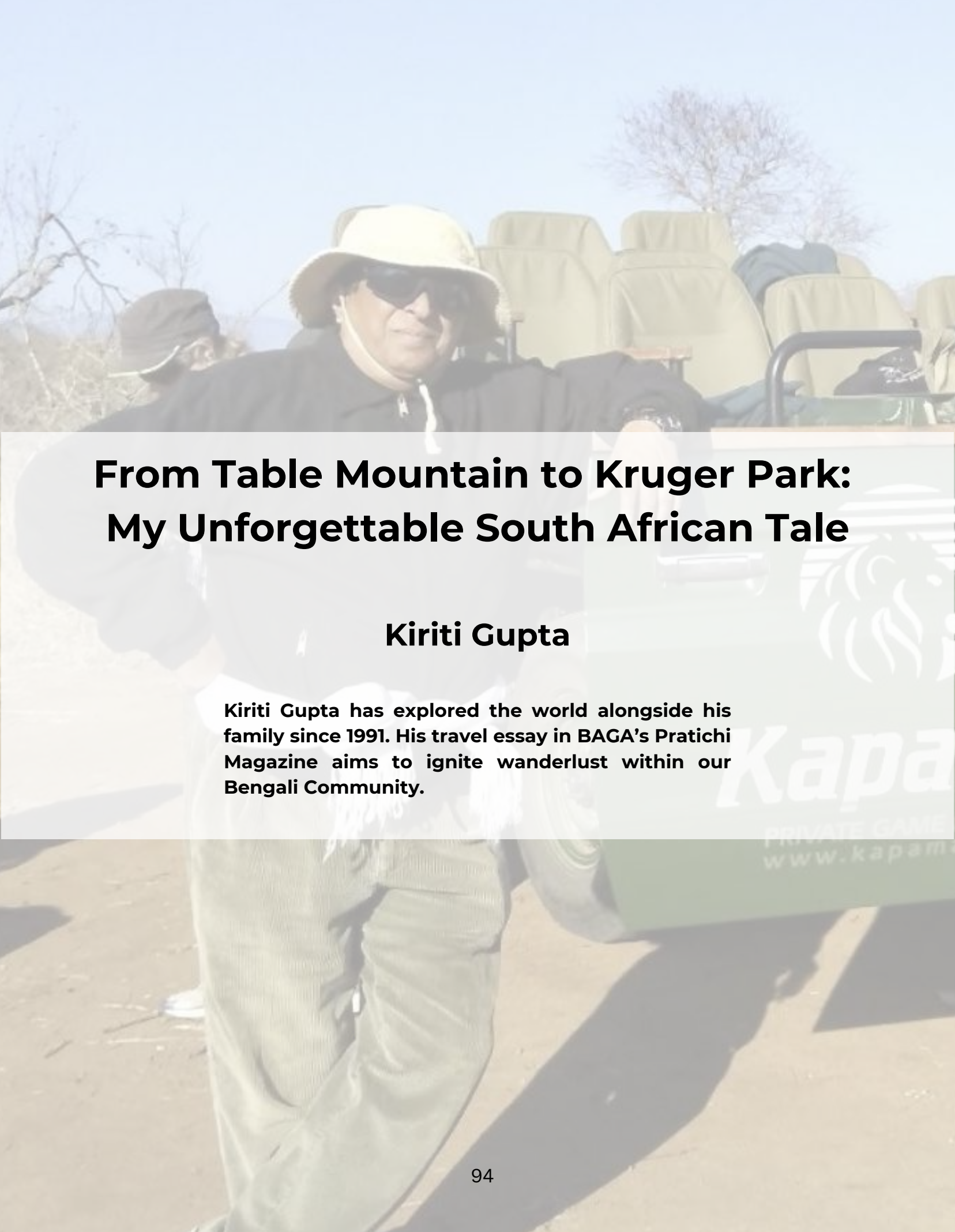
The benevolent person smiled, "Meet me tomorrow, at the hypermarket, sharp at 10 am. Keep the flowers in the car," and handed Biju a crisp pink note from his wallet.

Biju gasped and muttered, "This is too much for the stuff."

He firmly responded, "Keep it."

Biju grinned as the car maneuvered its way back. His timid mind was reluctant to accept that his dismal destiny changed on a hopeless rainy night. He skipped with joy as he wondered, "miracles do happen, either by the blessings of the rain Gods or by the sacred signs by the Mother Goddess, who was about to visit her mortal home and families."



A man wearing a light-colored safari hat, sunglasses, and a dark jacket is standing in front of a green safari vehicle. The vehicle has several rows of seats with olive green covers. The background shows a dry, open landscape with some trees under a clear sky.

From Table Mountain to Kruger Park: My Unforgettable South African Tale

Kiriti Gupta

Kiriti Gupta has explored the world alongside his family since 1991. His travel essay in BAGA's Pratichi Magazine aims to ignite wanderlust within our Bengali Community.

Kapa
PRIVATE GAME
www.kapam.com

Ever since my childhood in India, the dream of setting foot on South African soil has beckoned me. I recall nights spent huddled around the radio, as the BBC's vivid English commentary on cricket matches from Cape Town and Johannesburg transported us to those distant stadiums. The commentators' skillful narrations made the absence of visuals inconsequential; we were wide awake and spellbound. Yet, during those times, only nations unaffected by the shadow of Apartheid—like England, Australia, and New Zealand—were welcomed to play there. The very term “Apartheid” etched itself into my consciousness, stirring a mix of curiosity and resolve within me. Could I, too, one day traverse the lands beyond these broadcasts?

As history turned its pages, South Africa emerged anew, shedding its isolationist policies and embracing the global community. Seizing this opportunity, my wife Shanta and I embarked on a journey to witness the transformation firsthand. Self-reliance marked our planning phase. I secured our passage on Delta Airlines, charting a course from Atlanta to Cape Town, with our return journey commencing in Johannesburg. Expedia.com became my digital compass for accommodations and travel within the country.

Our arrival was heralded by the bright Sunday sun as our Delta flight

descended into Cape Town International Airport. Gazing out the airplane window, the familiar architecture of the terminals reminded me of home. Customs was a breeze, and after a brief spell for currency exchange, we were greeted by our driver, who held a sign bearing our names—a personal touch that bridged the gap between visitor and guest.

The hotel, a mere 40-minute drive away, sat majestically by the waterfront, offering panoramic views of the sea. We settled in and succumbed to a brief repose, recharging for the adventures ahead. Dusk had cloaked the city by the time we ventured out to the waterfront. There, amidst the bustling crowd, we discovered a gateway to history—tickets to Robben Island, the very place where Dr. Nelson Mandela endured 18 years of imprisonment.

The following dawn saw us aboard a vessel bound for the island, a 30-minute journey through time and tide. Awaiting us was a bus ready to unveil the somber realities of Mandela's confinement. Four hours later, we returned to the mainland, our minds heavy with reflection, our bodies yearning for sustenance.

Our quest for panoramic vistas led us to the blue and red double-decker buses, our chariots to Table Mountain. The monorail's ascent offered us a

bird's eye view of Cape Town—a tapestry of nature and civilization woven together. The descent brought us back to the waterfront, where the allure of local crafts beckoned.

The hotel's recommendation for local exploration introduced us to a driver who doubled as our guide. His vehicle became our window to the Cape's wonders: the Cape of Good Hope, Cape Point, playful penguins, Seal Island's aquatic ballet, and the stoic beauty of ostriches.

Our journey continued to Mpumalanga Airport, a gateway to the wild heart of South Africa—Kruger National Park. Kapama River Lodge awaited our arrival, promising encounters with the untamed.

The game drives were the crescendo of our expedition. Encounters with giraffes, elephants, and the regal presence of lions mere feet away left us in awe. The night drive, illuminated by stars and the soft glow of lanterns, offered us libations under the African sky—a toast to the wild.

The cycle of life unfolded before us the next morning, as the remnants of a lion's feast lay testament to nature's raw beauty. Rhinos graced us with their presence, completing the mosaic of memories we collected.

Our sojourn took us next to Zambia, where the majesty of Victoria Falls

awaited. Johannesburg, our final stop, offered a poignant reflection on history at the Apartheid Museum and Mandela House.

As our Delta flight carried us back to Atlanta, I marveled at the fulfillment of a childhood dream. South Africa, with its complex past and vibrant present, had etched itself into my story. It is a land I urge all to explore, to witness its majestic sights and embrace its enduring spirit.



A real estate advertisement for The Karlin Team. The background is blue with gold decorative leafy branches at the top and bottom. In the center, there is a circular portrait of a man, Jason Karlin, smiling. To the left of the portrait, the text reads: "THE KARLIN TEAM", "ONE REALTYONEGROUP", "678-909-7709", "Sell your house with the fewest hassles with our UNIQUE SELLING SYSTEM and find your NEXT home quickly. GUARANTEED OR PAY NOTHING!", "Interest rates are coming down and there are OPPORTUNITIES in all markets for both BUYERS AND SELLERS. Lets talk about how we can help you take advantage of these UNIQUE market conditions.", "CALL ME TODAY TO GET STARTED!", "404-822-1578", and "jason@karlinllc.com". To the right of the portrait, there is a testimonial: "We worked with Jason Karlin while buying and selling houses. He has great real estate knowledge and overall he is the best! ---Arpan Banarjee and Akashlina Sayed". There are also several small gold plus signs scattered around the text.



A Sleep without Dreams

Anon Achoros

The world, a stage for empty plays, unfolds,
Each scene a hollow echo, laughter cold.
My role, a weary jester, mask askew,
No mirth to share, just shades of weary blue.

The once bright tapestry of life now frays,
Each thread unraveling through lonely days.
Love's melody, a discordant strain,
Replaced by silence, a relentless rain.

The embers of ambition, cold and stark,
No spark to kindle, leave their blackened mark.
Hope, a phantom lost in swirling mist,
A cruel mirage that never could exist.

The moon, a pale and indifferent eye,
Watches me drown in depths where dreams all die.
The stars, like distant, mocking pinpricks gleam,
A universe uncaring of my fading dream.

The river whispers secrets, dark and deep,
An alluring slumber, a final sleep.
No fear of nightmares, no awakening's sting,
Just peaceful oblivion, oblivion's sweet song to sing.

The weight of being grows too much to bear,
A heavy cloak that chokes the very air.
This final act, the curtain drawn at last,
No bows, no encores, a performance surpassed.

Let silence fall, a fitting end to write,
This empty play concludes in an endless night.
No legacy, no memory to hold,
Just dust returning to the earth, cold.





The Lovely Days of my Childhood at Kolkata

Aaleyah Mallik

A happy fun loving 6th grader at River Trail middle school. She spent first few years of her life in India and frequently visited her grandma at Kolkata.



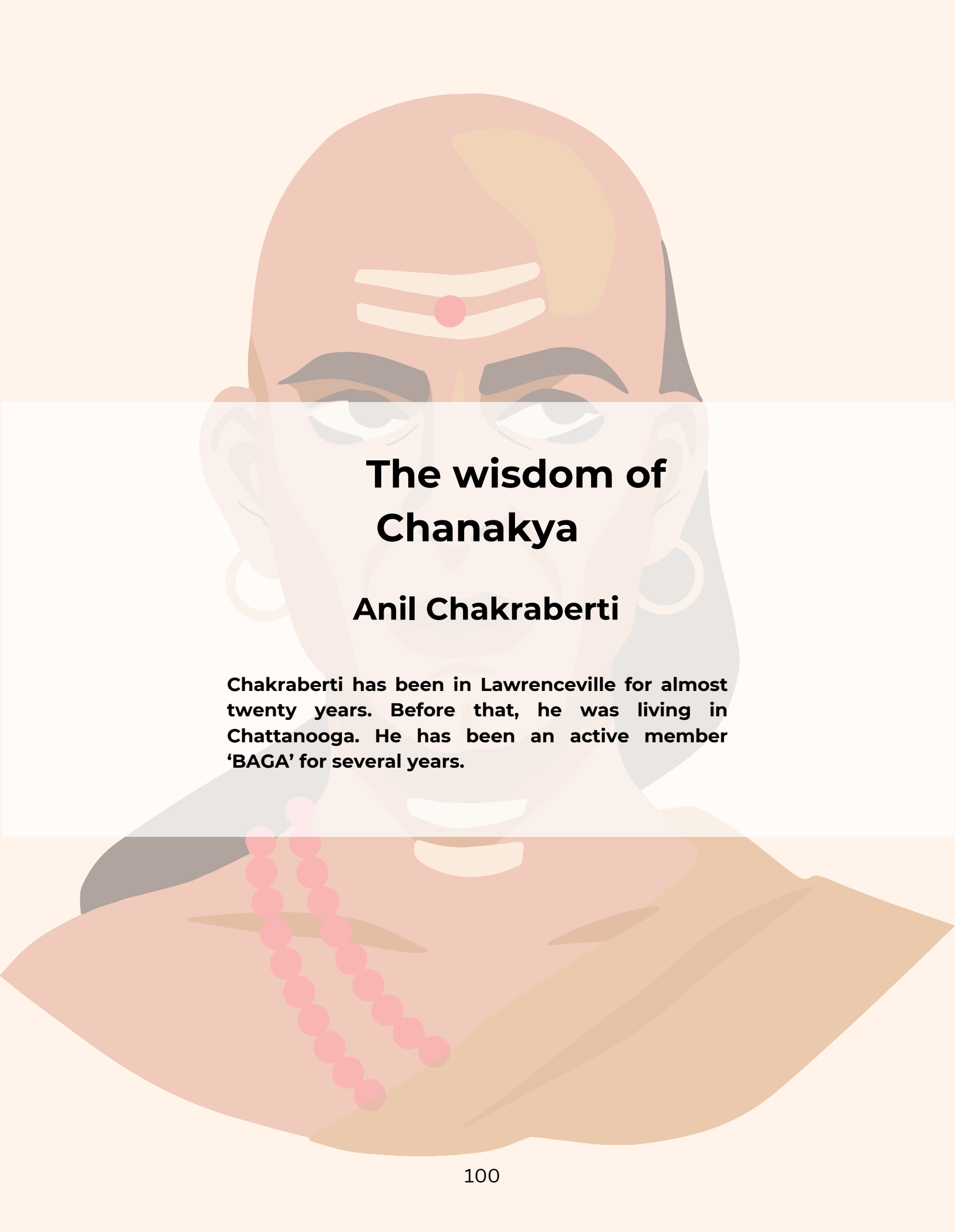
I am from Kolkata, which is very hot around the year. The streets are hot and busy. I am from a city where we play with powders of different colors for Holi. And we have colorful water gun fights.

I love my grandmother's cooking. She cooks with love and makes yummy, tasty food. Grandma's home has pretty lights that shine day and night. My grandmother makes soft and crunchy sweets.

I love the little shops selling pani puri that I visited at night with my mom. I love the smells of flowers and the bees flying around. I remember eating samosa and drinking milk in the evening.

I loved helping my grandmother with puja, her artwork, and painting. I remember painting my nails and helping my mom make dinner.





The wisdom of Chanakya

Anil Chakrabarti

Chakrabarti has been in Lawrenceville for almost twenty years. Before that, he was living in Chattanooga. He has been an active member 'BAGA' for several years.

Chanakya (c. 350-283 BC) was an adviser and a prime minister to the first Maurya Emperor Chandragupta (c. 340-293 BC), and architect of his rise to power. Kautilya and Vishnugupta, the names by which the political treatise Arthaśhāstra identifies its author, are traditionally identified with Chanakya. Some scholars consider Chanakya to be "the pioneer economist of the world" and the "the Indian Machiavelli". Chanakya was a professor at Taxila University and is widely believed to be responsible for the first Indian empire.

The court of Chandragupta Maurya, especially Chanakya, played an important part in the foundation and governance of the Maurya dynasty. Some of the most notable Chanakya's Sayings - Worth Learning

"A person should not be too honest. Straight trees are cut first and honest people are screwed first."

"Even if a snake is not poisonous, it should pretend to be venomous."

"The biggest guru-mantra is: Never share your secrets with anybody. If you cannot keep secret with you, do not expect that other will keep it! It will destroy you."

"There is some self-interest behind every friendship. There is no Friendship without self-interests."

This is a bitter truth."

"Before you start some work, always ask yourself three questions - Why am I doing it, what the results might be and will I be successful. Only when you think deeply and find satisfactory answers to these questions, go ahead."

"As soon as the fear approaches near, attack and destroy it."

"Once you start a working on something, don't be afraid of failure and don't abandon it."

"The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind. But the goodness of a person spreads in all direction."

"A man is great by deeds, not by birth."

"Treat your kid like a darling for the first five years. For the next five years, scold them. By the time they turn sixteen, treat them like a friend. Your grown up children are your best friends."

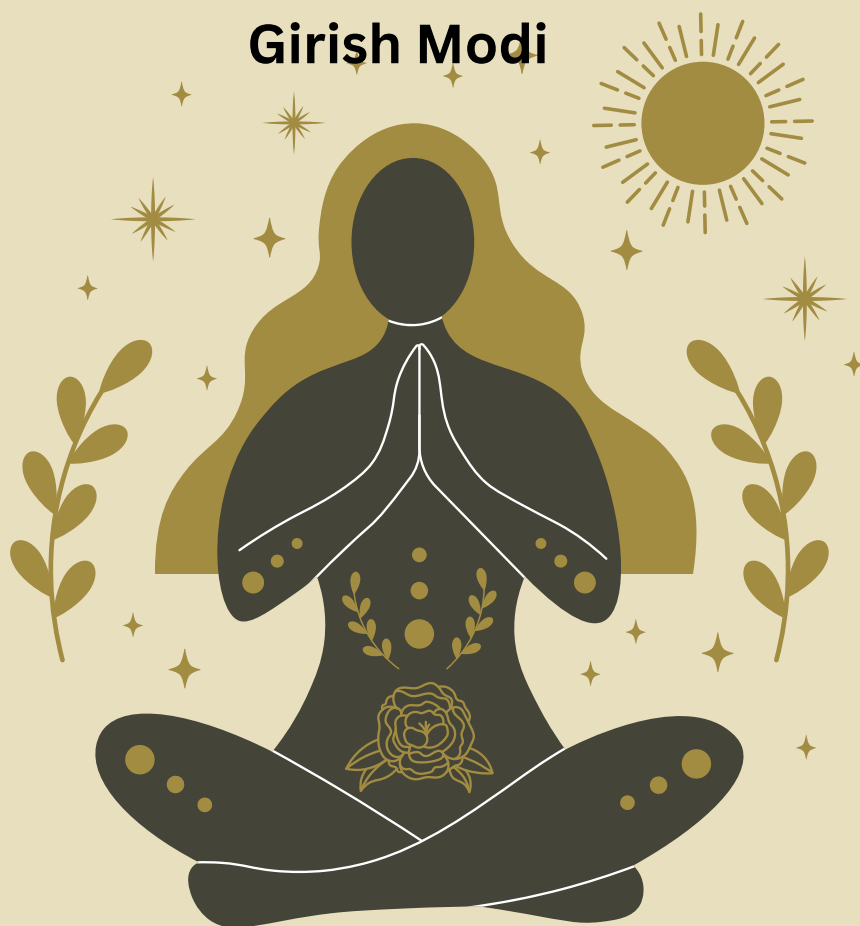
"Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth."



Juthika Roy

An Embodiment of Meera

Girish Modi



When we think of 15th century saint-poetess Meerabai and her couplets and devotional songs (bhajans) in the praise and worship of Lord Krishna, the first person that comes to mind is Juthika Roy who was called “Adhunik Meera” by many who have known her and/or heard her famous bhajans.

Just like Meerabai who at age of seven had become deeply enamored with a statue of Lord Krishna and kept it all her life, Juthika Roy too was a devotee and became interested in singing bhajans from age six. She followed Meerabai's message that Krishna bhakti is the best way to live life as it helps us forget our desires, which in turn helps us attain moksha (liberation).

Since Radio was the only media in 1930s to express one's musical talent, Juthika's father used to take young Juthika to Kolkata Radio frequently for audition and was repeatedly told that she was too young and was not ready for prime time. Without getting discouraged, Juthika continued practicing singing. Her first record was released soon and Juthika was on her way to become a great singer. She was groomed by Kazi Nazrul as well as Kamal Das Gupta, who was a very famous music director/composer at that time.

Juthika Roy was perhaps the only singer who dominated airwaves for over 25 years not by singing filmy

songs but by singing bhajans and geets in Hindi and Bengali languages. She had sung more than 200 songs/bhajans in her lifetime, but almost all of them had become popular and are evergreen even today.

It has been reported that Juthika Roy had inspired Lata Mangeshkar, Anuradha Paudwal, Anup Jalota, and others to sing Meerabai's bhajans and release their own albums. The secret to Juthika's success was her soft, melodious, and silken voice that stirred one's emotions and spiritual side. Also, her bhajans had become popular because they were composed by Kamal Das Gupta using very simple classical instruments.

Juthika Roy had the honor of singing bhajans on 15th August, 1947, at the Red Fort at the request of late Jawaharlal Nehru. Later on that day, she also attended a function at the prime minister's residence and entertained the guests with her songs. Juthika Roy also met Gandhiji when he visited Kolkata in 1946 and sang a couple of his favorite bhajans at his request. Late Indira Gandhi was also very fond of Juthika's bhajans and had befittingly awarded her Padma Shri title in 1972. Even after retirement, Juthika Roy was felicitated for her contribution throughout India.

I can vouch for the divinity of Juthika Roy's bhajans. We had a gramophone in our house and my father used to

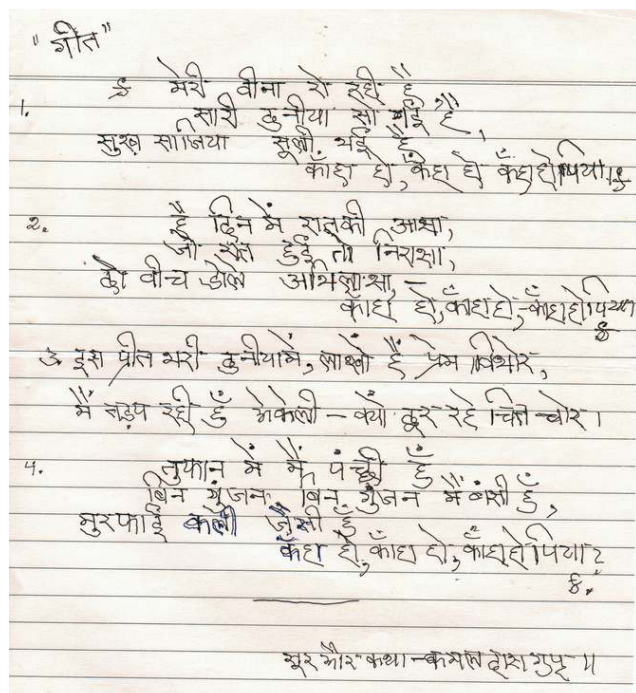
play Juthika Roy's bhajan records "Ghoonghat ka pat khol...", "Nainan mere tumari aur..," etc. every morning that would wake us up slowly and gently. I remember these bhajans by heart today even after 75 years and hum them every now and then. My favorite though is her geet "Meri bina ro rahi hai.." which always brings tears to my eyes.

When I was living in Montgomery, Alabama, I had contacted Juthika Roy first by letters and then by phone calls. We used to talk twice a week. I used to call her "Didi," and she used to address me as "Bhai." In my first letter, I enclosed a check for Rs. 25,000 as celebration of her birthday. She wrote back to me describing her career. These letters are attached herewith.

Juthika Roy had sent me lyrics of "Meri Bina ro rahi hai" in her own words, because I had hard time understanding some of the words. See attached copy of this song in her own handwriting. Find this song on YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=kPLGedRK4FY>.

Juthika Roy had also sent me her autographed photo on which she had written "To Girish Modi, who loves my bhajans so much," which I treasure most.



5, B. Shyambukur street,
Calcutta-4
27.08.2007
Ph- 2555-6138.

My dear brother,

Thank you very much for your letter, dated July 30, 2007 along with your favourite song "मेरी विना", written down by you in Hindi. Please note that some wordings in your written down lyrics, "Meri Vina", are incorrect which I have corrected and as ~~per~~ required by you, I am returning it to you after signing at the bottom of this song.

I started to record Bhajans from the year 1940. That time I did not know Hindi. The lyrics were written in Bengali and with this help, I used to sing my Hindi songs.

Most probably "Meri Vina" was released in the year 1956. It was composed and tuned by Kamal Dasgupta.

Recently 3 C.D. Records have released by Gramophone Company. This is for your information.

Hope you and your family are keeping well.

With best wishes and regards,

yours sincerely
Juthina Roy,

5, B. Shyambukur street,
Calcutta-4.
Ph No-2555-6138.
18.7.07.

My dear brother,

Many many happy returns to you for your birth day,

I wish you every success, Prosperity, happy, peaceful and very long Life for-ever.

I have received your letter dated 3rd. July 2007. Together with a gift Cheque for Rs. 25000.00 which I have accepted whole heartedly.

As required by you, I am sending herewith an autographed Photo of mine. Kindly acknowledge.

I Thank you very much for your gift Cheque and fine letter..

With regards.

yours Sincerely
'Didi'
Juthina Roy,



INDIAN BAZAAR

INTERNATIONAL GROCERIES & FRESH VEGETABLES



Liberation Overdue

Niranjan Talukder

The land of great epics and the Vedanta let
Caste system, an insult to humanity, persist yet.
Great personalities tried to get rid of it in vain,
Gandhi abolished untouchability, castes remain.
Ambedkar thought if only four castes would stay,
Intercaste marriages might wipe them away.

From the Gita's chapters four and eighteen,
It is clear what *Varnas* and their duties mean.
The four *Varnas* are as per quality personal.
Castes arose from making them ancestral.
Determined by *Sattwa*, *Rajas*, *Tamas* qualities,
Are, as per the Gita, the *Varnas* and their duties.

Making *Varnas* ancestral led to castes sadly.
It disregarded the Gita, harmed society badly.
An unjust system has been long in practice,
According to lineages, not *Varnas*, are duties.
Society suffered losses, talents got wasted,
Deprived were many, many were illtreated.

Work aptitude, not lineage, tells one's *Varna*.
All in a family may not be of the same *Varna*.
As the four *Varnas* in the Gita were mistaken,
Caste system is believed to be religion-given.
Varna's meaning will end the way superstitious,
After the realization that caste is anti-religious.

The deprived ones will be from dishonor free,
And that will also make those from shame free
Who do injustice and thus harm to society,
And thereby expose their own moral poverty.
As society gets rid of this evil, all will benefit.
Peaceful is this effort, all should join hands in it.



Highglow

22 K GOLD AND DIAMOND JEWELRY



LOS ANGELES

18644-A PIONEER BLVD
ARTESIA, CA 90701
TEL: 562.402.0112

DETROIT

28231 FORD RD.
GARDEN CITY, MI 48135
TEL: 734.422.6810

ATLANTA

1707 CHURCH ST. Suite C6
DECATUR, GA 30033
TEL: 404.296.2714

WWW.HIGHGLOW.COM



PARMAR LAW

ATTORNEY-AT-LAW



PRAKASH PARMAR was formerly with Rampersad & Parmar Law Group and has over 25 years of experience in civil and immigration matters.

PRAKASH PARMAR
prakash@parmaruslaw.com

- Business Immigration:** EB5 Investor Visa
EB1, EB2 and EB3 Green Cards
PERM Labor Certifications
U Visas
Nonimmigrant Visas B1/B2, E1/E2,
F1, H-1, H-2, K-1, L-1, R-1
- Family Immigration:** Spouse, Children, Parents and Siblings
NVC Filings
- Other Immigration:** Naturalization
Consular Processing
Deportation and Removal
- Civil Matters:** Business Closings
Contracts
Business Loan Workouts
- Litigation:** Plaintiff and Defendant Representation
Landlord Disputes
Trial Settlement and Negotiations
Uncontested Divorces

WWW.PARMARUSLAW.COM

**400 GALLERIA PARKWAY,
STE 1500, ATLANTA, GA 30339**

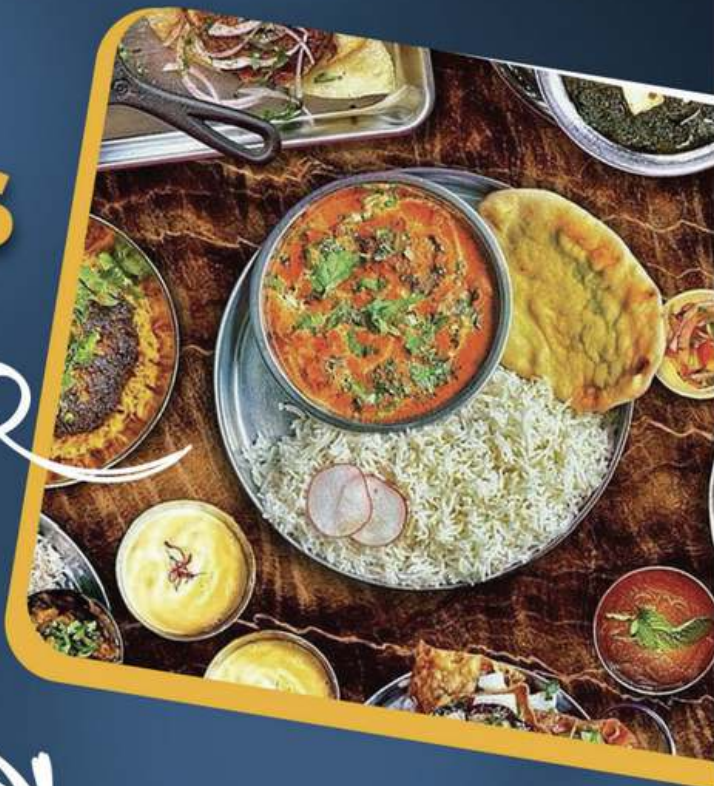
Phone: 678-385-5919





BANGLADESHI **GROCERY PLUS**

DHABA WINGS DESHI FOOD CATERING TAKEOUT



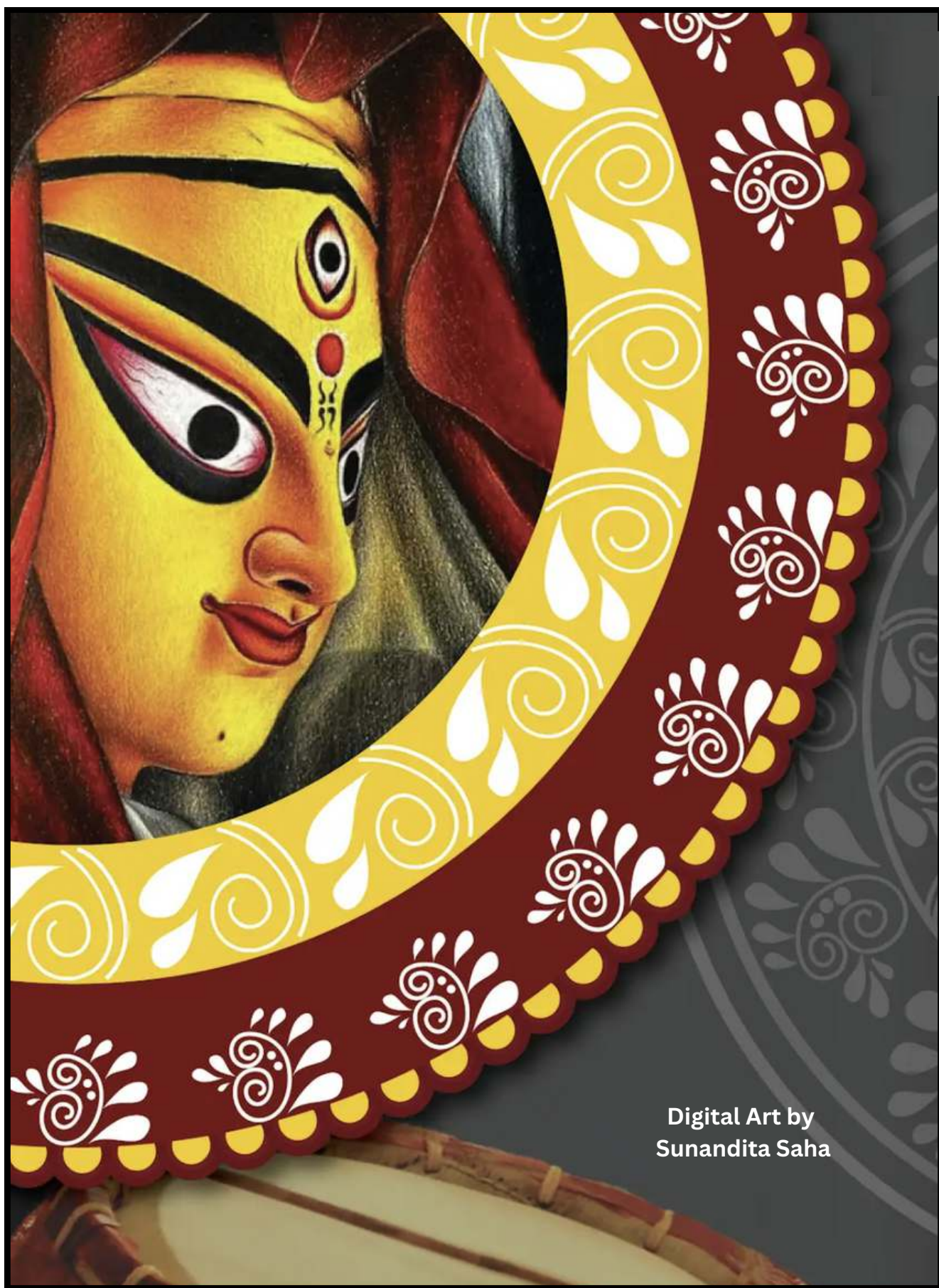
GRAND PLACE **EVENT HALL**



5953 Buford Hwy, Suite 102, 103, 104
Doraville, GA 30340

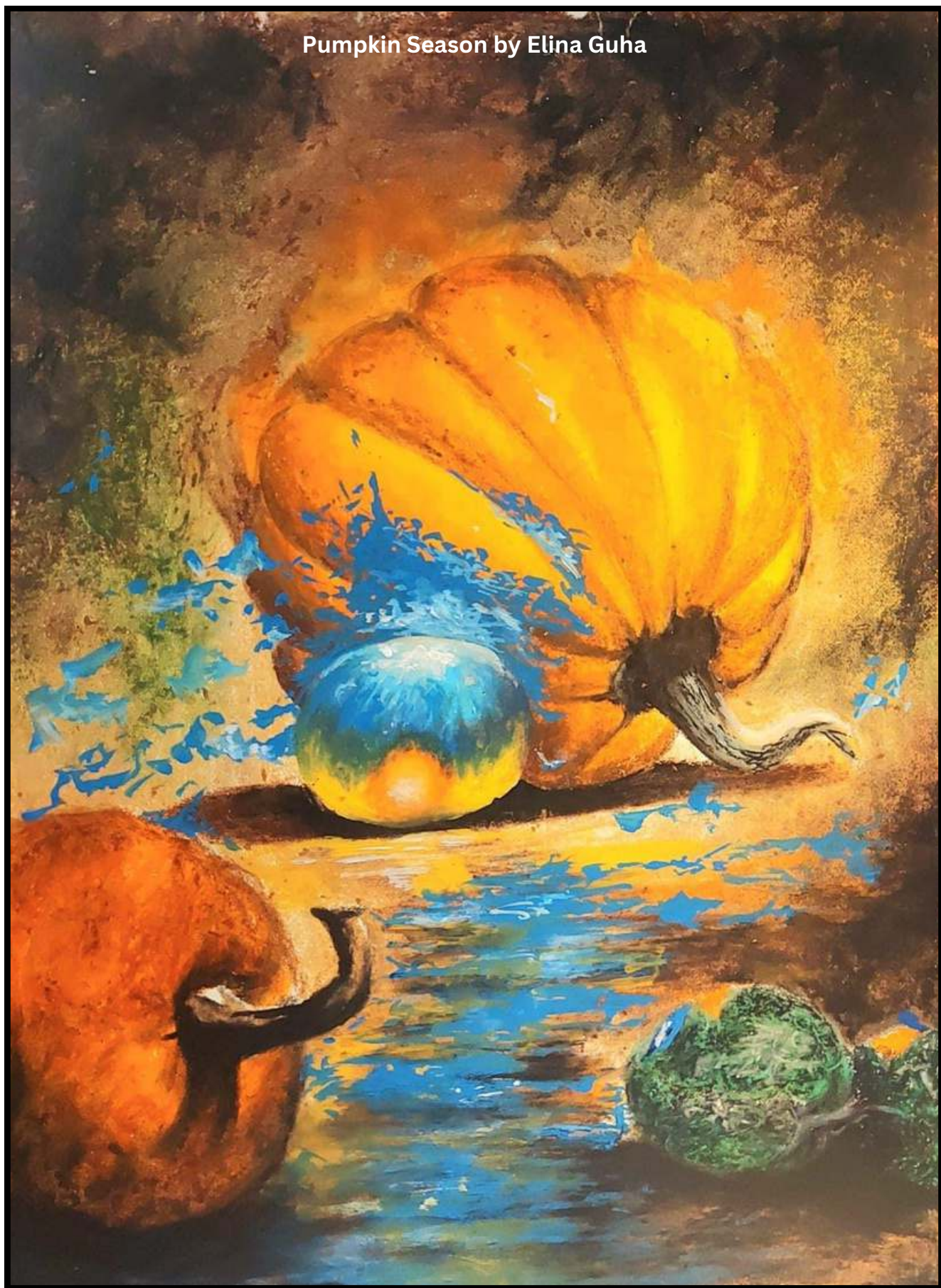
CONTACT US

404 518 1404



Digital Art by
Sunandita Saha

Pumpkin Season by Elina Guha





Satyajit Ray by Sourabhi Saha

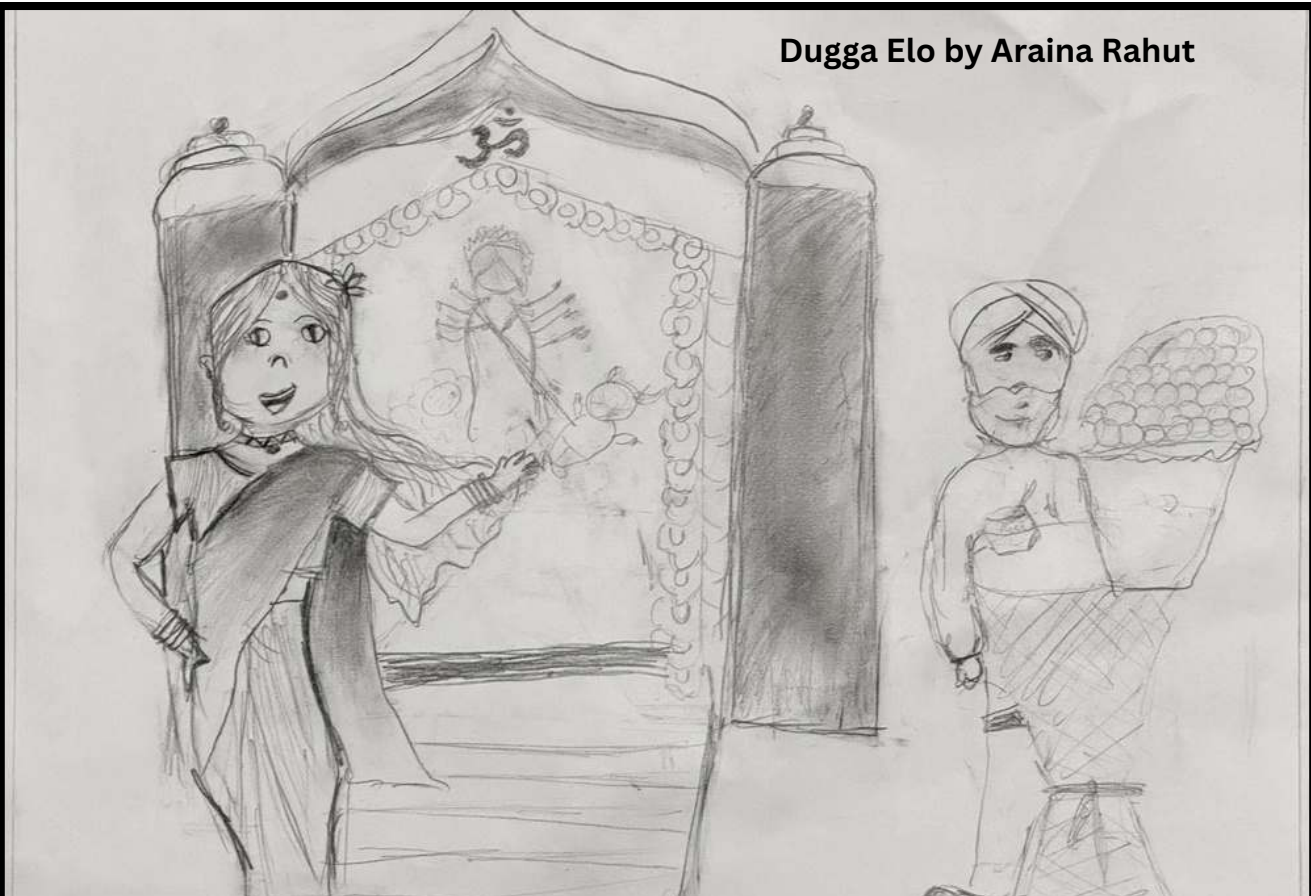
Northern Lights by Nishant Das



Kingfisher by Rayansh Das



Dugga Elo by Araina Rahut



Maa Durga by Tuhina Chatterjee



SID
**SHIV'S INSTITUTE OF
BOLLYWOOD DANCE**
ALPHARETTA • CUMMING • MARIETTA
TEXT US: 6787369320
WWW.SIDBOLLYWOOD.COM

The Colorful Cat by Aaleyah Mallik



Beauty of Fall
by
Tanisha Podder



Drive Safe & Save™
up to 30%*



*Discounts may exceed 30% and vary state to state (NY capped at 30%). Not available in CA, MA, RI and may not be available in NC depending on individual facts and circumstances. Setup required. Drive Safe & Save Connected Car not available in all states for eligible Ford and Lincoln vehicles on eligible policies.

Each State Farm insurer has sole financial responsibility for its own products.

State Farm Mutual Automobile Insurance Company

State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL

State Farm County Mutual Insurance Company of Texas, Richardson, TX

 **State Farm**
Dennis Holland
(470) 281-9866
InsuredByDennis.com



DELICIOUSLY DESI.

Simple Ingredients.
Homestyle Taste.

Always Desi.

Bringing the flavors of
India to your table.

Find a store near you at
desifreshfoods.com



THE LARGEST SELECTION OF INDO-PAK GROCERIES

- ✓ FRESH PRODUCE
- ✓ SNACKS
- ✓ SWEETS
- ✓ SPICES
- ✓ LUGGAGE
- ✓ COOKWARE
- ✓ AYURVEDIC MEDICINE
- ✓ AND MUCH MORE

OUR CONVENIENT LOCATIONS

ATLANTA- DECATUR

751 Dekalb Industrial Way
Decatur, GA 30033
Tel: 404-299-0842

ALPHARETTA - CUMMING

2255 Peachtree Parkway
Cumming, GA 30041
Tel: 770-888-4141

DULUTH - GWINNETT

3890 Satellite Blvd
Duluth, GA 30096
Tel: 770-476-0522



Groceries
delivered by



CHERIANS

INTERNATIONAL GROCERIES



www.cherians.com

FOLLOW US ON



PATEL BROTHERS®

"Celebrating Our Food....Our Culture"





JAY MEDICAL CLINIC

Internal Medicine, Primary Care, Geriatric Medicine

Phone: 678-714-8522

www.jaymedicalclinic.com

3457 Lawrenceville Suwanee Rd, Suite C, Suwanee, GA 30024

20 years of serving the community



Sanjay Nariani, MD



Morgan L. Deloach, FNP-C



Dasom Kim, FNP-C

- Most insurance plans accepted including Marketplace offered plans
- Reasonable self pay cost for Office visits and Labs
- Doctor on call after office hours
- Multilingual staff
- Assisted Living and Nursing Home visits



CLINIC HOURS

Monday - Friday 8:00 am - 4:00 pm

www.globalholidays.us



Zindagi ek safar hain suhana!



GLOBALHOLIDAYS
GROUP TOURS | MICE | EVENT

EARLY BIRD DISCOUNT



SCENIC ICELAND

DOY'S

\$3599*

2024	2024
30 SEPT	09 OCT



**JAPAN & SOUTH KOREA
12 DAYS**

\$4399*

2024	2024	2024
24 MAR	19 APR	12 MAY
2024	2024	2024
22 SEPT	05 OCT	



**AUSTRALIA & NEW ZEALAND
16 DAYS**

\$4749*

2024	2024	2024
17 NOV	04 DEC	30 JAN
2024	2024	2024
15 FEB	21 MAR	06 APR



**VIETNAM & COMBODIA
13 DAYS**

\$2499*

2024	2024	2024
04 NOV	18 NOV	02 DEC
2024	2024	2024
06 JAN	20 JAN	17 FEB
2024	2024	2024
	03 MAR	



INCREDIBLE INDIA & BEYOND

Select tour from Website



**SOUTH AMERICA
15 DAYS**

\$4799*

2024	2024	2024
06 NOV	22 JAN	06 FEB



23+ YEARS OF EXPERTISE

*T&C Apply + Airfare



GLOBALHOLIDAYS
Travel the world with us

USA - REGISTERED OFFICE : 2470 Windy Hill Road,
Suite 160 Marietta GA 30067 USA | Email : info@globalholidays.us
globalholidays.us [globalholidaysusa](https://www.facebook.com/globalholidaysusa)

Toll free : 1844 900 8099
Phone : +1 770 599 7099



KUNNATHA INJURY LAWYERS

BOUTIQUE LAW FIRM FOR THE SERIOUSLY INJURED

FREE CONSULTATION/CASE EVALUATION
ATLANTA: 404-633-4200 • CHICAGO: 312-757-4700
No fees until we collect compensation for you



Salu K. Kunnatha

**EXPERIENCE.
PERSONAL ATTENTION.
RESULTS.**



Reena Emmanuel
(Admitted in GA & IL)

PERSONAL INJURY LAWYERS WITH THE EXPERIENCE YOU NEED TO GET THE COMPENSATION YOU DESERVE

PRACTICE AREAS

- CAR CRASH
- COMMERCIAL & SEMI TRUCK CRASH
- PEDESTRIAN ACCIDENTS

- WRONGFUL DEATH
- SLIP & FALL
- NEGLIGENT SECURITY
- PRODUCT DEFECTS
- DOG BITES

We accept consultations in person, by zoom/virtually, and phone.

We speak English, Malayalam, and Spanish.

CONTACT US



Millions recovered for our clients each year!

LAW OFFICE OF SALU K. KUNNATHA, P.C.
1800 Century Boulevard NE, Suite 1750, Atlanta, GA 30345

404-633-4200

www.kunnathalaw.com



GET PRE-QUALIFIED WITH **ENSURE** HOME LOANS

Apply Now

Do you know how much you can afford?

ENSURE HOME LOANS offers competitive rates and flexible terms on home loans to help make your dream home a reality!! **CONTACT** our experienced Loan officer Saibabu Maddineni today!
NMLS # 2494094



Saibabu Maddineni



COMMITMENT TO YOU

- 24/7 Phone/Email Access.
- White-Glove Service.
- Fully Vetted Pre-Approval.
- Approval in 24 hour
- Close On Time.

(425)-794-8152

saibabu.maddineni@ensurehomeloans.com

<https://www.ensurehomeloans.com/saibabu-maddineni>



2785 Rockbrook Dr. #304, Lewisville, TX 75067

Ensure Home Loans Serves in
AR AZ AL CA CO CT DE FL GA IA IL IN KS MI
MN NC NJ OH OK OR PA SC TN TX WA WI & VA

eGrow Solutions LLC

Saibabu Maddineni

STATE CERTIFIED

FINANCIAL
PROFESSIONAL

Free 1 on 1 Session



OUR SERVICES

- Online Estate Planning Document Services
- Life Insurance - Living Benefits
- IRA / 401k Rollover
- Annuities - Health Insurance
- Long Term Care
- Merchant Credit Card Processing Services
- Financial Education
- New Business Opportunity
- Will & Trust and Notary Services



World-Class Providers



Financial Freedom is Freedom from Fear!
FINANCIAL SOLUTIONS: Protection Planning | Kids Education Planning | Retirement Planning | Wealth Building Planning | Will & Trust and Notary Service | Estate Planning

BUSINESS OPPORTUNITY: Generate Passive Income | Become an Entrepreneur | Attain Financial & Time Freedom

Do you know your Financial Freedom Number?

Ph: 4257498152 | Email : egrowwealthgroup@gmail.com

Free!

Complimentary Financial Needs Analysis | Free Term Quotes
No Service Charges for Will & Trust

#1 Indian Vegetarian Restaurant in Atlanta!



All Sweets
\$4.99/lb



Indian Vegetarian Restaurant
Celebrating 23 years!

New Location,

Expanded Menu,

Sparkling Facility!

New Dishes Every Week!

1707 Church Street Ste C-7 (Patel Plaza)
Decatur, GA 30033

Tues-Thurs: 11:30 am to 9:30 pm
Fri-Sat: 11:30 am to 10:00 pm (Monday Closed)

404-633-5595





MASALA

AUTHENTIC INDIAN CUISINE

BANQUET FACILITIES AVAILABLE
CATERING FOR ALL OCCASIONS
WITH FULL SERVICE



OPEN SIX DAYS A WEEK. TUESDAY - CLOSED

Hours: 11:30AM - 10:30PM

1713 Church Street Decatur, GA 30033

Tel: 404-296-9999 Fax: 404-299-3036

www.mirchmasaladecatur.com

All Vegetarian Items Cooked Separately



LUNCH BUFFET

\$12.00

11:30AM-4:30PM

DINNER BUFFET

\$15.00

4:30PM-10:00PM

To
The BAGA Family
Sarodiya Shubhechha



Committed to optimizing your health

Providing you with the best doctors for the best care



DR. DHIRAJ PATEL M. D.



DR. NEIL PATEL M. D.

As the medical practice of Dr. Dhiraj Patel and Dr. Neil Patel, we are a full-service clinic specializing in adult internal medicine and geriatric care. From annual physicals to minor surgical procedures, our practice is committed to providing quality primary care. Dr. Dhiraj and Dr. Neil are both board-certified internists. Both physicians are affiliated with WellStar North Fulton Hospital. We also perform immigration physical and DOT physical.



Contact Us

401 South Main Street
Suite A4

Alpharetta, GA 30009

Mon-Fri 8:30 AM - 6:00 PM

Tel: (770) 772-4044

Fax: (770) 746-0742

Email clinic@alphamed.sprucecare.com
medalpha@bellsouth.net

www.alphamedicalclinic.com



ষষ্ঠ বর্ষ, **আবদীয়া** সংখ্যা, ২০২৪

উপন্যাসিকা:

অমর মিত্র, নলিনী বেরা, বিনোদ ঘোষাল, ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজশ্রী বসু অধিকারী

গল্প:

তিলোত্তমা মজুমদার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, হর্ষ দত্ত, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়,
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিথী চট্টোপাধ্যায়, হিমাদ্রি শেখর দাশগুপ্ত, দীপাশ্বিতা রায়, জয়দীপ
চক্রবর্তী, সাগরিকা রায়, জয়ন্তী রায়, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, রেহান কৌশিক,
দেবশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, রাসাত রহমান জিকো

প্রবন্ধ:

পবিত্র সরকার, মধুজা ব্যানার্জী রম্যাণী গোস্বামী, মানসী গাঙ্গুলী, শুভশ্রী নন্দী

বিবিধ:

শতবর্ষ স্মরণে: নবকুমার বাসু

মুক্ত গদ্য: সুপ্রিয় চৌধুরী, রূপা মজুমদার

রম্য: চুমকি চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

দুর্গা পূজো: রাজিকা মজুমদার

কবিতা:

সুবোধ সরকার, সুধীর দত্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, স্মরনজিৎ চক্রবর্তী, বিভাস রায়চৌধুরী, মন্দাকান্ত সেন, বিনায়ক
বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়াশিস ঘোষ, অদिति বসু রায়, রুদ্রশঙ্কর, মধুমিতা ভট্টাচার্য,
সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ

এছাড়াও আছে এক গুচ্ছ অণুগল্প, অনুবাদ, ভ্রমণ, রান্নাঘর ও বিনোদন বিভাগে নিয়মিত লেখা।

www.aparbangla.net





MALANI

— Since 1897 —



EXPLORE OUR EXCLUSIVE
ROSE GOLD DIAMOND JEWELRY



Malanijewelers



malani_jewelers



malani_jewelers



malani_jewelers

WWW.MALANIJEWELERS.COM

STORE AT ATLANTA

739 Dekalb Industrial Way, Suite #2100, Decatur, GA 30033

📞 404.298.7811